উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- "কোর কোর্স", "ইলেকটিভ কোর্স", 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' "স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স", "এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স" এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Bachelor of Commerce (Honours) Commerce (NCO)

Course Type : Discipline Specific Core (DSC)

Course Titile : কারবারী আইনের রূপরেখা
(Business Regulatory Framework)

Course Code : 6CC-CO-05

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, 2025

First Print : March, 2025

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Bachelor of Commerce (Honours) Commerce (NCO)

Course Type : Discipline Specific Core (DSC)

Course Titile : কারবারী আইনের রূপরেখা (Business Regulatory Framework)

Course Code : 6CC-CO-05

: বিষয় সমিতি :

: সদস্যবৃন্দ :

ড. অনির্বাণ ঘোষ
(Chairperson)
Professor of Commerce, NSOU

ড. উত্তম কুমার দত্ত
Professor of Commerce
NSOU

ড. সজল কুমার মাইতি
Professor of Commerce (PG Dept.)
Goenka College of Commerce
Business Administration

ড. চিত্তরঞ্জন সরকার
Professor of Commerce
NSOU

সি.এ. শুভায়ন বসু
Former Associate Professor of Commerce
Ananda Mohan College

ড. আশিস কুমার সানা
Professor of Commerce
University of Calcutta

ড. বিশ্বজিৎ ভদ্র
Associate Professor, NSOU

ড. সুদর্শন রায়
Asst. Professor of Commerce, NSOU

: রচনা :

একক ১-৮ : ড. সারদা প্রসাদ দত্ত
Associate Professor
JMSM Mahavidyalaya

একক ৯-১০ : সি. এস অতনু প্রামাণিক
Assistant Professor
University of Calcutta

: সম্পাদনা :

ড. উত্তম কুমার দত্ত
Professor of Commerce
NSOU

ড. অনির্বাণ ঘোষ
Professor of Commerce
NSOU

বিন্যাস সম্পাদনা

ড. সুদর্শন রায়, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় : সাম্মানিক বানিজ্য (NCO)

Course Title : Discipline Specific Core (DSC)

Coruse Title : কারবারী আইনের রূপরেখা

(Business Regulatory Framework)

Course Code : 6CC-CO-05

একক ১ ❑ ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২-I (Indian Contract Act 1872-I) 7–22

একক ২ ❑ ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২-II (Indian Contract Act 1872-II) 23–68

একক ৩ ❑ ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২-III (Indian Contract Act, 1872-III) 69–110

একক ৪ ❑ পণ্য বিক্রয় আইন ১৯৩০ (Sale of Goods Act, 1930) 11–124

একক ৫ ❑ অংশীদারী আইন, ১৯৩২ (Partnership Act, 1932) 125–144

একক ৬ ❑ সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট অংশীদারী আইন, ২০০৮ (The Limited Liability Partnership Act, 2008) 145–154

একক ৭ ❑ হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১ (Negotiable Instrument Act, 1881) 155–163

একক ৮ ❑ ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ২০১৯ (Consumer Protection Act, 2019) 164–175

একক ৯ ❑ তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ (Information Technology Act, 2000) 176–180

একক ১০ ❑ তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ (Right to Information Act, 2005) 181–186

একক ১ ❑ ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২—I (Indian Contract Act, 1872-I)

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ আইনের সংজ্ঞা
১.৪ আইনের উদ্দেশ্য
১.৫ সমাজ ও আইন
১.৬ আইনের অনুশাসন
১.৭ বাণিজ্যিক আইন
১.৭.১ ভারতীয় বাণিজ্যিক আইনের উৎস সমূহ
১.৮ চুক্তি আইনের প্রয়োজনীয়তা
১.৯ চুক্তির সংজ্ঞা
১.১০ বৈধ চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান
১.১১ চুক্তির শ্রেণীবিভাগ
১.১২ সারাংশ
১.১৩ অনুশীলনী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন :

- আইন কি;
- বাণিজ্যিক আইনের উৎস সমূহ;
- চুক্তি সম্পর্কে ধারণা;
- চুক্তির প্রকারভেদ;

১.২ প্রস্তাবনা

মানুষ সমাজে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করে। যে সমাজে বসবাস করেন সেই সমাজের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া, জীবিকা-নির্বাহ প্রণালী মেনে চলেন। সমাজের সদস্যরাই সমাজের আচরণ-বিধি তৈরি করেন। সমাজের সব সদস্যরাই সমানভাবে এইসব বিধি-নিষেধ মেনে কোন রাষ্ট্র তার সমাজের সদস্যদের আচরণ-বিধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন প্রণয়ন করেন। রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষকে সেই আইন মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্র-আইন রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষের আচরণ-বিধিকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যারা আইন অমান্য করে তারা আইন অনুযায়ী শাস্তি পেয়ে থাকে। সুতরাং আইনের

অর্থ, আইনের উৎপত্তি, আইনের অনুশাসন প্রভৃতি সম্বন্ধে জানতে হলে এই এককটি পাঠ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

১.৩ আইন কি?

রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত এবং মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নিয়মকানুন হল আইন। বর্তমান সভ্যসমাজে মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বাস করতে হলে কিছু নিয়ম-কানুন অবশ্যই মেনে চলতে হয়। এইসব নিয়ম-কানুন না মানলে সমাজে ভীষণ সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই এইসব নিয়ম-কানুন যাতে প্রত্যেকে মেনে চলতে বাধ্য হয়, তার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আইন অমান্য করলে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। সুতরাং আইন বলতে সেই সব বিধি ও নিয়মকে বোঝায় যা রাষ্ট্র প্রণয়ন ও বলবৎ করে।

আইনের সংজ্ঞা : জনসাধারণের ওপর বলবৎযোগ্য রাষ্ট্রীয় অনুমোদন প্রাপ্ত অনুশাসনকেই আইন বলে। বিশিষ্ট আইনবিদ্ হল্যান্ডের (Holland, Jurisprudence) মতে—"জন সাধারণের বাহ্যিক আচরণ-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সার্বভৌম রাজনৈতিক শক্তি কর্তৃক অনুমোদিত সাধারণ নিয়মকেই আইন বলা হয়।" "Law is a rule of external human action enforced by sovereign political authority."

আইনের সংজ্ঞা থেকে আমরা আইনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি। যথা—

- ইহা মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ রাখার প্রচেষ্টা করে।
- ইহা মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।
- ইহা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- ইহা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত।
- কেউ যদি আইন ভঙ্গ করে তাহলে রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিতে পারে।

১.৪ আইনের উদ্দেশ্য

আইন সম্পর্কে ওপরের আলোচনা ও সংজ্ঞা থেকে আমরা আইনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। যেমন,

- মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে প্রত্যেক মানুষ সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধা পায়।
- আইনের প্রয়োগ দ্বারা নৈতিক অনুশাসন ও সুবিচারের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
- আইন অমান্য করলে শাস্তি প্রদান করা।

১.৫ সমাজ ও আইন

আইন সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমরা পেলাম। সমাজ সম্পর্কে ধারণা আমাদের প্রায় সকলেরই আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে সম্পর্কটা কতখানি, তা আমরা এই অংশে আলোচনা করব।

কোন একটি মানবগোষ্ঠী অথবা কোন ব্যক্তিসম্প্রদায়, যারা আচার-আচরণ, আহারাদি-বিধি, জীবনধারণের প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে একটি সাদৃশ্যের বন্ধনে আবদ্ধ, প্রায়ই দেখা যায় যে, তারা সকলে একই স্থানে, অর্থাৎ এক সঙ্গে বসবাস করে। এইভাবেই সমাজের সৃষ্টি হয়।

এইসব অভ্যাস, আচরণ, রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক সূত্র ভিন্ন সমাজে ভিন্ন মানবিক আচরণ-বিধি নির্দিষ্ট করে দেয়। সমাজে যারা বসবাস করে তারাই সমাজের বিভিন্ন ব্যবহার বিধির প্রণেতা। কিন্তু এই বিধিগুলি বাধ্যতামূলক ছিল না। অথচ, যারা এই সামাজিক বিধিগুলি মেনে চলত না তারা শাস্তি হিসাবে সমাজে এক ঘরে হয়ে যেত। এজন্য অন্য কোন নির্দিষ্ট শাস্তির অস্তিত্ব সমাজের ফৌজদারী আইনে (Penal Code) নেই।

কিন্তু অন্যদিকে আইন (Law) রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত হয়, সমাজ দ্বারা নয়। মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, সকলের জন্য সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাই হল আইনের উদ্দেশ্য।

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ বিধি সকলের ক্ষেত্রে বাধ্যতা-মূলকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইন সকলকেই মেনে চলতে হয়। অন্যথায় তাকে শাস্তি পেতে হয়। এব্যাপারে রাষ্ট্রীয় আইন দেশের সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

কোন দেশের তথা সমাজের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলো বিবেচনা করে সেই দেশের আইন প্রণীত হয়। অর্থাৎ আইন সমাজ নির্ভর। তাই একথা স্পষ্ট করেই বলা যায়, সমাজের বিশেষ কোন পরিবর্তন হলে আইনের পরিবর্তন আবশ্যক। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে ইউরোপে মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রে কৃষকদের কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু আধুনিক সময়ে সামন্ততন্ত্র বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরা অনেক অধিকার লাভ করে। সুতরাং সমাজের পরিবর্তন আইনের পরিবর্তনের সূচনা করে। কিন্তু, কোন কোন সময়ে আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন—আইন করে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়ে সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

অর্থাৎ, ওপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হল সমাজ ও আইন পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজের পরিবর্তনে আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন। এবং বিশেষ প্রয়োজনে আইনের পরিবর্তনঘটিয়ে সমাজের রীতি-নীতির ওপর বাধা আরোপ করে সামাজিক পরিবর্তন আনা হয়।

১.৬ আইনের অনুশাসন (Rule of Law)

প্রথাগত আইন না মানলে মানুষ সামাজিকভাবে নিন্দিত হয় কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের শাসন না মানলে শাস্তির বিধান থাকে। দেশের সাংবিধানিক আইন সাধারণ আইন থেকেই সঞ্জাত। কোন কোন দেশে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী আইনের অতিরিক্ত কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। আধুনিক যুগের লক্ষ্য হল একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল নাগরিকের ওপর একই ভাবে আইন প্রয়োগ করা। অধ্যাপক ডাইসির মতে—"আইনের চোখে সকল নাগরিকই সমান।" আইনের অনুশাসন বলতে

মধ্যযুগীয় ধারণায় বলা হয়—"আইনের ক্ষমতা সর্বোচ্চ।" এর দ্বারা সরকার, আইন প্রণেতা ও সাধারণ নাগরিক সকলেই নিয়ন্ত্রিত হয়। অধ্যাপক ডাইসি (A. V. Dicey) ছিলেন আইনের অনুশাসনের অন্যতম প্রবক্তা। 1885 সালে সাংবিধানিক আইনের উপর বক্তৃতামালায় এই মতবাদ প্রকাশিত হয় এবং এই তত্ত্বের ভিত্তিতে 1920 সালে লর্ড চ্যান্সেলার একটি কমিটি গঠন করেন যার কাজ ছিল এই তত্ত্বের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদের প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং রক্ষাকবচ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা।

আইনের অনুশাসন বিষয়ে ডাইসির তত্বগুলি নিম্নরূপ :

১। **বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারের বিলুপ্তি**—এতে সরকার ও প্রশাসনিক ব্যক্তিদের বিশেষ অধিকারের ক্ষমতা লোপ করে প্রতিটি মানুষের ন্যায় বিচার পাবার কথা বলা হয়েছে। এই অনুশাসন অনুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি আইনের চোখে দোষী প্রমাণিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না। আইনের অনুশাসনের অর্থ হল আইন দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত হওয়া।

২। **আইনের চোখে সকলের সমান অধিকারের তত্ব**—এই তত্বে বলা হয়েছে আইনের ওপরে কেউ নেই। রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তির গতিবিধি, পদমর্যাদা এবং সামাজিক প্রতিপত্তি, রাষ্ট্রের সাধারণ আইন ও সাধারণ আদালতের বিচারাধীন। প্রশাসনিক আধিকারিকরাও সাধারণ নাগরিকের মতই আইন মান্য করবে এবং আইন লঙ্ঘন করলে তাদেরও শাস্তি হবে। এইভাবেই জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকার।

৩। **কোন দেশের সংবিধান মূলত তার নিজস্ব আইনি কার্যাবলী নির্ধারণ করে**—কোন দেশের সংবিধান বিদেশি কোন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং কর্তব্য নির্ণয় করাই হল সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য এবং তা করা হয়ে থাকে দেশের প্রচলিত আইন ও বিচারালয়ের পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই। সংবিধান সম্বন্ধে মানুষের ধারণা মূলত আইনের অনুশাসন সম্বন্ধে জ্ঞান থেকেই উপলব্ধি হয়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে শাসন ও শাসিত সকলেরই সমভাবে আইনের অধীন হওয়া কাম্য—সেটাই আদর্শ আইনের শাসন।

মন্তব্য : উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, আইনের অনুশাসন অনুযায়ী সকল ব্যক্তি বা শ্রেণী বিচারালয়ে একই সুবিধা পায়। কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী অন্যকারোর থেকে অধিক সুবিধা ভোগ করে না। আইন সকল নাগরিকের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। আইনের অনুশাসনের আদর্শ ও বাস্তবরূপ দুই-ই বজায় রাখতে হলে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

সমালোচনা : "আইনের অনুশাসন" বিষয়টি বর্তমানে নানারকম সমালোচনার নিরীখে বিবর্তনের পথে। এই মতের সমালোচকদের মধ্যে স্যার আই, জেনিংস (I. Jennings), এইচ. ল্যাস্কি (H. Laski) এবং ডব্লিউ. এ. রবসন (W. A. Robson) এর নাম অগ্রগণ্য। এঁদের সমালোচনা বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়গুলি স্পষ্ট হল, তা হল—

১। **প্রশাসনিক আইনের উদ্ভব**—শাসন তান্ত্রিক কারণে ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার জন্য সরকারি দফ্‌তরগুলি বহু নতুন নতুন নিয়ম প্রণয়ন করেছে। এগুলি তিন প্রকার। প্রথমত, শাসনতান্ত্রিক আইন (Administrative Law), দ্বিতীয়ত, বিশেষ ক্ষমতা (Prerogative Power) এবং তৃতীয়ত, স্বেচ্চাচারী ক্ষমতা (Discretionary Power) অর্থাৎ আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার তত্ব

প্রশাসনিক জটিলতায় উপেক্ষিত হয়ে থাকে এবং শাসন পরিচালনার প্রয়োজনে—উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থার সাহায্যে সরকার বিশেষ ক্ষমতা উপভোগ করে থাকে।

২। **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের উদ্ভব**—প্রফেসর ল্যাস্কির মতে দেশের সম্পদ যতদিন না জনগণের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে, ততদিন 'আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান'—এই নীতির প্রয়োগ সম্ভব নয়। কারণ, সম্পদশালী মুষ্টিমেয় ধনীরাই দেশের প্রশাসন ও বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়াটির উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ। এর ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণী বঞ্চিত হয়ে থাকে—কাজেই যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য বজায় থাকবে, ততদিন পর্যন্ত 'আইনের চোখে সাম্য' কথাটি অর্থহীন। তবে, অর্থনৈতিক সাম্যের সঙ্গে সামাজিক ও সাংবিধানিক সাম্যও প্রয়োজন।

৩। **আইনসভার সর্বময় ক্ষমতা**—এ বিষয়ে ইংল্যান্ড ও ভারতীয় আইন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। ইংল্যান্ডের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সে দেশের সাধারণ আইন থেকে উদ্ভূত। কিন্তু, ভারতবর্ষে লিখিত সংবিধানে জনসাধারণের অধিকারগুলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তবে, একথা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে আইনের প্রণয়ন ও সংশোধন করার ক্ষমতা একমাত্র আইনসভার হাতেই ন্যস্ত। এর অর্থ—সংসদের সার্বভৌম ক্ষমতার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া। সংসদ প্রণীত আইনের নির্দেশিত পথেই বিচারালয়গুলি বিবাদের নিষ্পত্তি করে থাকেন এবং প্রয়োজনে মন্তব্য করে থাকেন। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আইনসভার হাতেই থাকে।

ডাইসির মতের উপরোক্ত সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা সন্দেহাতীত ভাবে স্বীকৃত হয় যে, রাজনৈতিক দলসমূহ ও আমলাতান্ত্রিক দলের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব, অর্থনৈতিক অসম বন্টন ও সংসদীয় ক্ষমতার যদি সুসামঞ্জস্য বিধান করতে হয়, তবে ডাইসির মতবাদ অনুসারে আইনের শাসন মান্য করে "সকলের জন্য সমান অধিকার" প্রতিষ্ঠা করার বিধানই হচ্ছে আদর্শ মতবাদ।

১.৭ বাণিজ্যিক আইন (Commercial or Mercantile Law)

যে কোন রাষ্ট্রেই ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প বর্তমান থাকে। সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপেই ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য সেই রাষ্ট্রে সুনির্দিষ্ট কোন আইন বর্তমান থাকে যা ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং বাণিজ্যিক আইন বলতে আমরা আইনের সেই শাখাকেই বুঝি যার দ্বারা মানুষের ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প এবং অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাচীনকালে হিন্দু বাণিজ্য ছিল মূলত প্রথাভিত্তিক। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ প্রভাবে বাণিজ্যিক আইনগুলি আরও নির্দিষ্ট ও লিখিত ভাবে প্রচলিত হয়। যেমন 1932 সালে অংশীদারী আইন, 1930 সালে পণ্য বিক্রয় আইন, 1881 সালে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, 1872 সালের চুক্তি আইন, 1926 সালের শ্রমিকসংঘ আইন ইত্যাদি।

বাণিজ্যিক মামলা সম্পর্কে কলকাতা হাইকোর্টের নিয়মাবলীতে একটি ধারায় বলা হয়েছে যে, "ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও বণিকদের মধ্যে সাধারণ লেনদেন সম্পর্কিত বিরোধ হল বাণিজ্যিক মামলার বিষয়বস্তু। ইহা ভিন্ন দলিলপত্র তৈরি, পণ্য দ্রব্যের রপ্তানি ও আমদানি, পণ্যের ভাড়া, স্থলপথে পণ্য প্রেরণ, বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিনিধিত্ব ও বাণিজ্যিক রীতিনীতি এবং এই সকল লেনদেন বাবদ দেনাও বাণিজ্যিক মামলার বিষয়-বস্তু।"

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পর্কিত সকল বিরোধই বাণিজ্যিক মামলার অন্তর্গত। এই সকল বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য যে সকল আইনের প্রয়োজন হয়, তার প্রতিটি বিষয় বাণিজ্যিক আইনের আওতায় পড়ে।

১.৭.১ ভারতীয় বাণিজ্যিক আইনের উৎস

ভারতীয় বাণিজ্যিক আইন ভারতীয় আইন পরিষদ প্রণীত আইন, বিচারপতিগণের রায়, বৃটিশ বাণিজ্যিক আইন ও ভারতীয় বাণিজ্যিক রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভারতীয় বাণিজ্যিক আইনের উৎসগুলি মূলত পাঁচ প্রকার—

(১) প্রথা ও রীতিনীতি: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আইনের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে সেই দেশের প্রথাগুলি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। ভারতেও বিভিন্ন বিচারের প্রয়োজনে সুপ্রাচীনকাল থেকেই চিরাচরিত প্রথা ও রীতিনীতির ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথার যৌক্তিকতা নিরূপণের সময় কয়েকটি বিষয় বিচার্য। যেমন-(১) সুনিশ্চয়তা, (২) যৌক্তিকতা, (৩) প্রচলিত আইনের অবিরোধিতা এবং (৪) সর্বজন গ্রাহ্যতা। ব্যবসায়ীগণ বহু প্রথা মেনে চলেন। এরূপ প্রথা ও রীতিনীতি সমূহ কোন আইনে লিপিবদ্ধ না থাকলেও পালনীয় হয়, যদি উহা প্রাচীন ও যুক্তিপূর্ণ হয় এবং কোন লিপিবদ্ধ আইনের বিরোধী না হয়। যখন কোন আদালত এরূপ প্রথা বা রীতিনীতি সমূহ মেনে নেন, তখন সেগুলি বাণিজ্যিক আইনের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

(২) প্রাচীন আইন প্রণেতাগণের লিখিত আইনশাস্ত্র : প্রাচীন ভারতে প্রণীত মনুসংহিতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির নির্দেশ বর্তমান কালেও বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যায় গৃহীত হয়ে থাকে। মুসলিম ধর্মেও ধর্মপ্রণেতা গণের নির্দেশ মুসলিম আইনকে প্রভূত প্রভাবিত করে থাকে। আধুনিককালে আইনপরিষদই আইনের প্রধান উৎস। ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভাগুলি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী এবং তারা ব্যাপকভাবে এই ক্ষমতার প্রয়োগ করে থাকে। ভারতীয় বাণিজ্যিক আইনের অধিকাংশই আইন পরিষদ প্রণীত বিধি ও অধিনিয়ম।

(৩) বৃটিশ বাণিজ্যিক আইন : বিভিন্ন দেশের আইনে অন্যান্য দেশের আইনের প্রভাব দেখা যায়। ভারতীয় বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থনৈতিক আইনে ইংল্যান্ডের আইনের প্রভাব সমধিক লক্ষণীয়। আইন পরিষদ প্রণীত বিধি ও বিচারকের রায়ের মাধ্যমে বৃটিশ বাণিজ্যিক বহু নিয়মাবলী ভারতীয় বাণিজ্যিক আইনে পরিণত হয়েছে।

(৪) বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত : বিভিন্ন সময় হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন বিচারের রায় দানের সময় আইনের ব্যাখ্যা দেন এবং তাদের সুচিন্তিত মন্তব্য করেন। পরবর্তীকালে এই ব্যাখ্যা ও মন্তব্যগুলি ঐ ধরনের মামলার নিষ্পত্তিতে প্রয়োগ করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের 141 ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের (সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়) প্রদর্শিত আইনের ব্যাখ্যা ও মন্তব্য নিম্নতর আদালনের ক্ষেত্রে মানা বাধ্যতামূলক। 1934 সালের 'গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টে'র 211 ধারা (বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের 225 ধারা) ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত যদি না সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় কর্তৃক পরিবর্তিত বা সংশোধিত হয়, তবে বিভিন্ন হাইকোর্টের পক্ষে সেই সিদ্ধান্ত মান্য করা অত্যাবশকীয়।

(৫) বিধিবদ্ধ আইন : আধুনিক যুগে বিধিবদ্ধ আইনেরই মূল প্রধান্য। আইনসভা বা সংসদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে—এই আইন সংবিধান অনুযায়ী আইনকর্তাদের নির্দেশিত পথে সমাজকে পরিচালিত করে। সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে এই ধরনের আইনের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এছাড়াও আদালতের ব্যাখ্যা, বিশিষ্ট আইনবিদের মন্তব্য ও আধুনিকতার প্রয়োজনে অনেক আইন প্রণীত হয়ে থাকে। যেমন-ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ফেমা, একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ আইন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১.৮ চুক্তি-আইনের প্রয়োজনীয়তা

আদালতের মাধ্যমে যে সকল চুক্তি বলবৎ করা যায়, তাই চুক্তি আইনের অন্তর্গত। চুক্তি আইনের পরিধি বিস্তৃত। বাণিজ্যিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল চুক্তি আইন। কারণ বাণিজ্যিক লেনদেনগুলি চুক্তি আইনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কোন চুক্তিকে আইন দ্বারা বলবৎ করতে হলে নির্দিষ্ট কতকগুলি শর্তপূরণ করতে হয়। এই সকল শর্তগুলিকে 'চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান' বলে। বৈধ চুক্তির ক্ষেত্রে সবক'টি আবশ্যকীয় উপাদান থাকা আবশ্যক। এগুলির মধ্যে কোন একটি না থাকলে সম্মতি কার্যকরী হয় না। সুতরাং যে সম্মতিতে উপরের সমস্ত উপাদান বর্তমান থাকে তাকে বৈধ চুক্তি বলে। বৈধ চুক্তির একটি অন্যতম উপাদান হল 'চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা'। কোন ব্যক্তিকে চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয় যদি তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী অপ্রাপ্তবয়স্ক হন, অথবা তার মস্তিষ্ক বিকৃতি থাকে, এবং তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী যদি চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য হয়। সুতরাং চুক্তির অত্যাবশকীয় উপাদান ও চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করানো যায়, এমন চুক্তিগুলি চুক্তি-আইনের আলোচ্য বস্তু। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং শিল্প ও বাণিজ্যে চুক্তি আইনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

স্যালমণ্ডের মতে চুক্তি হল সেই সম্মতি বা বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে দায় সৃষ্টি করে এবং তার প্রকৃতি বর্ণনা করে। অ্যানসন-এর মতে আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত সম্মতিই চুক্তি। এই সম্মতির মাধ্যমে এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাজ করা বা কাজ করা থেকে বিরত থাকার অধিকার লাভ করে। ভারতীয় চুক্তি আইনের 2(h) ধারায় বলা হয়েছে, চুক্তি হল সেই সম্মতি যা আইন দ্বারা বলবৎ করানো যায়।

চুক্তি থেকে কীভাবে বিভিন্ন পক্ষের দায় সৃষ্টি হয় তা আমরা নীচের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব। মনে করা যাক, একজন বাড়ির মালিক তাঁর বাড়িটি 10 লক্ষ টাকায় বিক্রি করার চুক্তি করেন। এখানে বাড়ির মালিকের দায় বাড়ির দখল দেওয়া, অন্যদিকে ভাবী ক্রেতার দায় 10 লক্ষ টাকা দেওয়া। এক্ষেত্রে, শর্তগুলি পালিত হলে, তবেই চুক্তিটি সম্পূর্ণ হয়। আরও একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হবে। মনে করা যাক, 'ক' নামক এক ব্যক্তি 'খ' নামক অপর এক ব্যক্তিকে 500 টাকায় একটি ছবি বিক্রয় করার চুক্তি করলো। এক্ষেত্রে 'ক' এর দায় হল ছবিটি 'খ' কে দেওয়া। আর 'খ' এর দায় হল 'ক' কে 500 টাকা দেওয়া।

আবার চুক্তি আইনের 2(b) ধারায় বলা হয়েছে —প্রস্তাবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হলে তাকে প্রতিশ্রুতি বলে। সুতরাং আমরা বলতে পারি সম্মতি হল একটি স্বীকৃত প্রস্তাব। অর্থাৎ

সম্মতি হতে হলে একপক্ষ অবশ্যই প্রস্তাব দেন এবং অন্য পক্ষ অবশ্যই ঐ প্রস্তাবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, উভয়েরই এতে কিছু প্রতিদান থাকবে। সর্বশেষ এটি আইন দ্বারা বলবৎ যোগ্য হলেই চুক্তির রূপ নেয় নিচের ছবিতে এটি দেখানো হল—

Proposal (প্রস্তাবনা)
↓
Promise (প্রতিশ্রুতি)
↓
Consideration (প্রতিদান)
↓
Agreement (সম্মতি)
↓

Legally enforceable (আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য)
↓
Contract (চুক্তি) | Voidable agreement (বাতিলযোগ্য সম্মতি)

Legally not enforceable (আইন দ্বারা অবলবৎযোগ্য)
↓
Void agreement (বাতিল সম্মতি)

১.৯ চুক্তির সংজ্ঞা

ভারতীয় চুক্তি আইনের 2(h) ধারায় বলা হয়েছে যে, আইনের দ্বারা বলবৎ করা যায় এরূপ সম্মতিকে চুক্তি বলে। "An agreement enforceable by law is a contract"-2(h)। ভারতীয় চুক্তি আইনের 2(a) ধারায় বলা আছে প্রতিটি প্রতিশ্রুতি বা প্রতিশ্রুতির সমষ্টি একটি অপরটির প্রতিদান হিসাবে দেওয়া হলে তাকে সম্মতি (Agreement) বলে।

সম্মতির দ্বারাই চুক্তি তৈরি হয়। এই সম্মতির মাধ্যমে এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাজ করা বা কাজ করা থেকে বিরত থাকার অধিকার লাভ করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সকল সম্মতিকেই কিন্তু আইন দ্বারা বলবৎ করা যাবে না। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক। রাম তার বিয়ে উপলক্ষ্যে শ্যামকে নিমন্ত্রণ করল। শ্যাম রামের নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে বলে সম্মতি প্রকাশ করল। শ্যাম অনিবার্য কারণবশত নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু তা বলে শ্যামের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনা যাবে না। কারণ, এই ধরনের প্রতিদানহীন সামাজিক ব্যাপার আইন দ্বারা বলবৎ করা যাবে না। সুতরাং, সম্মতি থাকলেই সব সময় চুক্তি সংঘটিত হয় না। অর্থাৎ, যে সম্মতি আইনের দ্বারা বলবৎ করা যায়, তাকেই চুক্তি বলে। রাম তার বিয়ে উপলক্ষ্যে একটি দোকানের সঙ্গে খাবার সরবরাহের জন্য অর্ডার দেন। দোকানদার এক্ষেত্রে তার সম্মতি প্রকাশ করল। এই প্রতিশ্রুতি আদালতে বলবৎ করা যায় এবং এটি চুক্তি। সুতরাং আমরা বলতে পারি,—"সকল চুক্তিই সম্মতি, কিন্তু সকল সম্মতি চুক্তি নয়।"

১.১০ বৈধ চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান (Essentials element of Valid Contract)

চুক্তি আইনের 10 ধারা অনুযায়ী বলা যায় কোন সম্মতি নির্দিষ্ট কিছু শর্তপূরণ করলে তখন সেটি আইনের দ্বারা বলবৎ যোগ্য হয়। এই শর্তগুলিকে বলা হয়, "চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান।" নীচে শর্তগুলি আলোচনা করা হল—

(১) প্রস্তাব ও স্বীকৃতি—চুক্তির প্রধান উপাদান হল প্রস্তাব ও স্বীকৃতি। অর্থাৎ একপক্ষ প্রস্তাব দেবে ও অপর পক্ষ সেটি স্বীকৃতি দেবে। এক পক্ষের প্রস্তাবে অপরপক্ষ যদি স্বীকৃতি দেয় তবেই চুক্তির উৎপত্তি হয়। তবে চুক্তি হতে গেলে প্রস্তাব ও স্বীকৃতি আইনসঙ্গত হওয়া চাই।

(২) আইনগত যোগ্যতা (ধারা 11)—সব ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম নয়। চুক্তি সম্পাদন করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। যে সব যোগ্যতার দ্বারা কোন ব্যক্তি বৈধ চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম সেগুলিকে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা বলে। কোন ব্যক্তির চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা সাধারণত তিনটি শর্তের ওপর নির্ভর করে। যথা—(১) তাঁকে সাবালক হতে হবে, (২) তাঁকে সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে ও (৩) তিনি যে আইনের অধীন সেই আইনের বিধান অনুযায়ী তাঁর চুক্তি করার অধিকার থাকতে হবে।

(৩) আইনসঙ্গত প্রতিদান—চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে দু'টি পক্ষ থাকে—প্রস্তাবকারী ও প্রস্তাবগ্রহীতা। চুক্তির ক্ষেত্রে এক পক্ষ অপর পক্ষকে কিছু দেবে বা অপর পক্ষের থেকে কিছু নেবে। চুক্তির জন্য যা কিছু পাওয়া যায় বা দেওয়া হয় তা হল চুক্তির প্রতিদান। প্রতিদান ব্যতীত কোন চুক্তিই প্রবর্তন যোগ্য নয়। তবে এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে। সেগুলি আমরা পরে আলোচনা করব। তবে চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিদান আইনসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় প্রতিদান নীতি বহির্ভূত বা অবৈধ হলে চুক্তি বলবৎ করা যায় না। অর্থাৎ চুক্তির ক্ষেত্রে আইনসঙ্গত প্রতিদান থাকা আবশ্যক।

(৪) আইনমূলক সম্পর্ক—যে চুক্তি আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় তাকে বৈধ চুক্তি বলে। বৈধ চুক্তিতে চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আইনমূলক সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। অন্যথায় সেই চুক্তি বৈধ হয় না। যেমন বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেবার প্রতিশ্রুতি অথবা বন্ধুর বিয়েতে থাকার প্রতিশ্রুতি আইনদ্বারা কোন মতেই বলবৎ করানো যায় না। কারণ এক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো আইনমূলক সম্পর্ক নেই। কিন্তু বন্ধুকে বাড়ি বিক্রয়ের সম্মতি অথবা বন্ধুকে বিবাহ করবার সম্মতির ক্ষেত্রে বৈধ চুক্তি সংঘটিত হয়। কারণ এক্ষেত্রে আইনমূলক সম্পর্ক তৈরি হয়।

(৫) স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায় (ধারা 14)—চুক্তিতে সায় সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা প্রদত্ত হতে হবে। চুক্তির সময় যদি বল প্রয়োগ (coercion), অনুচিত প্রভাব (undue influence), ভুল বোঝানো (misrepresentation) বা প্রতারণা (fraud) করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে সম্মতিতে প্রকৃত সায় নেই বলে মনে করতে হবে। অর্থাৎ যে চুক্তিতে বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, ভুল বোঝানো বা প্রতারণমূলক সম্মতি আদায় করা হয়েছে তা আদালতে বলবৎ করানো যায় না, তখনই চুক্তি বাতিল বা অন্য ক্ষেত্রে বাতিলযোগ্য হয়।

(৬) বৈধ বিষয়বস্তু (ধারা 23)—সম্মতির বিষয়বস্তু কখনোই অবৈধ, অনৈতিক বা জনগণের স্বার্থের বিরোধী হবে না। সম্মতি অবৈধ, নীতিবর্হির্ভূত বা জনস্বার্থ বিরোধী হলে আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় না। চুক্তির উদ্দেশ্য আইনসম্মত হওয়া প্রয়োজন।

(৭) চুক্তি সম্পাদনার সম্ভাব্যতা ও নিশ্চয়তা (ধারা 29)—চুক্তির মধ্যে কোনরূপ অনিশ্চয়তা থাকলে, তাকে বৈধ চুক্তি বলা হয় না। যদি চুক্তির অর্থ অলীক অর্থহীন বা স্পষ্টভাবে বোঝা না যায় তাহলে সেটি আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না। চুক্তি সম্পাদনযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। অসম্ভব কোনো কাজ করার প্রতিশ্রুতি কখনো বৈধ চুক্তি হতে পারে না।

(৮) বাতিল সম্মতি—কোনো কোনো সম্মতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হলে তা দেশের আইনে অবৈধ বলে মনে করা হয়। যে সম্মতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হলে আইন দ্বারা অবৈধ বলে মনে করা হয়, চুক্তিতে সেই ধরনের কোন সম্মতি থাকলে আইন প্রবর্তিত করা যাবে না। ভারতীয় চুক্তি আইনে পাঁচ ধরনের সম্মতি অবৈধ বলে ঘোষিত। যেমন—

- বিবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি (26 ধারা);
- বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি (27 ধারা);
- মামলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি (28 ধারা);
- অনিশ্চিত সম্মতি (29 ধারা);
- বাজী ধরার সম্মতি (30 ধারা);

(৯) লিখিত ও নিবন্ধন—চুক্তি লিখিত বা মৌখিক হতে পারে। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে লিখিত দলিলের প্রয়োজন হয়, যেমন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন অনুযায়ী জমি, বাড়ি বিক্রয়ের চুক্তি। কোন কোন ক্ষেত্রে লিখিত দলিলকে বৈধ রূপ দিতে হলে নিবন্ধন (Registration) দরকার হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, কোনো বৈধ চুক্তিতে উপরের সবকটি উপাদান থাকা আবশ্যক। উপাদানগুলির মধ্যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে চুক্তি বৈধ হয় না।

চুক্তির অত্যাবশকীয় উপাদান

- প্রস্তাব ও স্বীকৃতি
- যোগ্যতা
- আইনসঙ্গত প্রতিদান
- আইনমূলক সম্পর্ক
- স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়
- বৈধ বিষয়বস্তু
- সম্পাদনের সম্ভাব্যতা ও নিশ্চয়তা
- বাতিল সম্মতি
- লিখন ও নিবন্ধন

চুক্তির অত্যাবশকীয় উপাদান আলাদা ভাবে আলোচনা করার আগে চুক্তির শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এমন কতগুলি শব্দ যেমন যোগ্য চুক্তি, নিষ্ফল চুক্তি আলোচনায় আসবে, সেগুলি তাই আগে থেকে জেনে রাখা ভাল।

১.১১ চুক্তির শ্রেণীবিভাগ (Classification of Contract)

চুক্তিগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়—

১। বৈধতা অনুযায়ী

(i) বৈধ চুক্তি (ii) বাতিল চুক্তি

(iii) বাতিলযোগ্য চুক্তি (iv) বেআইনি চুক্তি

(v) অপ্রবর্তনযোগ্য চুক্তি

২। গঠন অনুযায়ী

(i) ব্যক্ত বা প্রকাশ্য চুক্তি (ii) ধারণামূলক বা অনুক্ত চুক্তি

(iii) উপচুক্তি (iv) মৌনচুক্তি (v) বৈদুতিন চুক্তি

৩। সম্পাদনের ধরন অনুযায়ী

(i) সম্পাদিত চুক্তি (ii) পালনীয় চুক্তি

(iii) আংশিক সম্পাদিত ও আংশিক পালনীয় চুক্তি

(iv) দ্বিপাক্ষিক চুক্তি (v) এক পক্ষমূলক চুক্তি

নিচের ছবিতে এটি প্রদত্ত হল—

Classification of Contract

Validity (বৈধতা)	Formation (গঠন)	Performance (সম্পাদন)
Valid (বৈধ চুক্তি)	express (প্রকাশ্য চুক্তি)	exceeded (সম্পাদিত চুক্তি)
Voidable (বাতিলযোগ্য চুক্তি)	implied (অনুক্ত চুক্তি)	executory (পালনীয় চুক্তি)
Void (বাতিল চুক্তি)	quasi contract (উপচুক্তি)	partly executed & partly executory (আংশিক সম্পাদিত ও আংশিক পালনীয় চুক্তি)
Illegal (বেআইনি চুক্তি)	tacit (মৌন চুক্তি)	bilateral (দ্বিপাক্ষিক চুক্তি)
Unenforceable (অপ্রবর্তনীয় চুক্তি)	E-contract (বৈদ্যুতিন চুক্তি)	unilateral (একপক্ষমূলক চুক্তি)

১। বৈধতা অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

আইনের বৈধতা অনুযায়ী চুক্তিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাবে ভাগ করা যায়।

(i) ● **বৈধ চুক্তি :** চুক্তি আইনের 10 নং ধারার আইনতগত আবশ্যিকতা গুলি মেনে যে চুক্তি গঠিত হয়, তাকে বৈধচুক্তি বলে। বৈধ চুক্তি আইন দ্বারা প্রবর্তন যোগ্য ও বলবৎযোগ্য।

● **বাতিল সম্মতি :** যে সম্মতি আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না তাই বাতিত সম্মতি 2(g) ধারা। বাতিল সম্মতির ক্ষেত্রে আইনগত কোন প্রভাব নেই। এর ফলে কোন ব্যক্তির ওপর কোন অধিকার বা দায় বর্তায় না। এই ধরনের সম্মতি যার আইনগত কোন প্রভাব নেই তা প্রথম থেকেই বাতিল (void ab initio)।

উদাহরণ : নাবালকের সঙ্গে চুক্তি প্রথম থেকেই বাতিল। বিবাহে বাধা দান করার সম্মতি, ব্যবসায় বাধা দান করার সম্মতিও বাতিল সম্মতি।

(ii) ● **বাতিলযোগ্য চুক্তি :** ভারতীয় চুক্তি আইনের 2(i) ধারা যে সম্মতি কোন এক বা একাধিক পক্ষের সম্মতির দ্বারা প্রবর্তনযোগ্য হয়, কিন্তু অপর পক্ষের দ্বারা প্রবর্তনযোগ্য নয়, এমন সম্মতিকে বাতিলযোগ্য চুক্তি বলে।

উদাহরণ : 'ক' বলপ্রয়োগ করে 'খ' কে তার বাড়ীটি বিক্রয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হল। 'খ' এর ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি প্রবর্তনযোগ্য হবে। অন্যথায় চুক্তিটি বাতিল হবে।

(iii) ● **বাতিল চুক্তি :** যে চুক্তি আইন দ্বারা প্রবর্তনযোগ্য নয় তা বাতিল চুক্তি। চুক্তি আইনের 2(i) ধারা অনুযায়ী চুক্তি গঠনের সময় এটি আইনের দিক থেকে প্রবর্তনযোগ্য থাকে কিন্তু পরবর্তীকালে দেশের আইনের পরিবর্তন বা অন্য কোন কারণে আইনগত দিক থেকে অপ্রবর্তনযোগ্য হয়ে পড়ে।

উদাহরণ : 'ক' 'খ'কে বিবাহ করার প্রতি চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু দুর্ঘটনাজনিত কারণে 'ক' এর মৃত্যু হল। এই ক্ষেত্রে এটি বাতিল চুক্তি।

(iv) ● **অবৈধ চুক্তি :** যে চুক্তির উদ্দেশ্য বা প্রতিদান ভারতীয় প্রচলিত আইন অমান্য করা, প্রতারণা করা, কোন ব্যক্তি বা তার সম্পত্তি ক্ষতি করা, জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করা—তাকে অবৈধ চুক্তি বলে।

উদাহরণ : খুন বা ডাকাতি করার চুক্তি, দেশ বিরোধী কোন কাজ করার চুক্তি অবৈধ চুক্তি।

(v) ● **অপ্রবর্তনীয় চুক্তি :** যে চুক্তিতে কৌশলগত (technical) ত্রুটি থাকার জন্য আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য হয় না তাকে অপ্রবর্তনীয় চুক্তি বলে।

উদাহরণ : আইনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু বাহ্যিক শিষ্টাচার মেনে চলতে হয়। যেমন— কোন চুক্তি লিখিত হওয়া প্রয়োজন, অথবা চুক্তি নিবন্ধিত হওয়া প্রয়োজন অথবা উপযুক্ত স্ট্যাম্প থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় চুক্তি আইনের দ্বারা প্রবর্তন করা যায় না।

২। গঠন অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

(i) ● **ব্যক্ত বা প্রকাশ্য চুক্তি :** চুক্তি আইনের নিয়ম অনুযায়ী যখন কোন প্রতিশ্রুতির প্রস্তাব বা স্বীকৃতি মুখে বলে বা লিখে করা হয়, তখন তাকে প্রকাশ্য চুক্তি বলা হয়।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' এর সঙ্গে লিখিত ভাবে বাড়ি বিক্রয়ের চুক্তি করল ইহা প্রকাশ্য চুক্তি।

(ii) ● **ধারণামূলক চুক্তি :** যখন কোন ব্যক্তির আচরণ থেকে চুক্তির জন্ম হয় তখন তাকে ধারণামূলক চুক্তি বলে। অমুক্ত প্রতিশ্রুতির ফলে অপুক্ত চুক্তির সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ : সৌগত একটি মিষ্টির দোকান থেকে কিছু মিষ্টি খেলেন। এক্ষেত্রে তাঁর আচরণ থেকে ধারণামূলক চুক্তির সৃষ্টি হয়েছে যে তিনি দোকানদারকে মিষ্টির জন্য মূল্য দেবেন।

(iii) ● **উপচুক্তি :** কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে চুক্তি না থাকলেও পক্ষেরা চুক্তির ন্যায় আচরণ করে। চুক্তি আইনে বলা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি কারো থেকে কিছু পায় এবং সেই জন্য তার কিছু দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, তাহলে কোন প্রতিশ্রুতি না থাকলেও আদালত তাকে উহা দিতে বাধ্য করবেন। এক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে চুক্তির ন্যায় সম্পর্ক তৈরি হল তাকে উপচুক্তি বলে।

(iv) ● **মৌন চুক্তি :** এই চুক্তিটি একটি অবস্থাকে বোঝায় যেখানে কোন পক্ষের আচরণের মাধ্যমে একটি চুক্তি সংগঠিত হয়।

উদাহরণ : ATM থেকে নগদ অর্থ যখন কোন ক্রেতা সংগ্রহ করছেন।

(v) ● বৈদ্যুতিন চুক্তি : বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংঘটিত চুক্তিকে বলে বৈদ্যুতিন চুক্তি। এই ধরনের চুক্তিতে দুটি পক্ষ ইন্টারনেটের মাধ্যমে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

উদাহরণ : Online বা ইন্টানেটের ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়।

৩। সম্পাদনার ধরন অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

(i) ● **সম্পাদিত চুক্তি :** যখন চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা তাদের যা দায় ছিল তা সম্পাদিত করে তখন সেই চুক্তিকে সম্পাদিত চুক্তি বলে।

উদাহরণ : পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা মূল্য দেবে এবং বিক্রেতা পণ্য বিক্রয় করবে—এই পণ্য বিক্রয় অধিনিয়মের প্রাথমিক শর্ত। যে ক্ষেত্রে নগদে পণ্য বিক্রয় হল সেক্ষেত্রে উভয় শর্তই পালিত হল।

(ii) ● **সম্পাদ্য বা পালনীয় চুক্তি :** এই চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত পক্ষের দায় ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে সম্পাদিত হবে। অর্থাৎ চুক্তিভুক্ত কোন পক্ষই চুক্তির ক্ষেত্রে তাদের যা দায় তা বর্তমানে সম্পাদন করে নি, ভবিষ্যতে কোন এক সময় করবে।

উদাহরণ : 'ক' নামক ব্যক্তি 'খ' নামক অপর কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট টাকায় দু'মাস পরে তার বাড়িটি বিক্রয় করবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয়।

(iii) ● **আংশিক সম্পাদিত ও পালনীয় চুক্তি :** যে চুক্তিতে একটি পক্ষ তার প্রতিশ্রুতি সম্পাদন করেছে কিন্তু অন্যজন এখনও তা করেনি, তখন একে আংশিক সম্পাদিত ও পালনীয় চুক্তি বলে।

উদাহরণ : রাম তার Phone**টি শ্যামকে বিক্রি করে দিয়েছিল কিন্তু শ্যাম এখনও দাম দেয়নি।**

(iv) ● **দ্বিপাক্ষিক চুক্তি :** যে চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত উভয় পক্ষেরই দায় বাকি থাকে, অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনের সময় দায় পালন হবে তাকে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বলে। এই চুক্তি অনেকটা সম্পাদ্য চুক্তির মত।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' কে প্রতিশ্রুতি দেয় ২০০ টাকার বিনিময়ে তার একদিনের সমস্ত কাজ করে দেবে, ইহা দ্বিপাক্ষিক চুক্তির উদাহরণ। এক্ষেত্রে 'ক' 'খ' এর কোন একদিনের সমস্ত কাজ করে দেবে এবং বিনিময়ে 'খ' 'ক' কে ২০০ টাকা দেবে। অনেক সময় লেখকরা শেষের দুটি চুক্তিকে দায় অনুসারে বা পক্ষ অনুসারে চুক্তির শ্রেণী বিভাগে উল্লেখ **করে দেন**।

(v)● **এক পক্ষীয় চুক্তি :** কোন কোন চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত এক পক্ষকে তার দায় পালন করতে হয় যখন চুক্তিভুক্ত অন্য পক্ষ ইতিমধ্যে তার দায় পালন করে থাকে। এই ধরনের চুক্তিকে 'একপক্ষীয় চুক্তি' বা 'একতরফা চুক্তি' বলে।

উদাহরণ : 'ক' নামক ব্যক্তি তার প্রিয় একটি কুকুরকে হারিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, যে ব্যক্তি তার প্রিয় কুকুরটি খুঁজে দিতে পারবে তাকে নগদ ১০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। 'খ' বিজ্ঞাপন পড়ে কুকুরটি খুঁজে 'ক' এর কাছে পৌঁছে দেয়। যে মুহূর্তে 'খ' এই কাজটি সম্পাদন করল সেই মুহূর্ত হতে চুক্তিটি কার্যকর হবে। এবং 'ক' কে তার প্রতিশ্রুতি মত ১০০০ টাকা 'খ' কে দিয়ে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

১.১২ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারলাম---

- আইনের ধারণা; আইন কীভাবে সৃষ্টি হল, সমাজের সঙ্গে আইনের সম্পর্ক এবং সমাজের ওপর আইনের নিয়ন্ত্রণ;
- আইনের অনুশাসনের ধারণা;
- বাণিজ্যিক আইন ও তার বিষয়বস্তু;
- বাণিজ্যিক আইন কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে।
- চুক্তি গঠনের প্রয়োজনীয়তা; চুক্তি গঠনের উপাদান;
- বিভিন্নভাবে চুক্তির শ্রেণীবিভাগ;

১.১৩ অনুশীলনী

(ক) এম সি কিউ প্রশ্ন

১. আইন ________ উপর বলবৎ যোগ্য

(ক) পশু-পাখির

(খ) জনসাধারণের

(গ) কেবল মাত্র মহিলাদের

(ঘ) কেবলমাত্র ছেলেদের

উত্তর : (খ)

২. আইনের অনুশাসনের অন্যতম প্রবক্তা হলেন ---

(ক) অধ্যাপক ডাইসি

(খ) অধ্যাপক ড্রাকার

(গ) অধ্যাপক রবিনসন

(ঘ) অধ্যাপক স্যামুয়েলসন

উত্তর : (ক)

৩. নীচের কোনটি আইনের বৈশিষ্ট্য নয়

(ক) মানুষকে অশান্তিতে রাখার প্রচেষ্টা

(খ) মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা

(গ) মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

(ঘ) মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা

উত্তর : (ক)

৪. 'চুক্তি' কাকে বলে তা বলা হয় ভারতীয় চুক্তি আইনের ______ ধারায়

(ক) 2 (h)

(খ) 2 (b)

(গ) 2 (a)

(ঘ) 2 (d)

উত্তর : (ক)

৫. নীচের কোনটির ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হবে না

(ক) প্রতারণা

(খ) বলপ্রয়োগ

(গ) অনুচিত প্রভাব

(ঘ) স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়

উত্তর : (ঘ)

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) আইনের সংজ্ঞা দিন।

(২) আইনের যেকোন দু'টি উদ্দেশ্য বলুন।

(৩) সমাজের সঙ্গে আইনের সম্পর্ক কী?

(৪) বাণিজ্যিক আইন কী?

(৫) ভারতীয় বাণিজ্যিক আইনের কয়েকটি উৎসের নাম লিখুন।

(৬) চুক্তির সংজ্ঞা দিন।

(৭) চুক্তির আবশ্যকীয় কয়েকটি উপাদানের নাম লিখুন।

(৮) উপচুক্তি বলতে কী বোঝেন?

(গ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) আইনের অনুশাসন তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

(২) সমাজ ও আইনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করুন।

(৩) বাণিজ্যিক আইনের সংজ্ঞা দিন। ভারতীয় বাণিজ্যিক আইনের উৎসগুলির সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৪) চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদানগুলি বর্ণনা করুন।

(৫) চুক্তির শ্রেণীবিভাগ করুন। সংক্ষেপে প্রত্যেকটি শ্রেণীর চুক্তির বর্ণনা দিন।

একক ২ ❑ ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২-II (Indian Contract Act 1872-II)

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা
২.৩.১ নাবালক
২.৩.২ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি
২.৩.৩ জড় বুদ্ধি
২.৩.৪ পানোন্মত্ততা
২.৩.৫ উন্মত্ততা
২.৩.৬ অযোগ্য বা অক্ষম ব্যক্তি
২.৪ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি
২.৫ প্রস্তাব করার বিভিন্ন পদ্ধতি
২.৬ বৈধ প্রস্তাবের নিয়মাবলী
২.৭ স্বীকৃতির সংজ্ঞা
২.৮ বৈধ স্বীকৃতির নিয়মাবলী
২.৯ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি জ্ঞাপন
২.১০ প্রস্তাব প্রত্যাহার
২.১১ স্বীকৃতি প্রত্যাহার
২.১২ প্রতিদান—সংজ্ঞা
২.১৩ বৈধ প্রতিদানের নিয়মাবলী
২.১৪ প্রতিদানের নিয়মের ব্যতিক্রম সমূহ
২.১৫ চুক্তি বহির্ভূত ব্যক্তি
২.১৬ উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা
২.১৭ স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়
২.১৮ বলপ্রয়োগ
২.১৯ অনুচিত প্রভাব
২.১৯.১ বলপ্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাবের তুলনা
২.২০ প্রতারণা
২.২১ মিথ্যাবর্ণন
২.২১.১ মিথ্যাবর্ণন ও প্রতারণার মধ্যে পার্থক্য
২.২২ ভুল

২.২৩ !î !è|ß¬² Ì†þöï ûû‹‰_« G ¤Á¿•þ : বৈধ চুক্তি, বাতিল চুক্তি, বাতিল সম্মতি, বাতিলযোগ্য সম্মতি
  ২.২৩.১ বৈধ চুক্তি
  ২.২৩.২ নিষ্ফল চুক্তি
  ২.২৩.৩ নিষ্ফল সম্মতি
  ২.২৩.৪ নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি
  ২.২৩.৫ অবলবৎযোগ্য সম্মতি
  ২.২৩.৬ অবৈধ সম্মতি
  ২.২৩.৭ বাতিল সম্মতি ও অবৈধ সম্মতির পার্থক্য
২.২৪ নিষ্ফল চুক্তি ও নিষ্ফল সম্মতির পার্থক্য
২.২৫ উপচুক্তি
  ২.২৫.১ অক্ষম ব্যক্তিকে জীবনধারনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ
  ২.২৫.২ ঋণ পরিশোধকারীর প্রাপ্য শোধ
  ২.২৫.৩ একতরফা উপকারের টাকা দেওয়া
  ২.২৫.৪ প্রাপ্তবস্তুর দখলদার
  ২.২৫.৫ ভুল বা বলপ্রয়োগ দ্বারা প্রদত্ত অর্থ
২.২৬ ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তি
  ২.২৬.১ সংজ্ঞা
  ২.২৬.২ বৈশিষ্ট্য
  ২.২৬.৩ ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তির নিয়মাবলী
২.২৭ সারাংশ
২.২৮ অনুশীলনী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন :

- প্রতিদানের সংজ্ঞা; প্রকারভেদ এবং বৈধ প্রতিদানের নিয়মাবলী;
- চুক্তির ওপর বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারণা, মিথ্যাবর্ণনা ও ভুলের প্রভাব;
- বৈধ চুক্তি এবং বৈধ চুক্তি কীভাবে নিষ্ফল চুক্তিতে পরিণত হয়;
- ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তির ধারণা;

২.২ প্রস্তাবনা

সাধারণভাবে চুক্তির ক্ষেত্রে দুটি পক্ষ থাকে --- প্রস্তাবকারী ও প্রস্তাবগ্রহীতা। চুক্তির জন্য যা কিছু পাওয়া যায় বা দেওয়া হয় তা হল চুক্তির প্রতিদান। প্রতিদান ছাড়া কোন চুক্তিই প্রবর্তন-

যোগ্য নয়। তবে কিছু ব্যতিক্রমও আছে। আবার চুক্তির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক সায় থাকতে হবে। তা না হলে চুক্তি বাতিল হবে। তাই এই এককের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা, প্রতিদান সম্পর্কে বিশেষ ধারনা এবং প্রস্তাব ও স্বীকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

২.৩ চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা (Capacity of Parties to the Contract)

ভারতীয় চুক্তি আইনের 10 নং ধারা অনুসারে কোন চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা অতি অবশ্যই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য হতে হবে। এই 10 নং ধারা অনুসারে—"চুক্তি সম্পাদনের উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত সায় দ্বারা গঠিত সকল সম্মতিই চুক্তি।" সুতরাং প্রশ্ন হল 'চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা' বলতে কী বোঝায়। 'চুক্তি সম্পদানের যোগ্যতা' বলতে কোন ব্যক্তির সেই সব যোগ্যতাকে বোঝায় যেগুলি থাকলে কোন একজন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। চুক্তি আইনের 11 নং ধারায় 'চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা' বিষয়ে বলা হয়েছে—

"প্রত্যেকটি ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম যদি তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিকের এবং তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুসারে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য হন।

অন্যভাবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বলা হবে যদি তিনি—

- যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন;
- বিকৃতি মস্তিষ্ক হন;
- যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী তিনি চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য।

২.৩.১ নাবালক (Minor)

যে ব্যক্তি সাবালকত্ব অর্জন করেননি তাকে নাবালক বলে। সাধারণভাবে 18 বৎসর বয়স না হওয়া কোন ব্যক্তি নাবালক থাকেন এবং তিনি কোন রকম চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। 1875 সালের ভারতীয় সাবালকত্ব আইন (Indian Majority Act, 1875) অনুযায়ী—"18 বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে সাবালক বলে গণ্য করা হয় না।"

নিচের কয়েকটি ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে 21 বৎসর বয়সে সাবালক বলা হয়:—

(ক) যখন আদালত কোন নাবালক অথবা তার সম্পত্তির তত্বাবধানের জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করেন, এবং

(খ) যখন নাবালকের সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব প্রতিপাল্য অধিকরণ (Court of Words) দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে।

নাবালক সম্পর্কিত আইন (Law Relating to Minor) :

নাবালকত্বের জন্য কোন ব্যক্তি চুক্তির ক্ষেত্রে অযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে এই আইনটি হলো নাবালকদের আড়াল করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

আইনের 11 নং ধারায় নাবালকদের সম্মতির প্রচেষ্টা ও তার আইনগত ফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে আদালত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রায় বিশেষ উল্লেখ্য। **Mohori Bibi Vs. Dharamdas Ghose (1903)**—এই বিখ্যাত মামলার ঐতিহাসিক রায় ভারতীয় চুক্তি আইনে নাবালকদের সম্মতির প্রকৃতি নির্দেশ করে। বহু ক্ষেত্রে নাবালকদের সম্মতি নিষ্ফল অথবা নিষ্ফল যোগ্য—এই নিয়ে দ্বিধা ছিল। কিন্তু এই বিখ্যাত মামলায় এই প্রশ্নটির সমাধান হয়ে যায়।

ধর্মদাস ঘোষ নামে এক নাবালক 20,000 টাকার একটি সম্পত্তি বন্ধক রেখে বন্ধক গ্রহীতার থেকে 8,000 টাকা নেয়। পরবর্তীকালে সেই নাবালক বন্ধক বাতিল করার জন্য মামলা দায়ের করে। একথা জানতে পেরে বন্ধকগ্রহীতা তার 8,000 টাকা ফেরত চান। প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে ঠিক হয় যে, নাবালক ও বন্ধক গ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত সম্মতি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল। তাই নাবালককে দেওয়া 8,000 টাকা ফেরত দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং এই মামলার রায় থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, নাবালক দ্বারা সম্পাদিত সম্পত্তি প্রথম থেকেই নিষ্ফল (Void ab-initio)।

নাবালকের সম্মতি (Minor's agreement) :

নাবালকের সম্মতি সম্পর্কিত আইনগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

(১) নাবালকের সঙ্গে সম্পাদিত সম্মতি প্রথম থেকে নিষ্ফল—নাবালকদের ক্ষেত্রে আইন অভিভাবকের কাজ করে। কারণ, নাবালকদের নিজেদের ভাল-খারাপ বিচার করার ক্ষমতা থাকে না। তাই আইনে নাবালকদের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা দেওয়া হয় নি। তাই নাবালকদের সঙ্গে সম্পাদিত সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল। নাবালকদের সঙ্গে গঠিত সম্মতির দ্বারা সম্মতির সঙ্গে জড়িত কোন পক্ষেরই আইনগত কোন অধিকার বা দায় সৃষ্টি হয় না।

(২) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য নাবালকের দায়—নাবালককে অথবা তার ওপর নির্ভরশীল কোন নাবালককে যদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা সেবা সরবরাহ করা হয় তাহলে নাবালকের উক্ত দ্রব্য বা সেবার জন্য দায় সৃষ্টি হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি যদি চুক্তি করতে অসমর্থ এমন কোন ব্যক্তিকে অথবা তিনি যাদেরকে আইনত প্রতিফলন করতে বাধ্য তাদেরকে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে থাকেন, তবে তিনি সেই ব্যক্তির (চুক্তি করতে অসমর্থ) থেকে সেই দ্রব্য বা সেবার মূল্য ফেরত পাবেন। তবে এক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়ী থাকবে, সে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবে না।

উদাহরণ : একজন খাদ্য বিক্রেতা একজন নাবালককে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করেন। ঐ বিক্রেতা নাবালকের সম্পত্তি হতে খাদ্যের উচিত মূল্য পাবে। কিন্তু এরজন্য নাবালক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবে না।

(৩) ব্যক্তিগত ভুলের ক্ষেতের নাবালকের দায়—

কোন নাবালক তার ব্যক্তিগত ভুল বা অপকারের (tort) জন্য দায়ী থাকবে। নাবালক দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গকে ব্যক্তিগত ভুল বলা যায় না। এই ভুল চুক্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র হবে। তা নাহলে পরোক্ষ ভাবে নাবালক দ্বারা বহু চুক্তিকে আইনদ্বারা বলবৎ করা যাবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একজন নাবালক একটি ঘোড়া ভাড়ায় নেয় চড়ার জন্য। এবং ঘোড়াটিকে অনেক বেশি বার চড়ার জন্য ঘোড়াটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে সে চুক্তি সম্পাদনে অবহেলা করেছে। বিচারে স্থির হয় যে, নাবালক যদি চুক্তি সম্পাদনে অবহেলা করে, তবে তাকে দায়ী করা যায় না। অন্য একটি ঘটনায় এক

নাবালক একটি ঘোড়া ভাড়া করে চড়ার জন্য, সে প্রতিশ্রুতি দেয় ঘোড়াটি নিয়ে লাফালাফি করবে না। এরপর সে তার এক বন্ধুকে ঘোড়াটি ভাড়া দেয়, সে ঘোড়াটি নিয়ে ভীষণ লাফালাফি করে। এর ফলে ঘোড়াটি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যায়। এখানে নাবালক চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে নি। বরঞ্চ, চুক্তিতে যা বারণ করা ছিল তা-ই করেছে। তাই এক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনে নাবালকের ভুলের জন্য সে দায়ী হবে।

(৪) অনুসমর্থন দ্বারা চুক্তি হয় না—

'অনুসমর্থন' কথার অর্থ অনুমোদন করা। নাবালক থাকাকালীন সম্পাদিত কোন সম্মতি সাবালকত্ব অর্জন করার পরে অনুসমর্থন (ratify) করা যায় না। কারণ, নাবালক দ্বারা সম্পাদিত সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল এবং সেই জন্য পরবর্তী কালে সাবালকত্ব অর্জনের পর অনুসমর্থন দ্বারা বৈধ চুক্তি গঠিত হয় না।

(৫) নাবালকের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি বাধা নাই—

"যদি কোন ব্যক্তি লিখিত বা মৌখিক ভাবে বা তার আচরণের দ্বারা কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে অপর কোন ব্যক্তির মনে বিশ্বাস তৈরি করেন, তবে পরবর্তীকালে সেই ঘটনা অস্বীকার করতে পারেন না। পরবর্তীকালে এই স্বীকারোক্তি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে এই যে বাধা—ইহাই স্বীকৃতি বাধা (Estoppel)। নাবালকের ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকর হয় না। কোন নাবালক যদি সাবালকত্বের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে কোন ব্যক্তির সঙ্গে প্রতারণার দ্বারা চুক্তি সম্পাদন করে থাকে, তথাপি তাকে চুক্তি সম্পাদনে বাধা করা যায় না। নাবালক তার নাবালকত্বের অজুহাতে স্বীকৃতি পালন অস্বীকার করতে পারে।

(৬) নাবালক প্রতিনিধি হতে পারে—

কোন নাবালক প্রধান (Principal) ও তৃতীয় পক্ষের (Third Person) মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে পারেন। কিন্তু তার কাজের জন্য কোন ভাবেই ব্যক্তিগত ভাবে সে নিজে প্রধানের নিকট দায়ী থাকবে না। কারণ ভারতীয় চুক্তি আইনের 184 নং ধারায় বলা হয়েছে—"প্রধান ও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসাবে যে কেউ প্রতিনিধ হতে পারে। কিন্তু সেই প্রতিনিধি যদি নাবালক হয়, অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন হয় তাহলে তার কাজের জন্য প্রধানের কাছে কোনভাবেই দায়ী করা যায় না।"

(৭) নাবালক দানগ্রাহী হতে পারে—

ভারতীয় চুক্তি আইনে নাবালকদের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ নাবালকরা চুক্তি সম্পাদনা করতে পারে না। কিন্তু দানগ্রাহী (Beneficiary) হবার ক্ষেত্রে আইনে কোন বাধা নেই, যেমন—প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা (Promisee), পাওনাদার (Payee), অথবা হস্তান্তরগ্রহীতা। এই চুক্তিগুলি নাবালকের ইচ্ছা অনুসারে বলবৎ হবে। কিন্তু কখনোই অন্য পক্ষের ইচ্ছানুসারে ইহা বলবৎযোগ্য হবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আইনে সুবিধা বা দান পাবার ক্ষেত্রে নাবালকদের কোন অযোগ্যতা নাই।

(৮) নাবালক দ্বারা অংশীদারী কারবার গঠন—

অংশীদারী আইন অনুযায়ী, অংশীদারদের মধ্যে লিখিত বা মৌখিক সম্মতির মাধ্যমে অংশীদারী কারবার গঠিত হয়। কিন্তু নাবালক যেহেতু চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য, তাই সে

অংশীদারী কারবারের অংশীদার হতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য অংশীদারদের সম্মতিক্রমে নাবালককে অংশীদারীর সুবিধা দেওয়া যায়।

(৯) নাবালক কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হতে পারে—

নাবালক যেহেতু চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম, তাই কোম্পানির সাথে কোনভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে না। সুতরাং নাবালক কোন কোম্পানির সদস্য হতে পারে না। কোন নাবালক যদি কখনও কোনোভাবে কোম্পানির সদস্য হয়েও যায়, তথাপি কোম্পানি ঐ নাবালকের সঙ্গে লেনদেন রদ করতে পারে এবং কোম্পানির সদস্য তালিকা থেকে তাকে বাদ দিতে পারে।

(১০) নাবালককে দেউলিয়া ঘোষণা করা যাবে না—

ভারতীয় চুক্তি আইন অনুসারে, নাবালককে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা দেওয়া হয় নি। তাই চুক্তি করে কোনভাবে কোন ব্যক্তির থেকে নাবালক ঋণ নিলে পরবর্তীকালে এজন্য নাবালককে ঋণ পরিশোধের অক্ষমতার জন্য দেউলিয়া ঘোষণা করা যায় না। এমন কি, নাবালককে যদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যও সেবা সরবরাহ করা হয়, তাহলেও তাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যাবে না। এর জন্য নাবালকের সম্পত্তিকে দায়ী করা যাবে।

(১১) নাবালকের পিতা-মাতা ও অভিভাবকের স্থান—

নাবালকের কোন চুক্তির জন্য তার পিতা-মাতাকে দায়ী করা যাবে না, এমনকি যদি নাবালককে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করা হয়, তাহলেও নয়। কিন্তু পিতামাতা মূল্যবোধের তাগিদে ইচ্ছা করলে নাবালকের কোন আর্থিক দায় পরিশোধ করতে পারেন। কিন্তু ইচ্ছা না করলে তাঁদের জোর করা যায় না।

কোন কোন সময় নাবালকের প্রতিনিধি হয়ে নাবালকের পিতা-মাতা, বা তার অভিভাবক বা তার বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজার কোন চুক্তি করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তাদের নির্দিষ্ট কর্তৃত্বের মধ্যে থেকে নাবালকের প্রতিনিধি হয়ে চুক্তি সম্পাদন করলে তা নাবালকের ওপর বলবৎ করা যাবে।

(১২) নাবালক জামিনদার হতে পারে না—

কোন নাবালক অপর কোন ব্যক্তির জামিনদার হতে পারে না। কারণ নাবালককে চুক্তির কোন ঘটনার জন্য কোন আর্থিক দায় দ্বারা দায়ী করা যায় না বা কোন ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যায় না।

(১৩) শিক্ষানবিশ ও কাজের চুক্তি—

1961 সালের শিক্ষানবিশ আইন অনুসারে এক নাবালক শিক্ষানবিশ হিসাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। তবে নাবালকের বয়স 14 বছরের নীচে হবে না এবং নাবালকের হয়ে তার অভিভাবক চুক্তিবদ্ধ হবেন। এই আইনের দ্বারা নাবালকরা কোন কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। এবং যখন তারা পরিণত বয়সে পদার্পন করে, তারা সেই কাজ সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞ হয়ে যায়।

২.৩.২ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি (Persons of Unsound Mind)

বৈধ চুক্তির অন্যতম প্রধান উপাদান হল এই যে, চুক্তিভুক্ত প্রতিটি পক্ষের চুক্তিবদ্ধ হবার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। চুক্তি অধিনিয়মের 11 নং ধারায় বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য যদি তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুসারে সাবালক হয়ে থাকেন, যদি তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটে থাকে এবং তিনি যে আইনের অধীন সেই আইনের দ্বারা অযোগ্য বিবেচিত না হন।" সুতরাং, চুক্তি আইনের 11 নং ধারা অনুযায়ী একথা স্পষ্ট যে মস্তিষ্ক বিকৃত সম্পন্ন কোন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য নয়।

এখন খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে "সুস্থ মস্তিষ্ক" বলতে কী বোঝায়। ভারতীয় চুক্তি আইনের 12 নং ধারায় 'সুস্থ মস্তিষ্ক" সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"কোন ব্যক্তি যদি চুক্তি সম্পাদন কালে চুক্তির অর্থ বুঝতে পারেন, এবং এই চুক্তির ফলে তার স্বার্থের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা বিচার করতে পারেন, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে 'সুস্থ মস্তিষ্ক' বলা হয়।"

এই ধারায় আরও বলা হয়েছে যে,

(ক) "যে ব্যক্তি সাধারণত বিকৃত মস্তিষ্ক কিন্তু মাঝে মধ্যে সুস্থ থাকেন, তিনি যে সময় মানসিকভাবে সুস্থ থাকেন সে সময় চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন।"

(খ) "যে ব্যক্তি সাধারণত সুস্থ মস্তিষ্ক কিন্তু মাঝে মধ্যে বিকৃত মস্তিষ্ক থাকেন, তিনি যে সময় বিকৃত মস্তিষ্ক থাকেন তখন চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন না।"

সুতরাং, যে সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি জ্বরে বিকারগ্রস্ত, অথবা এমন এক ব্যক্তি যে এতটাই পানোন্মত্ত যে, চুক্তির শর্তাবলী বুঝতে পারেন না এবং চুক্তির ফলে তাঁর স্বার্থের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা বুঝতে পারেন না, এরকম বিকারগ্রস্ত বা পানোন্মত্ত অবস্থায় কোন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য। উপরের আলোচনা থেকে কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে দুটি ঘটনা স্পষ্ট হয় :

(১) চুক্তির প্রকৃতি ও শর্তাবলী বুঝতে পারা;

(২) নিজে স্বার্থের ওপর চুক্তির প্রভাব সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করা।

সুতরাং, যে ব্যক্তি উপরোক্ত শর্তদুটি সিদ্ধ (satisfy) করতে পারেন না, তিনি চুক্তি আইনের 11 নং ধারা অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য।

২.৩.৩ জড়বুদ্ধি (Idiot)

যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে মানসিক ভারসাম্যহীন এবং কোন রকম বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা নেই, তাকে জড়বুদ্ধি (Idiot) বলা হয়। মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ না হওয়ার ফলে এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের কোন ব্যক্তির চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা নেই। তাই জড় বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তির অর্থ হবে নিষ্ফল চুক্তি।

২.৩.৪ পানোন্মত্ততা বা মাতলামি (Drunkenness)

যে ব্যক্তি কোন উত্তেজক পানীয় অথবা মাদক দ্রব্য দ্বারা ভীষণ ভাবে আসক্ত, তাকে পানোন্মত্ত ব্যক্তি বলে। উত্তেজক পানীয় বা মাদক দ্রব্যের প্রভাব যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ঐ ব্যক্তির সাময়িকভাবে অক্ষমতার সৃষ্টি হয়। এই নেশার প্রভাব যদি এমন হয় যে, ঐ ব্যক্তির পক্ষে চুক্তির প্রকৃতি ও চুক্তির প্রভাব সম্বন্ধে কোন বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা না থাকে, তবে সেই ব্যক্তি বৈধ চুক্তি গঠন করতে পারেন না যতক্ষণ তাঁর মধ্যে পানোন্মত্তা বজায় থাকবে।

২.৩.৫ উন্মত্ততা (Lunacy)

যখন কোন ব্যক্তির মস্তিষ্ক ঘটিত কারণে মানসিক চিন্তাধারা বিকল (deranged) বা লোপ পায়, তখন সেই ব্যক্তিকে উন্মাদ বলা হয়। ইহা একধরনের মস্তিষ্ক ঘটিত ব্যাধি। এই সময় কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক বিচার-বিবেচনা পুরোপুরি লোপ পায় না। এই ধরনের ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় থাকেন। শুধুমাত্র সেই অবস্থায় তাঁরা চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। এবং এর জন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ও তাঁর সম্পত্তিকে দায়ী করা যায়। অন্য কোন সময় যখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ নন তখন তিনি চুক্তি ভুক্ত হতে পারেন না।

বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি সম্পাদিত চুক্তির ফলাফল (Effects of Agreements made by persons of Unsound Mind)—

ভারতীয় চুক্তি আইনের 11 নং ধারা অনুসারে, বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য। অর্থাৎ বিকৃত মস্তিষ্ক কোন সম্মতি (agreement) করলে তা নিষ্ফল বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু বিকৃত মস্তিষ্ক কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে বা তাঁর উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি (স্ত্রী, পুত্র) যাদের তিনি প্রতিপালন করতে বাধ্য, তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য চুক্তি করেন, তবে তা চুক্তি অধিনিয়মের 68 নং ধারা অনুসারে উপ-চুক্তি হিসাবে কার্যকরী হয়। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবেন না, ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি এই চুক্তিতে দায়বদ্ধ থাকবে।

২.৩.৬ অযোগ্য বা অক্ষম ব্যক্তি (Disqualified Persons)

নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ, তাঁরা যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী অযোগ্য বা অক্ষম, তাঁরা চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না।

(১) বিদেশী শত্রু (Alien Enemies)—ভারত ছাড়া অন্য যে কোন দেশের নাগরিককে বিদেশী নাগরিক বলে গণ্য করা হবে। বিদেশী নাগরিকের সঙ্গে সাধারণ অবস্থায় যে কোন ভারতীয় নাগরিক চুক্তি গঠন করতে পারে যদি না ভারতের সঙ্গে ঐ বিদেশী নাগরিকের দেশের যুদ্ধ লাগে। অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় বিদেশী নাগরিকের সঙ্গে চুক্তি বলবৎ যোগ্য। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে বিদেশী নাগরিকের সঙ্গে গঠিত চুক্তি ঐ দেশের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধকালীন সময়ে চুক্তিটি রদ করা যায়। যুদ্ধ শেষ হলে তা পুনরায় বলবৎ করা যায়, যদি না অবশ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

(২) **বিদেশী রাজা ও রাষ্ট্রদূত** (Foreign Sovereigns and Ambassadors)—বিদেশীয় রাজা ও রাষ্ট্রদূতকে দেশীয় আদালতের নিকট অভিযুক্ত করা যায় না। কিন্তু অতীত কালের বিদেশীয় রাজাকে দেশীয় আদালতে অভিযুক্ত করা যায়।

(৩) **কর্পোরেশন ও কোম্পানি** (Corporations & Companies)—কর্পোরেশন ও কোম্পানি আইনের বিশেষ ধারায় গঠিত 'কৃত্রিম ব্যক্তি'। কোম্পানি তার পরিমেল-বন্ধ (Memorandum of Association)-এ উল্লিখিত ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কোন চুক্তি গঠন করতে পারে না। একই রকম ভাবে কর্পোরেশনকে আইনের দ্বারা যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে গিয়ে কর্পোরেশন কোন চুক্তি গঠন করতে পারে না।

(৪) **দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি** (Convicts)—আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তি বিচারে যার মৃত্যুদণ্ড বা কারাবাস ধার্য করা হয়েছে, তিনি কোন ব্যক্তি সাথে চুক্তি গঠন করতে পারেন না। কিন্তু যদি দোষী ব্যক্তির শাস্তি যদি মকুব হয়ে যায়, অথবা তার বন্দিদশা উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে তিনি পুনরায় চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য ব্যক্তি বলে গণ্য হবেন।

২.৪ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি (Offer and acceptance)

চুক্তির অপরিহার্য উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম উপাদান হল প্রস্তাব ও স্বীকৃতি। কোন একপক্ষের দেওয়া প্রস্তাব অপর পক্ষ স্বীকার করলে তবেই বৈধ চুক্তি হয়। প্রস্তাব ও স্বীকৃতি আইনসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। যে সব নিয়মাবলী চুক্তি আইনে আছে, সেই সব নিয়মবলী মেনে চলা। তাই বৈধ প্রস্তাব ও বৈধ স্বীকৃতির নিয়মাবলী জানা অত্যন্ত জরুরি। প্রস্তাব সাধারণভাবে দু'প্রকারের হয়ে থাকে— প্রকাশ ও ধারণামূলক। চুক্তির ক্ষেত্রে এক পক্ষ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে চুক্তির অপর পক্ষকে কোন বিষয়ে প্রস্তাব করে থাকেন। যিনি প্রস্তাব করেন তিনি প্রস্তাবকারী। অন্যদিকে যিনি প্রস্তাব গ্রহণ করেন তিনি প্রস্তাব-গ্রহীতা। প্রস্তাবগ্রহীতাও বিভিন্ন উপায়ে তাঁর স্বীকৃতির কথা প্রস্তাবকারীকে জানান। প্রস্তাবজ্ঞাপন বা স্বীকৃতিজ্ঞাপন নির্দিষ্টভাবে কোন উপায়ে জানাতে হবে। আবার, নির্দিষ্ট উপায়ে প্রস্তাব ও স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেওয়া যায়। সুতরাং, প্রস্তাব ও স্বীকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানার প্রয়োজনীয়তা অসীম।

আমরা জেনেছি বৈধ চুক্তি হতে হলে আইনসঙ্গত প্রস্তাব (Lawful offer) এবং আইনসঙ্গত স্বীকৃতি থাকতে হবে। যেমন—'ক', 'খ'কে বলল— "তুমি কি ১০০০ টাকায় আমার সাইকেলটি কিনবে?" এটি একটি প্রস্তাব। যখন 'খ' বলল—"হ্যাঁ"। তখন তাকে বলা হয় স্বীকৃতি। এক্ষেত্রে চুক্তি গঠিত হল।

প্রস্তাব : চুক্তি আইনে 2(a) ধারায় 'প্রস্তাব' কথাটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে; যখন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট কোন কাজ করার বা কাজ হতে বিরত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন বলা হয় প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছে প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাব ব্যক্ত বা অনুক্ত হতে পারে।

যে ব্যক্তি প্রস্তাব দেয় তাকে প্রস্তাবকারী বলে। যে ব্যক্তিকে প্রস্তাব করা হয় তাকে প্রস্তাবগ্রহীতা বলে। প্রস্তাবগ্রহীতা যখন প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে স্বীকৃতি প্রদান করে তখন তাকে স্বীকৃতি দাতা বলে।

প্রতিশ্রুতি : যখন কোন প্রস্তাবে সায় প্রকাশ করা হল তখন বলা হয় প্রস্তাবটি গৃহীত (Accepted) হলো। প্রস্তাব গৃহীত হলে তাকে প্রতিশ্রুতি (Promise) বলে চুক্তি আইনের 2(b) ধারায়।

২.৫ প্রস্তাব করার বিভিন্ন পদ্ধতি

প্রস্তাব কী ভাবে করা যায় তা আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে। আইনের ৯ ধারায় আরও বলা হয়েছে যে ক্ষেত্রে প্রস্তাব ব্যক্ত হয় তাকে ‘প্রকাশ্য প্রস্তাব’ বলে। অনেক সময় প্রস্তাব প্রকাশ্য নাও হতে পারে। ধারণা বা আচরণের দ্বারাও প্রস্তাবের প্রকাশ হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবকে ধারণামূলক বলে।

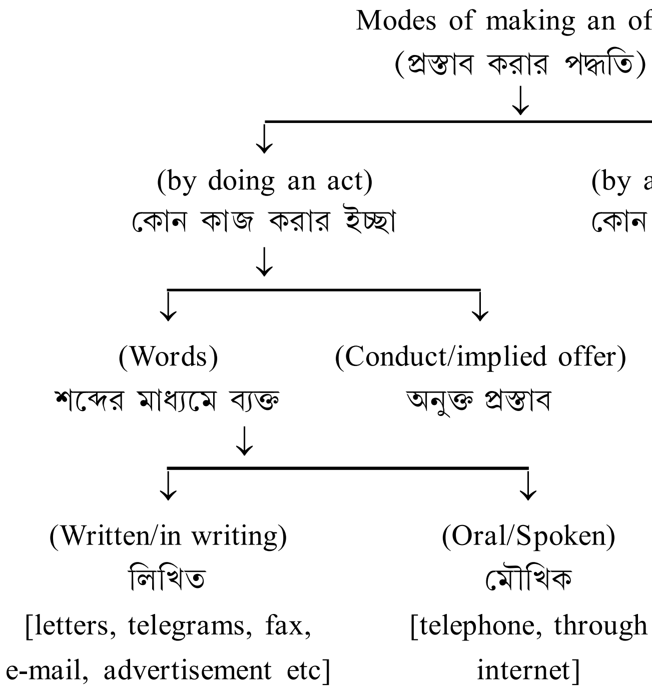

উদাহরণ দিয়ে নীচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল—

(১) রাম শ্যামকে পঞ্চাশ টাকায় তার বইটি বিক্রয় করার প্রস্তাব দেয়। এটি প্রকাশ্য প্রস্তাব এবং মৌখিক প্রস্তাব।

(২) সুধীনবাবু কাগজে বিজ্ঞাপন দেন যে তার প্রিয় কুকুরটি যে ব্যক্তিটি খুঁজে দিতে পারবে তাকে তিনি পাঁচশত টাকা নগদ পুরস্কার দেবেন। এটি একটি প্রকাশ্য প্রস্তাব এবং লিখিত প্রস্তাব।

(৩) ভারতীয় রেল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রেল চালনা করে। নির্দিষ্ট ভাড়ায় যাত্রীগণকে বহন করবে—ইহাই রেল কোম্পানির প্রস্তাব। যখন কোন ব্যক্তিরেলে ওঠে, তখন বলা হয় ঐ ব্যক্তি ভারতীয় রেলের আচরণমূলক বা ধারণামূলক বা অনুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

২.৬ বৈধ প্রস্তাবের নিয়মাবলী

প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মাবলী আছে যেগুলি ছাড়া প্রস্তাব বৈধ হতে পারে না। নিচে নিয়মাবলীগুলি আলোচনা করা হল :

(১) প্রস্তাব অন্য পক্ষের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন :

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রস্তাব অন্য কোন ব্যক্তির কাছে না পৌঁছায় সেই ব্যক্তি প্রস্তাবের প্রতি কোন স্বীকৃতি জানাতে পারে না। অর্থাৎ চুক্তিও হয় না। স্বীকৃতি জানানোর আগে প্রস্তাব পাওয়া জরুরি। শুধুমাত্র প্রস্তাব বা শুধুমাত্র স্বীকৃতির দ্বারা চুক্তি হয় না। কোন ব্যক্তি যদি স্বীকৃতির কথা না জেনে যদি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাহলে সেক্ষেত্রে তার স্বীকৃতিদাতা হিসাবে কোন আইনগত অধিকার থাকে না।

উদাহরণ: 'ক' কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, যে ব্যক্তি তার হারানো কুকুরটি খুঁজে দিতে পারবে তাকে পুরস্কার হিসাবে নগদ ১০০০ টাকা দেবে। 'ক' এর প্রতিবেশী এক ব্যক্তি 'খ' প্রস্তাবের কথা না জেনেই কুকুরটি 'ক' এর কাছে পৌঁছে দেয়। পরবর্তীকালে 'খ' পুরস্কারের কথা জানতে পেরে পুরস্কার দাবি করেন। কিন্তু 'খ' যেহেতু প্রস্তাবের কথা জানতেন না, তাই তিনি প্রস্তাবের স্বীকৃতিও জ্ঞাপন করতে পারেন না। তাই এক্ষেত্রে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। তাই তিনি পুরস্কারের অর্থ পেতে পারেন না।

(২) প্রস্তাবের শর্তাবলী সুনিশ্চিত ও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক :

প্রস্তাবের শর্তাবলী সুনিশ্চিত ও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ চুক্তির মধ্যে এমন কোন শর্ত থাকবে না যা সুনিশ্চিত নয় বা অস্পষ্ট। আইনের ২৭ ধারায় বলা আছে—"যে চুক্তির অর্থ নিশ্চিত নয় বা যে চুক্তি পালন করা সম্ভব নয় তা অবৈধ"। অর্থাৎ প্রস্তাব যথার্থভাবে ও যুক্তিযুক্তভাবে নিশ্চিত ও সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

উদাহরণ : 'ক' 'খ'কে প্রস্তাব দিল যে, ৫০০০০ টাকা অথবা ৬০০০০ টাকা অথবা ৭০০০০ টাকায় তার পাঁচটি বাড়ির কোন একটি বিক্রি করবে। ইহা প্রস্তাব নয়। কারণ এক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ নিশ্চিত নয়। সুতরাং ইহা কোনভাবেই বৈধ প্রস্তাব নয়। এটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব নয়। প্রস্তাব নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

(৩) প্রস্তাব আইনমূলক সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হবে :

প্রস্তাব এমন হওয়া উচিত যার দ্বারা আইনমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ প্রস্তাব কখনো এমন হওয়া উচিত নয় যার দ্বারা আইনমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায় না। বৈধ চুক্তির ক্ষেত্রে অত্যাবশকীয় উপাদান হিসাবে আমরা জেনেছি যে, চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আইনমূলক সম্পর্ক স্থাপন হওয়া জরুরি। অন্যথায় চুক্তি বৈধ হয় না।

উদাহরণ : 'ক' তার বন্ধু 'খ'কে তার বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ জানাল। এক্ষেত্রে এই সামাজিক

সম্পর্ককে আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না। অর্থাৎ খ যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রস্তাব ভঙ্গের অভিযোগ আনা যাবে না। কারণ, এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কোন আইনমূলক সম্পর্ক নেই।

(৪) প্রস্তাব ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে :

চুক্তি আইনে 2(a) ধারা অনুযায়ী যখন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন কাজ করার বা কাজ করা থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন বা হয় যে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে একটি প্রস্তাব দিয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোন প্রস্তাব কোন কিছু করা বা না করাকে বোঝায়। প্রস্তাব ধনাত্মক হয় যখন কোন কিছু করতে বলা হয়। অন্যদিকে যখন কোন কাজ করতে বারণ করা হয় তখন তা ঋণাত্মক হয়।

(৫) প্রস্তাব কোন একটি ব্যক্তি, বা শ্রেণী অথবা সর্বসাধারণের নিকট হতে পারে :

একটি প্রস্তাব কোন একটি বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে হতে পারে। যেমন—রাম তার সুন্দর গাড়িখানি ১০০০০ টাকায় হরিকে বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এক্ষেত্রে প্রস্তাবটি শুধুমাত্র হরি-ই গ্রহণ করতে পারে। অন্য কারো পক্ষে প্রস্তাবটি সমর্থন করে চুক্তি গঠন করা সম্ভব নয়। এটি একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব।

প্রস্তাব কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্দেশ্যেও হতে পারে। যেমন—হিন্দুস্থান কো: লি: তার কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব দিল যে, আগামী সপ্তাহে কোম্পানি খুব কমদামে দুইখানি গাড়ি বিক্রয় করবে। ইচ্ছুক কর্মচারীরা কিনতে পারে। এক্ষেত্রে এই প্রস্তাবটি শুধুমাত্র কর্মচারীদের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। এটি একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব শুধুমাত্র কর্মচারীদের জন্য।

প্রস্তাব কখনো কখনো জনসাধারণের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে যে কেউ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। যেমন—রামবাবু কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই প্রস্তাব দেয় যে, তার হারিয়ে যাওয়া সুন্দর কুকুরটি যে ব্যক্তি খুঁজে দিতে পারবে তাকে নগদ ৫০০ টাকা পুরস্কার দেবেন। এটি একটি সাধারণ প্রস্তাব সকলের জন্য। অনেক সময় জনগণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব রাখা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয় জনগণের সম্মতির জন্য। একে খোলা প্রস্তাব (open offer) বলে।

(৬) প্রস্তাব করা উচিত স্বীকৃতি পাবার উদ্দেশ্যে :

যখন কোন প্রস্তাব করা হয় তখন প্রস্তাবকারী ইহা আশা করেন যে উক্ত প্রস্তাব কোন ব্যক্তি দ্বারা স্বীকৃত হবে। প্রস্তাবের শর্তাবলীগুলি খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যাতে কোন ব্যক্তির মনে এরূপ সংশয় না থাকে যে এটি কি বৈধ প্রস্তাব, নাকি শুধুমাত্র ইচ্ছার অভিব্যক্তি।

'প্রস্তাব' ও 'প্রস্তাবের আমন্ত্রণ'—এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে লোকেদের মধ্যে 'প্রস্তাব' ও 'প্রস্তাবের আমন্ত্রণ' নিয়ে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যদি কোন ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিয়ে তার বাড়িটি ১ লক্ষ টাকায় বিক্রয়ের কথা জানান তাহলে ইহা কোন প্রস্তাব নয় যেটা আইন দ্বারা বলবৎ করা যায়। ইহা প্রস্তাবের আমন্ত্রণ। কারণ এক্ষেত্রে ব্যক্তিটি তার বাড়ি বিক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মাত্র। এবং তিনি ইচ্ছুক খরিদ্দারের থেকে উক্ত বাড়িটি ক্রয়ের প্রস্তাব পাবেন ইহা আশা করেন। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি বাড়িটি বিক্রয়ের প্রস্তাব দেননি, বরং প্রস্তাবের আমন্ত্রণ চেয়েছেন।

পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য তালিকায় যে দাম লেখা থাকে তাকে বিক্রেতার পণ্য বিক্রয়ের

প্রস্তাব বলা যাবে না। বরঞ্চ 'পণ্যতালিকা' অনুযায়ী তিনি খরিদ্দারের নিকট হতে প্রস্তাবের আশা করেন। এক্ষেত্রে বিক্রেতা খরিদ্দারের প্রস্তাব 'পণ্য তালিকা' অনুযায়ী বিবেচনা করার ইচ্ছ প্রকাশ করেন মাত্র। সুতরাং পণ্য তালিকায় যে দাম লেখা আছে তা প্রস্তাব নয়, প্রস্তাবের আমন্ত্রণ মাত্র।

(৭) শর্তাধীন প্রস্তাব :

কোন প্রস্তাব শর্তসাপেক্ষ হতে পারে। অর্থাৎ শর্ত পূরণ হলে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলা হয়। অন্যথায় প্রস্তাব গৃহীত হয় না। প্রস্তাবের শর্তগুলি প্রস্তাবগ্রহীতাকে স্পষ্ট ভাবে জানাতে হবে। প্রস্তাবের সমস্ত শর্তগুলি কোনভাবে প্রস্তাবগ্রহীতাকে যদি জানানো হয় তবে প্রস্তাবকারী পরে শর্ত পূরণের দাবি করতে পারে না। কিন্তু প্রস্তাবগ্রহীতা নিজের কোন ভুলের জন্য যদি প্রস্তাবের শর্তাবলী সম্পর্কে অবহিত না হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবগ্রহীতা প্রস্তাবকারীর ইচ্ছা সাপেক্ষে উক্ত শর্তাবলী পালনে বাধ্য থাকবে।

উদাহরণ : এক ব্যক্তি একটি রেলওয়ে টিকিট ক্রয় করে। টিকিটের সামনে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত ছিল যে "পিছনে শর্তাবলী দেখুন"। শর্তাবলীর মধ্যে এরূপ একটি শর্ত ছিল যে যাত্রীগণ আরোহনকালে কোনভাবে আঘাত পেলে রেলওয়ে কোম্পানি কোনভাবে দায়ী থাকবে না। রেলের দুর্ঘটনার একজন বৈধ আরোহী আঘাতপ্রাপ্ত হলেন। বিচারে স্থির হল, ঐ আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি টিকিটের শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ। তাই এই দুর্ঘটনার জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ পাবে না। Thomson vs. L. M. & S. Rly.

(৮) প্রস্তাবের মধ্যে এমন শর্ত থাকবে না যেটি পালিত না হলে মনে করা হবে যে প্রস্তাব স্বীকৃত হয়েছে :

একজন প্রস্তাবকারি কখনো এমন বলতে পারে না যে, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে যদি প্রস্তাবের স্বীকৃতি জানানো না হয় তাহলে মনে করা হবে যে প্রস্তাবটি স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবগ্রহীতা যদি প্রস্তাবকারীর কথা মতো নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কোনরূপ উত্তর না পাঠায় তবে কোন চুক্তি গঠিত হয় না। কারণ প্রস্তাবগ্রহীতাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করা যায় না।

(৯) দু'টি একই রকম বিপরীত-প্রস্তাবের দ্বারা প্রস্তাব হয় না :

যখন দুই পক্ষ নিজেদের অজান্তে একে অপরকে একই রকম প্রস্তাব দিয়ে থাকেন, তখন তাকে বিপরীত-প্রস্তাব (cross-offer) বলে। বিপরীত প্রস্তাবের অর্থ কখনো এই নয় যে, একজনের প্রস্তাব অপরজন দ্বারা স্বীকৃত হল। প্রকৃতপক্ষে, দুই বিপরীত পক্ষ থেকে একইরকম দুই বিপরীত প্রস্তাবের সাহায্যে কোনরকম প্রকৃত প্রস্তাবই গঠিত হতে পারে না। বিপরীত প্রস্তাব (Cross-offer) তাই নিষ্ফল হয়ে যায়। আবার প্রস্তাব পেয়ে প্রস্তাবগ্রহীতা অনেক সময়ে প্রস্তাবের শর্ত পরিবর্তনের কথা বলেন। এক্ষেত্রে প্রথম প্রস্তাবটি বাতিল হয় ও দ্বিতীয়টিকে পাল্টা প্রস্তাব (Counter offer) বলে।

২.৭ স্বীকৃতি

যার কাছে প্রস্তাব করা হয়, যখন তিনি প্রস্তাবটিকে সায় প্রকাশ করেন, বা, সম্মতিপ্রদান করেন, তখন বলা হয় প্রস্তাব গৃহীত হল। প্রস্তাব গৃহীত হলে, তাকে প্রতিশ্রুতি বলে। —2(b) ধারা।

যেমন—রাম তার গাড়িটি তার বন্ধু বাবুকে ১ লক্ষ টাকায় বিক্রি করার প্রস্তাব দেন। বাবু উক্ত প্রস্তাবে রাজি হয়ে তার সায় দেন। এক্ষেত্রে রামের প্রস্তাবটি বাবুর দ্বারা স্বীকৃত হল।

প্রস্তাব কে গ্রহণ করতে পারে?

একটি প্রস্তাব কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি বা সেই সকল ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে যাকে বা যার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ, কোন একটি প্রস্তাব সেই ব্যক্তিই গ্রহণ করতে পারে, যার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয়েছেষ অন্য কোন ব্যক্তি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু, কোন প্রস্তাব যদি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে তাহলে জনসাধারণের মধ্যে থেকে যে কেউ সেই প্রস্তাব করতে পারে। স্বীকৃতিকে বৈধ রূপ দিতে হলে স্বীকৃতিদাতার সায় প্রস্তাবকারীর কাছে অতি অবশ্যই পৌঁছাতে হবে।

২.৮ বৈধ স্বীকৃতির নিয়মাবলী

স্বীকৃতি সম্পর্কিত কতকগুলি নিয়মাবলী আছে। কোন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে স্বীকৃতিকে আইনত কার্যকরী করতে হলে এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে—

(১) স্বীকৃতি সম্পূর্ণ (absolute) **ও নিঃশর্ত** (Unqualified) **হওয়া আবশ্যক**—

স্বীকৃতিকে বৈধ হতে গেলে সেটি অবশ্যই সম্পূর্ণ ও নিঃশর্ত হতে হবে। অর্থাৎ প্রস্তাবের অন্তর্গত শর্তগুলির কোনরূপ পরিবর্তন না করেই সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রস্তাবের শর্তগুলির মধ্যে কোনো একটিরও যদি সামান্যতম পরিবর্তন করেও প্রস্তাবের স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে তা বৈধ চুক্তি হয় না। কোন স্বীকৃতি যদি শর্তসাপেক্ষ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে বৈধ স্বীকৃতি বলা হয় না। প্রকৃতপক্ষে, শর্তসাপেক্ষ প্রস্তাবের অর্থ হল প্রতি-প্রস্তাব (counter-offer)।

উদাহরণ :

(ক) 'ক' তার বন্ধু 'খ'কে তার গাড়িটি দুই লাখ টাকায় বিক্রি করার প্রস্তাব দিল। 'খ' এক লাখ টাকায় সম্মত হল। বিচারে স্থির হল যে, এটি কোন নিঃশর্ত স্বীকৃতি নয়। তাই কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নি।

(২) স্বীকৃতি প্রস্তাবকারীকে জানাতে হবে :

স্বীকৃতি তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন স্বীকৃতিদাতা তার স্বীকৃতির কথা প্রস্তাবকারীকে জানায়। স্বীকৃতির কথা প্রস্তাবকারীকে না জানিয়ে যদি নিজের মনের মধ্যেই থেকে যায়, তাহলে স্বীকৃতি বৈধ হয় না। এই ধরনের স্বীকৃতিকে 'মানসিক স্বীকৃতি' বলে। এই ধরনের স্বীকৃতি আইন দ্বারা স্বীকৃত নয়।

(৩) মানসিক স্বীকৃতি :

যে ক্ষেত্রে কোন প্রস্তাবের স্বীকৃতি প্রস্তাবকারীর কাছে পাঠানো বা জানানো না হয়, সেক্ষেত্রে এই ধরনের নীরব স্বীকৃতির দ্বারা কোন চুক্তি গঠন হয় না। প্রস্তাবগ্রহীতা যদি নীরব থাকেন, অর্থাৎ কোনভাবে তার স্বীকৃতির কথা প্রস্তাবকারীর কাছে প্রকাশ না পায়, তাহলে সেই স্বীকৃতি বৈধ হয় না।

উদাহরণ : কয়লা সরবরাহের জন্য একটি প্রস্তাব করে রেলওয়ে কোম্পানির ম্যানেজারের

কাছে পাঠানো হয়। ম্যানেজার প্রস্তাবটি অনুমোদন (Approved) করে অফিসের টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দেন। ভুলবশত সেটি ড্রয়ারেই থেকে যায়। বিচারে স্থির হল কোন চুক্তি হয়নি। [Brogden Vs. Metropolitan Railway Co. (1877)]

(৪) প্রস্তাবকারীর প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে স্বীকৃতি জানাতে হবে—

প্রস্তাবকারী যে ভাবে স্বীকৃতি জানাতে বলেছেন, স্বীকৃতি সেই নির্দেশিত পথেই হতে হবে। এর কোন অন্যথা হলে চুক্তি হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কোন প্রস্তাবকারী যদি চিঠি দিয়ে স্বীকৃতি জানানোর কথা উল্লেখ করেন, তাহলে প্রস্তাবগ্রহীতা যদি টেলিফোনে স্বীকৃতির কথা জানায় তাহলে প্রস্তাবকারীর ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি বৈধ হয় বা হয় না। অর্থাৎ প্রস্তাবকারী এই বলে সম্মতিটি বাতিল করতে পারেন, যে সম্মতিটি নির্দেশিত পথে করা হয় নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যুক্ত আইনে প্রস্তাবকারীকে ইচ্ছানুযায়ী স্বীকৃতির পদ্ধতি স্থির করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এবং তিনি ইচ্ছা করলে প্রস্তাবিত পদ্ধতির ব্যতিক্রম মেনেও নিতে পারেন।

(৫) যার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে তিনিই কেবল স্বীকৃতি জানাতে পারেন :

প্রস্তাব যাকে করা হয়েছে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন ও প্রস্তাব সম্পর্কিত স্বীকৃতি জানাতে পারেন। অন্য কোন ব্যক্তি যাকে প্রস্তাব করা হয় নি তিনি প্রস্তাব গ্রহণ করলে তা কখনোই বৈধ চুক্তি হয় না।

(৬) প্রস্তাবের সময় সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে বা প্রস্তাব বাতিল করার পূর্বে সম্মতি জানাতে হবে:

প্রস্তাব সম্মতি জানানোর ক্ষেত্রে যদি কোন সময় সীমা নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্মতি জানাতে হবে। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে সম্মতি বাতিল বলে গ্রাহ্য হবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোন সময় সীমা নেই, সেক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত (reasonable) সময়ের মধ্যে সম্মতি জানাতে হবে। ঘটনার বিষয়বস্তু ও পরিস্থিতির উপর যুক্তিসঙ্গত সময় সীমা নির্ভর করে।

(৭) প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর হিসাবেই স্বীকৃতি জানাতে হবে :

কোন প্রস্তাব না থাকলে তাতে স্বীকৃতি জানানো যায় না। অর্থাৎ, প্রস্তাবের আগে স্বীকৃতি জানানো যায় না। স্বীকৃতি প্রস্তাবের পরেই জানাতে হয়। যেমন, উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—'খ' নামক ব্যক্তি 'ক' এর বাড়িটি কিনবে বলে 'ক'কে তার সম্মতি প্রকাশ করে। যদিও এক্ষেত্রে বাড়ি বিক্রয়ের সম্পর্কে 'ক' এর কোন প্রস্তাবই ছিলো না। তাই 'খ' এর সম্মতি বৈধ নয়।

২.৯ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি কীভাবে জানাতে হবে

প্রস্তাব জ্ঞাতকরণ : একজন প্রস্তাবকারী তাঁর প্রস্তাবকে বিভিন্ন ভাবে প্রস্তাবগ্রহীতা বা প্রস্তাবগ্রহীতা গণের নিকট জানাতে পারেন। প্রস্তাবকারী যে কোন ভাবেই তাঁর প্রস্তাবকে প্রস্তাবগ্রহীতার নিকট পৌঁছাতে পারেন যার দ্বারা তিনি প্রস্তাবগ্রহীতাকে কোন কিছু কাজ করার বা কোন কাজ থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

যাঁর উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে, যখন সেই প্রস্তাবটি তাঁর গোচরে আসে, তখন বলা হয় প্রস্তাব জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হল। যখন ডাকযোগে প্রস্তাব করা হয়, প্রস্তাবের চিঠি যখন প্রস্তাবগ্রহীতার হাতে গিয়ে পৌঁছায়, তখন বলা হয় প্রস্তাব জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হল।

উদাহরণ : রাম তাঁর বাড়িটি শ্যামকে বিক্রয় করবে বলে ডাকযোগে পত্র পাঠাল। শ্যাম যখন পত্রখানি পাবেন তখন বলা হবে প্রস্তাব সম্পূর্ণ হল। নচেৎ নয়।

স্বীকৃতি জ্ঞাপন : প্রস্তাবগ্রহীতা কোন কিছু কাজ করে বা কোন কাজ করা থেকে বিরত থেকে তাঁর স্বীকৃতি জানাতে পারেন।

প্রস্তাবকারীর কাছে স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় যখন স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবগ্রহীতার হাতছাড়া হয় এবং যখন প্রস্তাবকারীর আর কিছুই করার থাকে না। আর, প্রস্তাবগ্রহীতার বেলায় স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় যখন স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবকারীর নিকট পৌঁছায়।

সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হল যে স্বীকৃতির জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে দু'টি দিক আছে—

(i) প্রস্তাবকারীর ক্ষেত্রে, এবং

(ii) প্রস্তাবগ্রহীতার ক্ষেত্রে।

উদাহরণ : রাম পত্র দ্বারা তাঁর বাড়িখানি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয়ের জন্য শ্যামকে প্রস্তাব দেন। শ্যাম পত্র দ্বারা প্রস্তাবের স্বীকৃতি জানান।

প্রস্তাবকারীর কাছে স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় যখন শ্যাম তাঁর স্বীকৃতির পত্রখানি ডাকে প্রেরণ করেন।

প্রস্তাবগ্রহীতার কাছে স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় যখন শ্যামের স্বীকৃতির পত্রখানি রাম যখন পাবেন। তার আগে নয়।

২.১০ প্রস্তাব প্রত্যাহার

চুক্তি আইনের ৬ ধারায় বলা হয়েছে নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়, তা আর গ্রহণযোগ্য থাকে না।

- **বিজ্ঞপ্তি দ্বারা**—স্বীকৃতির পূর্বে প্রস্তাবকারী যে কোন সময়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রস্তাব বাতিল বা প্রত্যাহার করতে পারেন। কিন্তু প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়ে যায়, তবে সেক্ষেত্রে প্রস্তাব আর বাতিল করা যায় না। সেক্ষেত্রে উহা বৈধ চুক্তিতে পরিণত হয়।
- **সময় উত্তীর্ণ হলে**—প্রস্তাবকারী যদি প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দেন, তাহলে সেই সময় সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। সময় সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রস্তাব আর গ্রহণ করা যায় না।
- **যুক্তিসঙ্গত সময় উত্তীর্ণ হলে**—যে ক্ষেত্রে প্রস্তাব গ্রহণের কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই সেক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সময় উত্তীর্ণ হলে প্রস্তাবটি আর গ্রহণযোগ্য থাকে না, প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। বিষয়ের পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত সময় সীমা স্থির হয়।

- **মৃত বা উন্মাদ হলে**—প্রস্তাব স্বীকৃতির পূর্বে প্রস্তাব গ্রহীতা যদি জানতে পারেন যে প্রস্তাবকারী মারা গেছেন বা উন্মাদ হয়ে গেছেন, তবে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।
- **শর্ত পূরণ না করলে**—প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে যদি কোন শর্ত পূরণের ব্যাপার থাকে, সেই শর্ত পূরণ না হলে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।
- **প্রতি প্রস্তাব** (Counter-offer)—কোন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি কোন প্রতি প্রস্তাব করে থাকেন, তাহলে সেই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যায়।
- **প্রস্তাবগ্রহীতা দ্বারা প্রত্যাখান হলে**—যদি কোন প্রস্তাবগ্রহীতা প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করেন, তাহলে সেই প্রস্তাব সেখানেই শেষ হয়ে যায়। প্রস্তাব একবার প্রত্যাখান করা হলে তা পরবর্তীকালে আর গ্রহণ করা যায় না।

২.১১ স্বীকৃতি প্রত্যাহার

আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী, স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবকারীর কাছে পৌঁছাবার আগে যে কোন সময়ে স্বীকৃতিদাতা তাঁর স্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে পারেন। কিন্তু, স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবকারীর কাছে পৌঁছে গেলে স্বীকৃতি আর প্রত্যাহার করা যায় না।

উদাহরণ : 'ক' পত্র দ্বারা 'খ'কে তাঁর বাড়ি বিক্রয়ের প্রস্তাব জানাল। 'খ' স্বীকৃতি জানিয়ে তাঁর পত্রখানি ডাকে পাঠাল। 'খ' তাঁর স্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর স্বীকৃতি সংবাদ প্রস্তাবকারীর কাছে পৌঁছাবে। কিন্তু, একবার স্বীকৃতির সংবাদ যদি প্রস্তাবকারীর কাছে পৌঁছে যায়, তাহলে স্বীকৃতি আর প্রত্যাহার করা যায় না।

প্রত্যাহার জ্ঞাপন—নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা সম্ভব। স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হলে তা অবশ্যই প্রস্তাবকারীকে জানাতে হবে।

যিনি প্রস্তাব প্রত্যাহার করছেন, তাঁর ক্ষেত্রে প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হবে যখন স্বীকৃতি প্রত্যাহারের সংবাদ প্রস্তাবকারী বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ছাড়া হয়েছে। এর পরে সেই সংবাদের ওপর প্রত্যাহারকারীর আর কোন ক্ষমতা থাকে না। অর্থাৎ, এর পর প্রত্যাহার আর তিনি বাতিল করতে পারেন না।

যাঁর নিকট প্রত্যাহার জানানো হচ্ছে, তাঁর ক্ষেত্রে প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হয় যখন প্রত্যাহারের সংবাদ তার জ্ঞানগোচরে আসে।

২.১২ প্রতিদান—সংজ্ঞা (Consideration—Definition)

বৈধ চুক্তির একটি অন্যতম প্রধান উপাদান হল প্রতিদান। সহজ ভাষায় বলতে গেলে প্রতিশ্রুতি দাতা তাঁর প্রতিশ্রুতির জন্য যা দাবি করেন, তা হল প্রতিদান। চুক্তি নিয়ম অনুযায়ী, বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া চুক্তিতে আবদ্ধ প্রতিটি পক্ষই কিছু দেবে এবং কিছু পাবে। যা কিছু দেওয়া হয়, তা পাওয়া যায়, তাকেই প্রতিদান বলে।

Currie Vs. Misa (1875) : একটি বিখ্যাত ইংরেজি মামলার প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে "ইহা এক পক্ষের অর্জিত কোন অধিকার, স্বার্থ, লাভ বা উপকার; অন্য পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত, অনুমোদিত বা গৃহীত কোন বিরতি, অন্তরায়, ক্ষতি বা দায়িত্ব।"

"a valuable consideration in the sense of the Law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party, or some forebearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other."

চুক্তির আইনের 2(d) ধারা অনুযায়ী প্রতিদানের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছে।—"প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছানুসারে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তি যখন কোন কার্য করেছেন বা কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকছেন, অথবা কোন কার্য করার বা কার্য হতে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দেন, তখন এরূপ কার্য বা প্রতিশ্রুতিকে বলা হয় ঐ প্রতিশ্রুতিদাতার প্রতিদান।"

উপরের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে প্রতিদান সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় ধারণাগুলি স্পষ্ট হয়—

- প্রতিদান বলতে কোন কিছু করা বা কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকাকে বোঝায়।
- প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছানুসারে কোন কিছু করা হয় বা কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকা হয়।
- প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তি ঐ কাজ করেন বা ঐ কাজ করা থেকে বিরত থাকেন।
- এই কাজ করা বা কাজ থেকে বিরত থাকার ঘটনা অতীতে সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে, অথবা বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে এমনও হতে পারে, অথবা ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে পারে।

উদাহরণ :—

(১) 'ক' নামক এক ব্যক্তি এক লাখ টাকায় তাঁর গাড়ি খানি তাঁর বন্ধু 'খ'কে বিক্রি করতে সম্মত হয়। এখানে 'ক' এর প্রতিদান হচ্ছে এক লাখ টাকা। আর 'খ' এর প্রতিদান হচ্ছে 'ক' এর গাড়িখানি।

(২) একটি ঘোড়ার মালিক 1,000 টাকার বিনিময়ে একটি আরোহীকে একদিনের জন্য ভাড়া দিতে সম্মত হন। এক্ষেত্রে ঘোড়ার মালিকের প্রতিদান হল 1,000 টাকা। আর আরোহীর প্রতিদান হল 1,000 টাকার বিনিময়ে একদিনের জন্য ঘোড়াটি ভাড়াতে পাওয়া।

(৩) একজন অফিসের মালিক 1500 টাকা মাসিক মাহিনা দিয়ে একজন কর্মচারী রাখেন। এক্ষেত্রে মালিকের প্রতিদান হবে কর্মচারী দ্বারা প্রদত্ত সেবাকার্য। আর কর্মচারীর প্রতিদান হবে মাসিক 1500 টাকা।

২.১৩ বৈধ প্রতিদানের নিয়মাবলী

বৈধ প্রতিদানের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলীগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

(১) প্রতিদান প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছানুসারে হতে হবে :

চুক্তি আইনের 2(d) ধারা অনুযায়ী প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছানুসারে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তি যখন কিছু করেন বা কিছু করা থেকে বিরত থাকেন, তখন তাকে প্রতিদান বলে। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছানুসারে যদি কার্য সম্পাদন করা না হয় তাহলে তাকে বৈধ

প্রতিদান বলা হয় না। তাই নিজের ইচ্ছানুসারে বা তৃতীয় পক্ষের ইচ্ছানুসারে যদি কোন কার্য করা হয়, বা সেবা প্রদান করা হয়, তবে তাকে বৈধ প্রতিদান বলা যায় না।

উদাহরণ : 'ক' এর বাড়িতে আগুন লেগেছে দেখে 'খ' আগুন নেভানো শুরু করেন। কিন্তু 'ক' কখনোই এ ব্যাপারে 'খ' এর সাহায্য চায় নি। 'খ' নিজে থেকেই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছেন। তাই 'খ' তাঁর কাজের জন্য 'ক' এর কাছে কোন অর্থ দাবি করতে পারে না।

(২) প্রতিদান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত হতে পারে—

প্রতিদানের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে প্রতিদান অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যত কালের হতে পারে। প্রতিদানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—". . . . . . কোন কার্য করেছেন বা কোন কার্য থেকে বিরত রয়েছেন (অতীত), অথবা কোন কার্য করেন বা কার্য থেকে বিরত থাকেন (বর্তমান), অথবা কোন কার্য করার বা কোন কার্য থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দেন (ভবিষ্যত) . . . . . .।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিদান তিন রকমের—(ক) অতীত প্রতিদান, (খ) বর্তমান প্রতিদান ও (গ) ভবিষ্যত প্রতিদান।

(ক) অতীত প্রতিদান : প্রতিশ্রুতি করার পূর্বে কোনো পক্ষের প্রতিদান দেওয়া হয়ে গেলে ঐ প্রতিদানকে অতীত প্রতিদান বলে।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' এর একটি মূল্যবান হারানো বই খুঁজে দেন। 'খ' প্রতিশ্রুতি দেন 'ক'কে একটি পেন উপহার দেবেন। এখানে 'খ' এর প্রতিশ্রুতি হল 'ক' এর অতীত প্রতিদানের জন্য।

(খ) বর্তমান প্রতিদান : যে প্রতিদান প্রতিশ্রুতির সাথে একই সঙ্গে চলতে থাকে, তাকে বর্তমান বা সম্পন্ন (executed) প্রতিদান বলে।

উদাহরণ : একটি ছাত্র 100 টাকায় দোকান থেকে একটি পুস্তক ক্রয় করলেন। এটি বর্তমান প্রতিদান। এক্ষেত্রে ছাত্রটি 100 টাকার বিনিময়ে প্রতিদান হিসাবে বইটি পেলেন। আর দোকানদার বইটার বিনিময়ে প্রতিদান স্বরূপ 100 টাকা পেলেন।

(গ) **ভবিষ্যত প্রতিদান :** প্রতিদানের তারিখ ভবিষ্যত কালে নির্ধারিত থাকলে তাকে ভবিষ্যত প্রতিদান বা সম্পাদ্য প্রতিদান (Executory consideration) বলে।

উদাহরণ : 'ক' দু'মাস পরে নির্দিষ্ট দামে তাঁর বাড়িটি 'খ'কে বিক্রয় করতে সম্মত হল। 'খ' দু'মাস পর বাড়িটি ক্রয় করার সময় ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে সম্মত হয়। এখানে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, যা 'ক' এর প্রতিদান ও বাড়িখানি, যা 'খ' এর প্রতিদান, ভবিষ্যতে দু'মাস পরে হস্তান্তর হবে।

(৩) প্রতিদান পর্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক :

কোন কিছুর পরিবর্তে যা কিছু দেওয়া হয় তা হল প্রতিদান। প্রতিদান হিসাবে যা কিছু দেওয়া হয়, তা আবশ্যিক ভাবে পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। কোন চুক্তিকে বৈধ হতে গেলে প্রতিদান পর্যাপ্ত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। অর্থাৎ প্রতিদান পর্যাপ্ত ছিল না বলে চুক্তি প্রত্যাহার করা যাবে না। চুক্তি আইনে প্রতিদানের মূল্য চুক্তির অন্তর্ভুক্ত পক্ষদ্বয়ই স্থির করে থাকেন। এক্ষেত্রে যদি অপর্যাপ্ত প্রতিদান স্থির হয়ে থাকে, তাহলেও চুক্তি নিষ্ফল হয় না। আইন দ্বারা চুক্তি বলবৎ যোগ্য হতে গেলে প্রতিদান থাকা আবশ্যক। কিন্তু কখনোই সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রতিদানের প্রয়োজন হয় না।

২৫ ধারার ২ নং ব্যাখ্যা অনুসারে "যে সম্মতিতে স্বেচ্ছাকৃত সায় আছে, সেই সম্মতি শুধুমাত্র অপর্যাপ্ত প্রতিদানের জন্য নিষ্ফল হয় না। কিন্তু প্রতিশ্রুতিদাতা স্বেচ্ছায় তাঁর সায় দিয়েছেন কিনা, এই ব্যাপারটি বিবেচনা করতে গিয়ে আদালত প্রতিদানের অপর্যাপ্ততা বিচার করে দেখতে পারেন।"

উদাহরণ : 'ক' তাঁর বাড়িখানি (দাম ৫ লক্ষ টাকা) 'খ'কে মাত্র ২ লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে রাজি হলেন। এক্ষেত্রে 'ক' স্বেচ্ছায় তাঁর বাড়িখানি বিক্রি করতে চান। এ ক্ষেত্রে প্রতিদানে অপর্যাপ্ততা থাকলেও সম্মতিটি চুক্তি হিসাবে প্রবর্তনযোগ্য হবে।

(৪) প্রতিদান যথার্থ (real) হওয়া প্রয়োজন : যদিও সম্মতির ক্ষেত্রে প্রতিদান পর্যাপ্ত হওয়া আবশ্যিক নয়, তথাপি আইনের চোখে প্রতিদানের কোন মূল্য থাকা দরকার। প্রতিদান মিথ্যা (shame) বা ছলনাময় (illusory) হওয়া চলবে না।

উদাহরণ : ◎ 'ক' তাঁর বন্ধু 'খ'কে এই বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি সূর্যের উপর থেকে একটা পাথর এনে দিবে। পরিবর্তে 'খ' এর কাছ থেকে 1000 টাকা নেবে। 'খ' তাঁর সম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু 'ক' এর প্রতিশ্রুতি মিথ্যা, অসম্ভব ও ছলনাময়। কারণ সূর্য থেকে কোন কিছুই আনা সম্ভব নয়।

◎ 'ক' তাঁর মূল্যবান গাড়িখানি বিনামূল্যে স্বেচ্ছায় 'খ'কে দিতে সম্মত হলেন। 'ক' এর এই প্রতিশ্রুতি নিষ্ফল। কারণ প্রতিদান না থাকলে কোন চুক্তি হয় না।

(৫) প্রতিদান বিধিসংগত হতে হবে :—

কোন প্রতিশ্রুতিতে প্রতিদান অবশ্যই বিধিসংগত হতে হবে। কোন প্রতিদানকে অবিধিসংগত বলা হবে যদি—

- ইহা নীতি বহির্ভূত হয়, অথবা
- ইহা প্রতারণামূলক হয়, অথবা
- ইহার বিষয়বস্তু যদি ব্যক্তি বা ব্যক্তির সম্পত্তির ক্ষতি করা হয়, অথবা
- ইহা রাষ্ট্রনীতি-বিরুদ্ধ হয়।

(৬) প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা বা অন্য কোন পক্ষের থেকে প্রতিদান আসতে পারে :

প্রতিশ্রুতি দাতা যার উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতি করে থাকেন তিনি হলেন প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা। ভারতীয় আইনে প্রতিদান প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা অথবা অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকেও আসতে পারে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের আইন অনুসারে প্রতিদান শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার কাছ থেকেই আসতে হবে। অন্যথায় বৈধ চুক্তি গঠিত হয় না।

(৭) প্রতিদান ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে?

প্রতিদান বলতে কোন কিছু করা বা কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতিকে বোঝায়। অর্থাৎ প্রতিদান কোন কিছু করা (ধনাত্মক) বা কোন কিছু না করাকে (ঋণাত্মক) বোঝায়।

(৮) প্রতিশ্রুতিদাতা অতীতে যা করতে বাধ্য ছিল, তা প্রতিদান হতে পারে না :

কোন একজন ব্যক্তি আইনের দ্বারা কোন কিছু করতে বাধ্য থাকতে পারেন, কোন ব্যক্তি যখন তার অফিসের পদমর্যাদা বলে বা আইনের অধীনে কোন কর্তব্য পালন করে, তখন তা প্রতিদান হিসাবে গ্রাহ্য করা হয় না।

২.১৪ "প্রতিদান নাই, চুক্তিও নাই"—নিয়মের ব্যতিক্রম সমূহ

আইনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদান না থাকলে চুক্তি বৈধ হয় না। ভারতীয় চুক্তি আইনের ২৫(১) ধারায় এই নিয়মের ব্যতিক্রমগুলি আলোচনা করা হয়েছে। নীচে এই ব্যতিক্রমগুলি আলোচনা করা হল—

১। ভালবাসা ও স্নেহের চুক্তি

চুক্তি আইনের 25(1) ধারা অনুযায়ী—"প্রতিদান ছাড়া চুক্তি বৈধ হয় না, যদি না তা লিখিত হয় এবং সেই সময় প্রযোজ্য নিবন্ধন আইন অনুসারে দলিলটি নিবন্ধীকৃত হয় এবং নিকট আত্মীয়ের মধ্যে ভালবাসা ও স্নেহের চুক্তি হয়।"

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থিত থাকলে ভালবাসা ও স্নেহের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিদান ছাড়াও চুক্তি বৈধ হয় :

১. চুক্তিটি লিখিত হতে হবে।
২. লিখিত দলিলটি সেই সময়কার প্রচলিত নিবন্ধন আইন অনুসারে নিবন্ধীকৃত হতে হবে।
৩. চুক্তিটি স্বাভাবিক ভালবাসা ও স্নেহবশত হতে হবে।
৪. চুক্তিভুক্ত পক্ষ সমূহকে পরস্পরের নিকট আত্মীয় হতে হবে।

উদাহরণ : বিবাদ থাকাকালীন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটি চুক্তি হল। চুক্তিতে স্বামী তাঁর স্ত্রীকে কিছু সম্পত্তি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি করলেন। চুক্তিটি নিষ্ফল হবে কারণ যখন চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল সে সময় স্বামী স্ত্রী মধ্যে স্বাভাবিক ভালবাসা ও স্নেহ উপস্থিত ছিল না। —Rajlukhy Debee Vs. Bhootnath (1990)।

২. স্বেচ্ছাকৃত ক্ষতিপূরণ

চুক্তি আইনের 25(2) ধারা অনুসারে প্রতিদানশূন্য প্রতিশ্রুতি বৈধ হবে যদি "কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় করা কোন কার্যের দ্বারা উপকৃত হয়ে অপর কোন ব্যক্তি যদি তাঁকে পারিশ্রমিক বা ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুতি দেন তবে তা আইন দ্বারা বলবৎ হবে।"

উদাহরণ : 'ক' 'খ' এর হারিয়ে যাওয়া টাকার থলিটি খুঁজে পেয়ে 'খ'কে ফেরত দিলেন। 'ক' এর স্বেচ্ছায় এই কাজের জন্য 'খ' 'ক'কে 200 টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এটি একটি বৈধ চুক্তি।

৩। তামাদি ঋণ আদায়ের চুক্তি —

চুক্তি আইনের 25(3) ধারা অনুযায়ী তামাদিদোষে দুষ্ট ঋণ আদায় করা যায়। তাই এই ঋণ পরিশোধের প্রতিদানশূন্য প্রতিশ্রুতি (অলিখিত) আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় না। কিন্তু তথাপি দেনাদার অথবা তার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এইরূপ ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে যদি লিখিত স্বাক্ষরিত কোন প্রতিশ্রুতি দেন, তবে এরূপ প্রতিশ্রুতি আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায়। —Appa Rao Vs. Surya Prakash (1900)।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' এর কাছে 10,000 টাকার জন্য ঋণী আছেন। এই ঋণ তামাদিদোষে দুষ্ট। 'ক' 15,000 টাকা দেবেন বলে একটি লিখিত ও স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি দেন। ইহা আইন দ্বারা বলবৎ যোগ্য।

৪। **প্রতিনিধি**—চুক্তি আইনের 185 ধারা অনুযায়ী প্রতিনিধি নিযুক্ত করার সময় প্রতিদান প্রয়োজন হয় না।

৫। **দান**—25 ধারায় ১ নং ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—"দান প্রকৃতপক্ষে হয়ে গিয়ে থাকলে, দাতা ও দানগ্রহীতার মধ্যে যে বৈধতার সৃষ্টি হয়, তারা এই ধারার কোন অংশের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে না।" অর্থাৎ, বৈধ ভাবে কোন একক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে যদি কোন সম্পত্তি দান করে থাকেন, তবে প্রতিদান ছিল না বলে সম্পত্তি ফেরত নেবার দাবি করতে পারেন না।

২.১৫ চুক্তি বর্হির্ভূত ব্যক্তি

যদি প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা প্রতিদান দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাকে প্রতিদান বহির্ভুক্ত ব্যক্তি (Stranger to consideration) বলা হবে। একইভাবে, যে ব্যক্তি চুক্তিভুক্ত নয় তাকে চুক্তি বহির্ভুক্ত ব্যক্তি (Stranger to contract) বলে। চুক্তি বহির্ভুত ব্যক্তি নিজের অধিকার জানানোর জন্য মামলা দায়ের করতে পারে না। কিন্তু প্রতিদান বহির্ভুত ব্যক্তি চুক্তিভুক্ত পক্ষ হলে চুক্তি প্রবর্তনের জন্য মামলা করতে পারেন।

চুক্তি-বহির্ভুত ব্যক্তি চুক্তিমূলে নালিশ করতে পারেন না—এই নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে। এই সব ব্যতিক্রমগুলি নীচে আলোচনা করা হল :

১। **অছি ব্যবস্থা ও বৃত্তিভোগী**—অছি ব্যবস্থা সৃষ্টি করার জন্য যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তা বৃত্তিভোগী কর্তৃক প্রবর্তিত হতে পারে। এই চুক্তিতে, যে ব্যক্তি সুবিধা ভোগ করেন তিনি চুক্তিভুক্ত পক্ষ হতে পারেন না।

২। **বিবাহ নিষ্পত্তি, বিচ্ছেদ ও পারিবারিক আপোষরফ**—

যখন বিবাহ সংক্রান্ত ঝামেলার নিষ্পত্তি, পারিবারিক সম্পত্তি ভাগাভাগি ও পারিবারিক বিবাহ-কলহ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়, তখন যে সমস্ত ব্যক্তি এক্ষেত্রে চুক্তির পক্ষভুক্ত হন নাই, তাঁরাও চুক্তি প্রবর্তনের জন্য মামলা করতে পারেন।

উদাহরণ : একটি পরিবারের দুই ভাই পারিবারিক সম্পত্তি ভাগাভাগির (Partition) সময় স্থির করে যে, তাঁরা মায়ের জন্য সমপরিমাণ খরচ করবেন। বিচারে স্থির হল তাঁদের মা তাঁর জন্য ছেলেদের খরচ করার জন্য মামলা করতে পারেন—Shuppu Ammal Vs. Subhramaniyan (1910).

৩। **প্রতিনিধির সঙ্গে চুক্তি**—

যে ক্ষেত্রে প্রতিনিধির (agent) সঙ্গে কোন চুক্তি হয়, সেক্ষেত্রে প্রধান (Principal) চুক্তি পালনের জন্য মামলা করতে পারেন।

৪। **ঋণের দায়ভার স্বীকার করা**—

কিছু কিছু সময় চুক্তির এক পক্ষ তৃতীয় পক্ষের দায় পরিশোধের কথা স্বীকার করেন বা অন্যথায় নিজেকে তৃতীয় পক্ষের প্রতিনিধি বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে, তৃতীয় পক্ষ ঐ পক্ষের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করতে পারেন।

উদাহরণ : ভাড়াটিয়া 'ক' এবং উপ-ভাড়াটিয়া 'খ' এর মধ্যে চুক্তি হল যে 'খ' সরাসরি ভাড়া বাড়ির মালিককে দেবে। চুক্তি মতো 'খ' কিছুদিন এইভাবে ভাড়া দেবার পর ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে

দেন। তাঁর ভাড়া বাকি হতে থাকে। বিচারে স্থির হল বাড়ির মালিক অনাদায়ী ভাড়া সরাসরি 'খ' এর থেকে আদায় করতে পারেন। —Kshirod Behari Dutt Vs. Man Gobinda Panda (1933).

২.১৬ উদ্দেশ্য এবং প্রতিদানের বৈধতা (Legality of object and consideration)

কোন সম্মতিকে আইনত গ্রাহ্য হতে হলে তার প্রতিদান ও উদ্দেশ্য উভয়ই আইনসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন, না হলে ঐ সম্মতি বাতিল বলে গণ্য হবে। কোন সম্মতির উদ্দেশ্য ও প্রতিদান কখন বৈধ হবে, বা কখন বৈধ হবে না, এই সম্পর্কে ভারতীয় চুক্তি আইনের 23 ধারায় বলা হয়েছে। চুক্তি আইনের 23 নং ধারায় ব্যবহৃত 'উদ্দেশ্য' ও 'প্রতিদান' শব্দ দুটি সমার্থক নয়। অর্থাৎ প্রতিটি শব্দই নিজস্ব অর্থবহ। যেমন—প্রতিদান শব্দের অর্থ হল প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছায় প্রতিশ্রুতিগ্রহিতার কোনো কাজ 'করা' বা 'করা থেকে বিরত থাকা' অথবা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং কোনো কাজ এরূপ করা বা না করা বা করা থেকে বিরত থাকার একটি প্রতিদান থাকবে। 'উদ্দেশ্য' শব্দের অর্থ হল—কি "অভিপ্রায় বা সংকল্পে" সম্মতিটি সংঘটিত হয়েছিল।

এই দুটি শব্দ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলার আছে। সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্মতির সংগঠনে প্রতিদান ও উদ্দেশ্য উভয়কেই হতে হবে আইনসঙ্গত। সম্মতির প্রদান ও উদ্দেশ্য উভয়ই আইনসম্মত না হলে সম্মতি বৈধ হয় না। সম্মতি বৈধ না হলে বাতিল বলে গণ্য হয়। এখানে 'উভয়' কথাটিও গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনো সম্মতির প্রতিদান আইনসম্মত, কিন্তু উদ্দেশ্য বেআইনি সেক্ষেত্রে সম্মতি বাতিল হয়ে যাবে।

কোন ধরনের প্রতিদান ও উদ্দেশ্য বৈধ হবে :—

1. যখন সেটি কোনো আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হবে না; অথবা,
2. যখন সেটির প্রকৃতি এমন হবে যে, যদি সেটি কোনো আইনের পরিপন্থী হবে না; অথবা,
3. তখন সেটি প্রতারণামূলক হবে না; অথবা,
4. যখন সেটি কোনো ব্যক্তি বা কারোর সম্পত্তির ক্ষতিকারক হবে না; অথবা
5. যদি আদালতের মতে সেটি অনৈতিক বা জনস্বার্থবিরোধী না হয়।

উদ্দেশ্য ও প্রতিদান যদি অবৈধ হয়, তা হলে যে কোনো সম্মতি বাতিল হবে। নিম্নলিখিত অবস্থায় উদ্দেশ্য ও প্রতিদান অবৈধ বলে গণ্য করা হয়—

(১) যদি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়—

(ক) যদি ভারতীয় ফৌজদারি আইন অনুসারে তা দণ্ডনীয় হয়;

(খ) যদি তা কোন অধিনিয়ম দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে থাকে;

(গ) যদি আইনসভা থেকে অধিকার প্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ নিয়ম রচনা করে এটাকে নিষিদ্ধ করে থাকে। উদাহরণ : কোন ব্যক্তি খুন করার চুক্তি। ইহা ভারতীয় ফৌজদারী আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। সুতরাং ইহা আইনসঙ্গত হতে পারে না।

(২) যদি চুক্তি সম্পাদন করতে কোন আইনের বিধান ব্যর্থ হয়ে থাকে

যদি কোন সম্মতি ও প্রতিদানের উদ্দেশ্য এমন হয়, যেখানে পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রচলিত আইন ভঙ্গ করে বা ভঙ্গ করার প্রশ্রয় দেয় তাহলে তা অবৈধ বলে বিবেছিত হবে।

উদাহরণ : 'ক' 'খ'কে একটা চাকরি দিল। চাকরির শর্ত ছিল যে, 'খ' পাবে সপ্তাহে ১৩ পাউন্ড মাইনে এবং ৬ পাউন্ড খরচ। কিন্তু এই খরচ অত্যধিক। ইংল্যান্ড কোর্ট রায়ে বলেছিলেন যে, খরচের শর্ত আয়কর বিভাগকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে। ইহা প্রতারনামূলক কাজ। সুতরাং দুটি শর্তই নিষ্ফল হবে। [Napier Vs. National Business Agency Ltd.]

(৩) যদি ইহা প্রতারণা মূলক হয়—

যদি প্রতারণা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সম্মতি সম্পাদন করা হয় তাহলে তা নিষ্ফল হবে। উদাহরণ : 'X' কে প্রতারনা করে যা লাভ হবে তা 'A' 'B' এবং 'C' এর মধ্যে ভাগ হবে। ইহা নিষ্ফল সম্মতি।

(৪) সম্মতি যদি অন্য কোন ব্যক্তি বা তাঁর সম্মতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়—

কোন সম্মতি যদি কোন ব্যক্তির নিজস্ব বা তার সম্মতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়, তবে তা নিষ্ফল সম্মতি বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ : একজন দেনাদার চুক্তি করল যে, যতদিন তার দেনা পরিশোধ না হবে ততদিন সে মহাজনের চাকর হিসাবে কাজ করবে। এই চুক্তি বলবৎযোগ্য হবে না। [Ram Sarup Vs. Bausi]

(৫) সম্মতি যদি আদালত দুর্নীতিমূলক বলে মনে করেন—

কোন সম্মতির উদ্দেশ্য বা প্রতিদান যদি দুর্নীতিমূলক হয় তবে সম্মতি নিষ্ফল হবে।

(৬) আদালত যদি সম্মতিকে লোকনীতি বিরুদ্ধ মনে করেন—

কোন সম্মতি যদি জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়, বা সামাজিক স্বার্থবিরোধী হয়, তবে সেই সম্মতি লোকনীতির বিরুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

নিম্নলিখিত সম্মতি লোকনীতির বিরুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়—

দেশের শত্রুর সঙ্গে ব্যবসা, সরকারি চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, আদালতের বিচারে বাধা সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

- **দেশের শত্রুর সঙ্গে ব্যবসা**—যুদ্ধে রত দুইদেশের নাগরিকদের মধ্যে ব্যবসা চুক্তি নিষ্ফল। যদি সেই দেশের সরকার বিশেষ অনুমতি দান করেন, তবে এই চুক্তি বৈধ হবে।
- **আদালতের বিচারে বাধা সৃষ্টি করা**—বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি করা অপরাধ। কোন ব্যক্তি যদি আদালতের বিচারে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন, তা লোকনীতির বিরুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং সেই সম্মতি নিষ্ফল হবে। কোন ব্যক্তি যদি অপরাধ করেন তাকে শাস্তি পেতে হবে কিন্তু তার পরিবর্তে যদি কেউ সম্মতিবদ্ধ হয়ে অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করার কাজে বাধা সৃষ্টি করে তবে তা হবে লোকনীতি বিরুদ্ধ।
- **সরকারি চাকুরি ক্রয়-বিক্রয়**—সরকারি চাকুরি ক্রয়-বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে কোন সম্মতি লোকনীতির বিরুদ্ধ বলে গণ্য হবে। এবং তা নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : 'A' একজন সরকারি চাকুরিজীবী। 'A' এবং 'B' এর মধ্যে চুক্তি হলো 'A' সরকারি চাকুরি দিলে 'B' একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ 'A' কে দিবে। এটি নিষ্ফল সম্মতি।

● **যে সম্মতি ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক**—যদি কোন সম্মতি অন্যায় ভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তবে তা লোকনীতি বিরুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যদি মহাজনের কাছে কায়িক পরিশ্রম করতে স্বীকৃত হয়।

● **যে সম্মতি পিতা-মাতার কর্তব্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে**—পিতা-মাতার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর হয় না। এবং সেই উদ্দেশ্যে কোন সম্মতি হলে তা নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : এক ব্যক্তি তার নাবালক পুত্রকে শ্রীমতী এ্যানি বেসান্তের অভিভাবকত্বে দিলেন। এই কর্তৃত্ব কোনদিন প্রত্যাহার করা যাবে না বলে রাজি ছিলেন। পরে পিতা ঐ নাবালক পুত্রের দাবি করলেন। আদালত বিচারে বললেন যে, পিতার অভিভাবকত্ব কোন দিন নষ্ট হয় না। সুতরাং তিনি পুত্রকে ফেরৎ পেলেন। [Giddu Narayanish Vs. Mrs. Annie Besant]

● **যে সম্মতি দাম্পত্য কর্তব্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে**—কোন সম্মতির ফলে যদি দাম্পত্য কর্তব্য বিঘ্নিত হয়, তবে তাকে লোকনীতি বিরুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হবে এবং নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করে তাকে বিবাহ করার জন্য অর্থ প্রদানে সম্মতি জানায় তবে তার নিষ্ফল হবে। [Roshan Vs. Mahomad]

● **বিবাহ দালালি সম্মতি**—ইংরাজি আইনে বিবাহ ঠিক করে দেওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দেওয়ার সম্মতি লোকনীতি বিরুদ্ধ এবং তা নিষ্ফল। কারণ সেখানে মনে করা হয় প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ের নিজের জীবনসঙ্গী পছন্দ করার অধিকার আছে, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ থাকা বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে এই নির্বাচন বাধা পায়। কিন্তু ভারতে এই নিয়মের প্রচার নেই। ভারতে পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের জন্য পাত্র পাত্রী নির্বাচন করেন এবং সেজন্য ঘটক নিযুক্ত করাও হয়ে থাকে। সুতরাং, এই সম্পর্কে ইংরাজি আইন বলবৎ করা হবে কিনা, সে বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল। Baksi Das Vs Nadu Das মামলায় কলকাতার হাইকোর্ট বলেছেন যে, বিবাহ স্থির করার জন্য কোন তৃতীয় পক্ষকে অর্থ প্রদানের সম্মতি লোকনীতি বিরুদ্ধ। সুতরাং প্রবর্তনীয় নয়।

উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের আংশিক বৈধতা—

প্রতিদান ও উদ্দেশ্য যদি আংশিকভাবে অবৈধ হয়, তবে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রযুক্ত হবে।

(১) যেখানে একাধিক উদ্দেশ্য, কিন্তু একটিমাত্র প্রতিদান, সেখানে একটি মাত্র উদ্দেশ্য অবৈধ হলেই সম্মতি নিষ্ফল হবে। —(24 ধারা)

(২) যেখানে একটিমাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু একাধিক প্রতিদান সেখানে একটি প্রতিদান অবৈধ হলেই সম্মতি নিষ্ফল হবে। —(24 ধারা)

(৩) যেখানে বৈধ এবং অবৈধ কাজ করার জন্য দু'পক্ষ চুক্তিবদ্ধ হন, এবং ঐ সম্মতির বৈধ এবং অবৈধ অংশ পৃথক করা যায়, সেখানে অবৈধ অংশ নিষ্ফল বলে গণ্য হবে।—(57 ধারা)

(৪) যদি সম্মতিতে বিকল্প অঙ্গীকার থাকে, এবং যদি তার একটি বৈধ এবং অপরটি অবৈধ হয়, তা হলে শুধু বৈধ অংশ প্রবর্তনীয় হবে। —(58 ধারা)

উদাহরণ : A এবং B একটি চুক্তি সম্পাদন করে। সম্মতি অনুযায়ী A, B কে কাপড় বা চোরাই মাল সরবরাহ করবে এবং বিনিময়ে B 5000 টাকা প্রদান করবে। এখানে কাপড়ের সম্মতি বৈধ কিন্তু চোরাই মালের ক্ষেত্রে নিষ্ফল।

২.১৭ স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সায় (Free Consent)

চুক্তির ক্ষেত্রে সকল পক্ষের "স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়" প্রয়োজন। অন্যথায় চুক্তি বৈধ হয় না। 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়' সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে অনেক সময়ই চুক্তির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হলে চুক্তিতে তাঁদের 'সায়' আছে বলে মনে করা হয়। যখন চুক্তির সকল পক্ষই একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হয়, তখন তাদের ইচ্ছা একই রকম বলে মনে হয়। সে ক্ষেত্রে সায় বলপ্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারনা, মিথ্যাবর্ণনা, বা ভুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাকে "স্বেচ্ছা প্রদত্ত" সায় বলা হয় না। অর্থাৎ, যে সায় বলপ্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারনা, মিথ্যাবর্ণনা, বা ভুলের প্রভাব থেকে মুক্ত, তাকেই 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত' সায় বলা হয়। সায় স্বেচ্ছা প্রদত্ত হলে এবং চুক্তির অন্যান্য উপাদান সঠিক থাকলে চুক্তি বৈধ হয়, অন্যথায় চুক্তি বৈধ হয় না।

সংজ্ঞা : ভারতীয় চুক্তি আইনের 10 ধারা অনুযায়ী 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়' হল চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম। চুক্তির অন্তর্গত পক্ষেরা যখন একই অর্থে ও একই বিষয়ে একমত হয়, তখন বলা হয় চুক্তিতে সায় বিদ্যমান। ইহার অর্থ চুক্তির অন্তর্গত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন ভুল বোঝাবুঝি নেই। চুক্তি বলবৎ হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু মাত্র সায় বিদ্যমান থাকলেই হয় না, সায়টি স্বেচ্ছা প্রদত্ত কিনা সেটাও লক্ষণীয়। সায় স্বেচ্ছা প্রদত্ত না হলে চুক্তি বৈধ হয় না।

আইনের 13 ধারায় 'সায়' সম্পর্কে বলা হয়েছে—"যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হয় তারা সায় দিয়েছেন বলা হবে।"

উদাহরণ : 'ক' এর দুই খানি ঘোড়া আছে, একটি কালো আর অন্যটি সাদা। 'ক' এর সাদা ঘোড়াটি 'খ'কে পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করার প্রস্তাব দেওয়ায় 'খ' তাতে সম্মতি জানায়। কিন্তু 'খ' মনে মনে ভাবেন যে কালো ঘোড়াটি ক্রয় করছেন। এক্ষেত্রে 'ক' যেটি বোঝাতে চেয়েছেন, 'খ' অন্যটি বুঝেছেন। তার ফলে 'খ' যে সম্মতি জানিয়েছিল সেখানে সায় নেই মনে করা হবে। তাই সায়-এর অনুপস্থিতিতে চুক্তি বৈধ হয় না।

14 ধারায় 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়' সম্পর্কে বলা হয়েছে—যে সায় বলপ্রয়োগ (Coercion) [15 ধারা], অনুচিত প্রভাব (Undue influence) [16 ধারা] প্রতারনা (Fraud) [17 ধারা], মিথ্যাবর্ণন (misrepresentation) [18 ধারা] ভুল (mistake) [20, 21 ও 22 ধারা]-র দ্বারা প্রণোদিত হয়, তাকে 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়' বলা যায় না।

স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়-এর অনুপস্থিতিতে যখন উভয় পক্ষই ভুলের বশবর্তী হয়ে সায় প্রদান করেন, তখন তা নিষ্ফল সম্মতি। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারণা ও মিথ্যাবর্ণনার ক্ষেত্রে সায় স্বেচ্ছা প্রদত্ত না হলে সম্মতি নিষ্ফল যোগ্য হয়।

২.১৮ বল প্রয়োগ (Coercion)

বল প্রয়োগের অর্থ হল জোর করে কোন ব্যক্তিকে চুক্তিবদ্ধ করা। কোন ব্যক্তিকে জোর করে অথবা ভয় দেখিয়ে চুক্তিভুক্ত করাকে বল প্রয়োগ বলে।

আইনের 15 ধারায় বল প্রয়োগের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

"যদি কোন ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ড বিধি (Indian Penal Code) দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কাজ করে বা করার ভীতি প্রদর্শন করে, অথবা কোন ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিকূল সম্পত্তি অবৈধভাবে আটক রাখে বা রাখার ভীতি প্রদর্শন করে অপর কোন ব্যক্তিকে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য করে, তবে তাকে বলপ্রয়োগ বলা হবে।"

উপরের সংজ্ঞা থেকে বলা হয়, নিচে বর্ণিত যে কোন একটি ঘটনা ঘটলে বলা হবে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে।

(১) ভারতীয় দণ্ড বিধি দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কাজ করলে।

(২) ভারতীয় দণ্ড বিধি দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কাজ করার ভীতি প্রদর্শন করা হলে।

(৩) অবৈধ ভাবে কোন সম্পত্তি আটক রাখা হলে।

(৪) অবৈধ ভাবে কোন সম্পত্তি আটকে রাখার ভীতি প্রদর্শন করা হলে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হল যে,

(১) উপরের উল্লিখিত (১-৪) উপায়ে কোন প্রকার কাজ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে চুক্তিভুক্ত হতে বাধ্য করা হলে তা বলপ্রয়োগ বলে মনে করা হবে।

(২) যে স্থানে ঐ সব কাজ (১-৪) করা হয়েছিল সেখানে ভারতীয় দণ্ড বিধি বলবৎ না থাকলেও তাকে বল প্রয়োগ বলে মনে করা হবে।

উদাহরণ : (১) 'ক' 'খ'কে ভয় দেখিয়ে তার (খ-এর) বাড়িটি বিক্রি করার চুক্তি করলেন। এক্ষেত্রে 'ক' বলপ্রয়োগ দ্বারা 'খ' এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং এই চুক্তি প্রবর্তনীয় নয়।

(২) একটি ১৩ বৎসরের বিধবা বালিকাকে বলা হয় যে, তার স্বামীর আত্মীয়ের এক পুত্রকে দত্তক নিতে। অন্যথায় তার স্বামীর মৃতদেহ সৎকার করতে দেওয়া হবে না। বিচারে স্থির হয়, এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে সংঘটিত চুক্তি প্রবর্তনীয় নয়। [Renganayakamma Vs. Alwar Chetty (1927)]

(৩) কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধি ব্যবসায়ের হিসাবের খাতাপত্র নতুন প্রতিনিধির হাতে দিতে অস্বীকার করেন। ঐ প্রতিনিধি দাবি করেন যে, পূর্বেকার সমস্ত লেনদেন সম্পর্কিত দায় থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। প্রতিনিধির দাবি মেনে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মাদ্রাজ হাইকোর্ট এ-ব্যাপারে রায় দেন যে, প্রধানের (Principal) ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি প্রবর্তন যোগ্য হবে, কারণ এই ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ হয়েছে। [Muthiah Chettiar Vs. Karupper Chetty (1927)]

- **মামলা করার ভীতি প্রদর্শন :**

কোন ব্যক্তির কৃতকার্যের জন্য দেওয়ানী (Civil) বা ফৌজদারি (Criminal) মামলা দায়ের করার ভীতি প্রদর্শনকে বলপ্রয়োগ বলা যায় না। কিন্তু কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অজুহাতে

মামলা দায়ের করার ভীতি প্রদর্শনকে বলপ্রয়োগ বলে গণ্য করে তা ভারতীয় দণ্ড বিধিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

- **আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন :**

কোন কোন সময় আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন করে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির থেকে সায় (Consent) গ্রহণ করে। ভারতীয় দণ্ড বিধি অনুসারে আত্মহত্যার চেষ্টা দণ্ডনীয়, কিন্তু আত্মহত্যা দণ্ডনীয় নয়। কারণ মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায় না। কিন্তু ভারতীয় চুক্তি আইনের 15 ধারায় বলা হয়েছে, ভারতীয় দণ্ড বিধিতে নিষিদ্ধ কোন কার্য করা বা ঐরূপ কোন কার্য করার ভীতি প্রদর্শন করা হল বলপ্রয়োগ। সেই অর্থে আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন বলপ্রয়োগ ছাড়া কিছু নয়।

একটি বিখ্যাত মোকদ্দমার কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক ব্যক্তি আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন করে তার স্ত্রী ও পুত্রকে তাঁর ভাই-এর অনুকূলে (infavour of) একটি চুক্তিতে আবদ্ধ করেন। বিচারে চুক্তিটিকে বাতিল বলে গণ্য করা হয়। [Chikkam Ammiraju Vs. Chikkam Seshamma (1918)]

বলপ্রয়োগের পরিণাম (Effects of Coercion)—বলপ্রয়োগ দ্বারা চুক্তি সম্পাদিত হলে যে পক্ষের সম্মতি বলপ্রয়োগ দ্বারা পাওয়া গেছে, সেই পক্ষের ইচ্ছা অনুসারে (as the option of the party) নিষ্ফলযোগ্য হয়ে থাকে। ক্লিষ্ট পক্ষ যদি মনে করেন, তাহলে চুক্তি রদ করতে পারেন। যে পক্ষ বল প্রয়োগের কারণের জন্য চুক্তি রদ করতে চান, সেই পক্ষকে তাঁর উপর বলপ্রয়োগের প্রমাণ দিতে হবে।

ভারতীয় চুক্তি আইনের 19 ও 72 ধারায় বলপ্রয়োগের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা আছে।

19 ধারায় বলা হয়েছে—"বল প্রয়োগের দ্বারা চুক্তি সম্পাদিত হলে যে ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে নিষ্ফলযোগ্য হয়ে থাকে।"

72 ধারায় বলা হয়েছে—"বল প্রয়োগের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে অর্থ বা কোন বস্তু দেওয়া হলে, সেই ব্যক্তি উহা অবশ্যই ফেরত দেবেন।"

বলপূর্বক অবরোধ (Duress)—ইংরেজি আইনে বল প্রয়োগের (Coercion) প্রায় সমার্থক হিসাবে 'বল পূর্বক অবরোধ' (Duress) কথাটি ব্যবহার করা হয়। ভারতীয় আইনে ব্যবহৃত বল প্রয়োগ (Coercion) শব্দের অর্থ ইংরেজি আইনে ব্যবহৃত বলপূর্বক অবরোধ (Duress) অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। 'বলপূর্বক অবরোধ' শব্দটির অর্থ শারীরিক ভীতি প্রদর্শন করে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য করা। কিন্তু সম্পত্তি আটক বা নষ্টের ভীতি প্রদর্শন ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়।

বলপ্রয়োগ ও বলপূর্বক অবরোধের পার্থক্য—

বলপ্রয়োগ বলপূর্বক অবরোধ অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অবৈধভাবে পণ্য আটক করা বল প্রয়োগের অন্তর্গত। কিন্তু বলপূর্বক অবরোধ বলতে অবৈধভাবে পণ্য আটক বোঝায় না। ইহা শারীরিক ক্ষতি বা শারীরিক ভাবে ভীতি প্রদর্শনকে বোঝায়।

২.১৯ অনুচিত প্রভাব (Undue influence)

উর্দ্ধতন ক্ষমতার (superior power) অপব্যবহার করে অধস্তন ব্যক্তির কাছ থেকে চুক্তির

সায় আদায় করা হলে বলা হয় অনুচিত প্রভাব (Undue Influence) ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তি ভুক্ত পক্ষেরা একজন অপরজনের সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্ক যুক্ত যে, একজন অন্যজনের ওপর কর্তৃত্ব করেন। অনেক সময় চুক্তির একপক্ষ অন্যপক্ষকে প্ররোচনার দ্বারা প্রভাবিত করে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুক্তিভুক্ত করতে বাধ্য করেন।

চুক্তি আইনের 16(1) ও 16(2) ধারায় 'অনুচিত প্রভাব' শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। 16(1) ধারা অনুযায়ী, "কোন চুক্তি অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত যখন (১) চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা পরস্পর এমনভাবে সম্পর্কিত যে, একজন তাঁর কর্তৃত্বের দ্বারা অপরজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে প্রভাবিত করেন এবং (২) অন্যজনের উপর ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।

16(2) ধারায় "নিজের ক্ষমতা দ্বারা অন্যের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করা"—কথাটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্ষমতার দ্বারা অন্যের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করা হয়েছে বলে ধরা হয় :

(১) যখন এক পক্ষের ওপর অপর পক্ষের কোন প্রকৃত (real) বা আপাত (apparent) কর্তৃত্ব বিদ্যমান :

উদাহরণ : প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে সম্পর্ক, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি।

(২) যখন এক পক্ষের সঙ্গে অপর পক্ষের পরম বিশ্বাসের (Fiduciary) সম্পর্ক বিদ্যমান।

উদাহরণ : পিতা ও পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক, ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি।

(৩) যখন এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করা হয় যিনি বার্ধক্য, অসুস্থতা বা শারীরিক কারণে সাময়িক বা চিরকালের জন্য মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

উদাহরণ : রোগে জীর্ণ অতি বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর চিকিৎসকের চুক্তি।

অনুচিত প্রভাবের অনুমান (Presumption of Undue Influence)

নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, অনুচিত প্রভাব বর্তমান আছে;

(i) যখন এক পক্ষের উপর অপর পক্ষের কোন প্রকৃত বা আপাত কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকে।

(ii) যখন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন রকম বিশ্বাসের সম্পর্কে থাকে।

(iii) যখন এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করা হয় যিনি বার্ধক্য, অসুস্থতা বা শারীরিক কারণে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত।

অনুচিত প্রভাবে পরিণাম (Consequences of Undue Influence)

অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যে ব্যক্তি কোন চুক্তিতে সম্মত হয়েছে তাঁর ইচ্ছানুসারে সেই চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি মনে করলে চুক্তিটি রদ করতে পারেন। 19(a) ধারায় অনুচিত প্রভাবের পরিণাম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—

"যখন অনুচিত প্রভাব দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন চুক্তিতে সম্মত হন, তখন ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি নিষ্ফল যোগ্য হবে।"

"অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত এইরূপ চুক্তি সম্পূর্ণরূপে রদ হতে পারে, বা যে ব্যক্তি ইহা পরিহার করতে পারেন তিনি যদি এই চুক্তি থেকে কোন প্রকার উপকার পেয়ে থাকেন, তাহলে আদালত ন্যায্য শর্তে চুক্তিটি রদ করতে পারেন।"

প্রমাণ ভার (Burden of Proof) ধারা 16(3)

কোন কোন সময় কোন চুক্তি অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত, এই অভিযোগ জানিয়ে আদালতে মামলা করা হয়। এক্ষেত্রে যে পক্ষ অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত তাঁর দায়িত্ব হবে অনুচিত প্রভাবের সত্যতা আদালতে প্রমাণ করা। এ বিষয়ে ক্লিষ্ট (Aggrieved) পক্ষকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণ করতে হবে;

(১) চুক্তির অপর পক্ষ যিনি অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধতন (Superior) তিনি তাঁর ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারেন। এবং

(২) ঊর্দ্ধতন ব্যক্তি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে চুক্তিতে তাঁর সায় আদায় করা হয়েছে।

২.১৯.১ বল প্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাবের তুলনা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে বল প্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাবের তুলনা করা হল :

(১) **সংজ্ঞা** (Definition) : ভারতীয় চুক্তি আইনের 15 ধারা অনুযায়ী ভারতীয় দণ্ড বিধিতে নিষিদ্ধ ও শাস্তি যোগ্য কোনরকম কাজ করে বা করার ভয় দেখিয়ে চুক্তি করে তা হল বল প্রয়োগ। অন্যদিকে চুক্তি আইনের 16 ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি তাঁর ক্ষমতাবলে অন্য ব্যক্তির ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে চুক্তিতে সম্মত করান, তাহলে তাকে বলা অনুচিত প্রভাব।

(২) **পক্ষ** (Parties) : চুক্তি বহির্ভুত ব্যক্তিও বল প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু চুক্তিভুক্ত এক পক্ষ অন্য পক্ষকে অনুচিত ভাবে প্রভাবিত করেন। চুক্তি বহির্ভুত ব্যক্তি তা করতে পারেন না।

(৩) **অধিকার সমূহ** (Rights) : বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ (aggrieved party) চুক্তি পরিহার করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি কোন সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন তবে অন্য পক্ষের জন্য সুবিধা বহাল বা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রণোদিত চুক্তি ক্লিষ্ট পক্ষের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রদ হতে পারে অথবা আদালত যে কোন ন্যায্য শর্তে চুক্তি রদ করতে পারেন।

(৪) **দায়িত্ব** (Onus) : বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষকে প্রমাণ করতে হবে যে, তাঁর উপর বল প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু অনুচিত প্রভাবের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষকে অন্য পক্ষের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক (fiduciary relation) প্রমাণ করতে হবে। চুক্তির অন্য পক্ষকে প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি চুক্তিতে কোন অনুচিত প্রভাব ব্যবহার করেন নি, বা, অন্যায় ভাবে কোন সুবিধা গ্রহণ করেন নি।

(৫) **শাস্তি** (Punishment) : বল প্রয়োগ ভারতীয় বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য। কিন্তু অনুচিত প্রভাবের ক্ষেত্রে এরকম বিধান নেই।

২.২০ প্রতারণা (Fraud)

চুক্তি গঠনের সময় চুক্তির অপরিহার্য উপাদান সম্পর্কে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যাবর্ণনা দেওয়া হয় তবে তাকে প্রতারণা (Fraud) বলে। চুক্তির এক পক্ষ যদি অন্য পক্ষকে ঠকানোর জন্য ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবর্ণনা করেন, এবং যদি অন্যপক্ষ তা সত্যি বলে মনে করেন, তবে তাকে প্রতারনা বলে। প্রতারণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যাবর্ণনা করা। অনিচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যাবর্ণনাকে প্রতারণা বলা হয় না।

চুক্তি আইনের 17 ধারায় প্রতারণার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

"চুক্তির কোন এক পক্ষ অপর পক্ষকে, বা তাঁর প্রতিনিধি (agent) কে চুক্তিভুক্ত করার জন্য কোনোরকম চুক্তির মিথ্যাবর্ণনা দিলে তা প্রতারণা বলে গণ্য করা হয়।"

17 ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত যে কোন কার্য করলেই তাকে প্রতারণা বলে গণ্য করা হবে।

(১) যা সত্য নয়, অর্থাৎ এরূপ কোন তথ্য যা কোন ব্যক্তি সত্য বলে বিশ্বাস করেন না, তাকে সত্য বলে বর্ণনা করা।

(২) কোন বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও বা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও সেই বিষয় কারসাজি করে গোপন রাখা।

(৩) অঙ্গীকার পালন না করার ইচ্ছা নিয়ে অঙ্গীকার করা।

(৪) ঠকানোর উদ্দেশ্যে কোন কার্য করা।

(৫) আইন দ্বারা প্রতারণামূলক বলে ঘোষিত কোন কার্য করা বা বিচ্যুত হওয়া।

ব্যাখ্যা (Explanation) : চুক্তি সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য গোপন করে কারো চুক্তি করার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করাকে প্রতারণা বলা চলে না। কিন্তু, যে ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ করা কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে নীরবতা প্রতারণা হিসাবে গণ্য করা হবে। সুতরাং বলা যায় নীরবতা মাত্রেই প্রতারণা নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কথা বলা কর্তব্য, সেক্ষেত্রে নীরবতার অর্থ প্রতারনা।

উদাহরণ : (ক) 'ক' নিলামের দ্বারা 'খ'কে একটি গাড়ি বিক্রি করেন। গাড়িটায় কোন দোষ বা খুঁত নেই মনে করে 'খ' গাড়িটি কেনেন। 'ক' গাড়িটায় খুঁত সম্পর্কে 'খ'কে কিছুই জানায়নি। এটি কোন প্রতারণা নয়।

(খ) 'খ' গাড়িটি কেনার সময় 'ক'কে বলল, "তুমি যদি অস্বীকার না কর, তবে মনে করব গাড়িটিতে কোন খুঁত নাই।" 'ক' কিছুই বলল না। এক্ষেত্রে 'ক' এর নীরবতা মুখরতার সামিল। গাড়িটিতে সত্যিই যদি খুঁত থাকে, তবে 'ক' এর নীরবতা প্রতারণামূলক।

নীরবতা ও প্রতারণা (Silence and Fraud)

চুক্তি আইনের 17 ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী "প্রকৃত তথ্য গোপন করে কারও চুক্তি করার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করাকে প্রতারণা বলা যায় না। কিন্তু সেখানে তথ্য প্রকাশ করা কতর্ব্যের অন্তর্ভুক্ত বা যেখানে নীরবতা মুখরতার সামিল, সেখানে নীরবতা প্রতারণা হিসাবে গণ্য করা হবে।"

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বলা হয় নীরবতাই প্রতারনা :

১. যেখানে কথা বলা কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

২. যেখানে নীরবতা মুখরতা সামিল।

প্রতারণা পরিনাম (Consequences of fraud)

চুক্তি আইনের 19 ধারায় প্রতারণার পরিণাম ও প্রতিকার সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

"প্রতারণা দ্বারা যে ব্যক্তি সম্মত হয়েছেন তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রতারণা দ্বারা প্রবর্তিত চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য (Voidable) হয়ে থাকে।" অন্যভাবে বলা যায়—

কোন ব্যক্তি যদি প্রতারণার দ্বারা চুক্তিবদ্ধ হন, তবে তিনি নিম্নলিখিত উপায়ে প্রতিকার পেতে পারেন।

১. তিনি চুক্তি পালন নাও করতে পারেন।

২. চুক্তির অপর পক্ষকে তিনি চুক্তি পালনে বাধ্য করতে পারেন এবং চুক্তি পালন হলে তিনি যে সকল সুবিধা ভোগ করতে পারতেন, সেইরূপ অবস্থা সৃষ্টির জন্য তিনি অপর পক্ষকে বাধ্য করতে পারবেন।

৩. প্রতারণা একধরনের দেওয়ানী অপরাধ (Civil wrong or tort) হওয়ার জন্য ক্লিষ্ট পক্ষ ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারেন।

- **চুক্তি রদ করার অধিকার হারানো** (Loss of Right of Rescission) :

প্রতারণার দ্বারা চুক্তি হয়ে থাকলে ক্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছানুসারে প্রবর্তিত চুক্তিটি নিষ্ফলযোগ্য হয়ে থাকে। ইচ্ছানুযায়ী তিনি চুক্তিটি রদ করতে পারেন বা চুক্তি পালনের জন্য অপর পক্ষকে বাধ্য করতে পারেন। কিন্তু প্রতারণার প্রতিকারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে চুক্তি রদের অধিকার লোপ পায় :

১. **সময়ের অতিবাহন** (Lapse of Time) :

চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতারণা ধরা পড়ার পর যথাযোগ্য সময় (Reasonable Time)-র মধ্যে ক্লিষ্ট পক্ষ যদি চুক্তিটি রদ (Rescind) না করেন, তাহলে যথাযোগ্য সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে চুক্তিটি রদ করার অধিকার থাকে না। এক্ষেত্রে যথাযোগ্য সময় ঘটনার পরিস্থিতি ও গুরুত্বের উপর নির্ভর করে।

২. **তৃতীয় পক্ষের অধিকার** (Right of Third Parties) :

কোন কোন ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিদান দিয়ে অতি বিশ্বাসের সঙ্গে কোন বিষয়ের উপর তাঁর অধিকার লাভ করেন। কিন্তু যদি অন্য দুই পক্ষের মধ্যে কোনরূপ প্রতারনার কথা তাঁর জানা না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ (aggrieved party) চুক্তি রদ করার অধিকার হারান।

৩. **পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়** (Restitution not Possible) :

যে পক্ষ চুক্তি রদ করতে চাইছেন, তিনি যদি চুক্তি থেকে প্রাপ্ত সুবিধা ফেরত বা ফিরিয়ে দেবার অবস্থায় না থাকেন, তাহলে তিনি আর চুক্তি রদ করতে পারেন না।

২.২১ মিথ্যাবর্ণন (Misrepresentation)

চুক্তি সম্পাদনের সময় বা আগে চুক্তির এক পক্ষ অপর পক্ষকে চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করেন, তাকে 'বিবৃতি' (Statement) বা 'বর্ণনা' (Representation) বলে। বিশ্বাসের সঙ্গে এবং ঠকাবার কোন অভিসন্ধি না নিয়ে যদি কোন ভ্রান্ত বিবৃতি দেওয়া হয়, তবে তাকে মিথ্যাবর্ণন (Misrepresentation) বলা হয়।

অনিচ্ছাকৃত ভাবে (innocently) বা ইচ্ছাকৃতভাবে (intentionally) মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া হতে পারে। যখন অনিচ্ছাকৃত ভাবে ঠকানোর অভিসন্ধি না নিয়ে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া হয় তখন তাকে মিথ্যাবর্ণন (Misrepresentation) বলা হয়। কিন্তু, ইচ্ছাকৃত ভাবে ঠকাবার অভিসন্ধি নিয়ে যখন মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া হয় তখন তাকে প্রতারনা (Fraud) বলে।

চুক্তি আইনের 18 ধারায় "মিথ্যাবর্ণন"-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই ধারায় মিথ্যাবর্ণনকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. কোন সংবাদ যা সমর্থনযোগ্য নয়, এরূপ অসত্য কথা সত্য ভেবে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা।

২. ঠকাবার উদ্দেশ্য না নিয়ে কোন ব্যক্তির কর্তব্যের ত্রুটির দ্বারা অপর ব্যক্তির যদি স্বার্থহানি হয় এবং এর ফলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি যদি কোন সুবিধা ভোগ করেন।

৩. চুক্তির এক পক্ষ অনিচ্ছাকৃত ভাবে চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে যদি চুক্তির অপর পক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

মিথ্যাবর্ণনের পরিণাম (Consequences of Misrepresentation) :

কোন এক পক্ষের মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ—

১. চুক্তি বাতিল করতে পারেন, বা

২. চুক্তিটি গ্রহণ করে অপর পক্ষকে চুক্তিটি মানতে বাধ্য করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে মিথ্যাবর্ণনের দ্বারা যে সব শর্ত ও বর্ণনার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো পালন করার জন্য অপর পক্ষকে বাধ্য করতে পারেন।

মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ কোনরূপ ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি করতে পারেন না। কিন্তু মিথ্যাবর্ণনে যিনি সায় দিয়েছেন তাঁর পক্ষে যদি সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা প্রকৃত তথ্য জানার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে, তবে সেক্ষেত্রে মিথ্যাবর্ণনের কোন প্রতিকার থাকে না।

২.২১.১ মিথ্যাবর্ণন ও প্রতারণার মধ্যে পার্থক্য

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভিত্তিতে এদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করা হল :

১. মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ঠকাবার কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু প্রতারণার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ঠকাবার উদ্দেশ্য থাকে।

২. ভারতীয় দণ্ড বিধি অনুসারে মিথ্যাবর্ণনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। কিন্তু, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতারণা ভারতীয় দণ্ড বিধি অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৩. মিথ্যাবর্ণন হল অনিচ্ছাকৃত ভুল। এক্ষেত্রে যে ভুল বিবৃতি দেওয়া হয়, তা অতি বিশ্বাসের সঙ্গে সত্যি মনে করেই দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতারণা হল ইচ্ছাকৃত ভুল। এক্ষেত্রে, যে ভুল বিবৃতি দেওয়া হয়, তা সত্যি নয় জেনেও দেওয়া হয়।

৪. মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ চুক্তি রদ করতে পারেন। কিন্তু ক্ষতি পূরণের মামলা করতে পারেন না। কিন্তু প্রতারণার ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ চুক্তি রদ করতে পারেন এবং ক্ষতিপূরণের জন্য মামলাও করতে পারেন।

৫. সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সত্যি জানার যদি কোন উপায় থাকত, তাহলে মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে প্রতিকারের আর কোন উপায় থাকে না। কিন্তু, প্রতারণার ক্ষেত্রে যদি সাধারণ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা যদি প্রকৃত সত্যি জানার উপায় থাকে, তা সত্ত্বেও চুক্তিটি ক্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছানুসারে বাতিল হবে।

২.২২ ভুল (Mistake)

চুক্তি আইনের 20, 21 ও 22 ধারায় 'ভুল' সম্পর্কীয় আইনগত দিকগুলি আছে :

১. 20 ধারা অনুসারে "চুক্তির উভয় পক্ষ যখন চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল করেন তখন চুক্তিটি বাতিল হয়।"

২. 21 ধারায় বলা হয়েছে,—"ভারতীয় আইন সম্বন্ধীয় কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে যদি চুক্তি সম্পাদন করা হয়, তাহলে চুক্তি বাতিল হয় না। কিন্তু বিদেশী আইন সম্বন্ধীয় কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদনা করলে তা তথ্য সম্বন্ধীয় ভুল বলে গ্রাহ্য করা হবে এবং চুক্তি বাতিল হবে।"

৩. 22 ধারায় আছে,—"চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন এক পক্ষের ভুলের বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদন করা হলে চুক্তি বাতিল হবে না।"

'ভুল'কে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. আইন সম্পর্কীয় ভুল, ২. তথ্য সম্পর্কীয় ভুল, ৩. একতরফা ভুল ও ৪. দ্বি-তরফা ভুল।

১. **আইন সম্পর্কীয় ভুল** (Legal Mistake) : ভারতে প্রচলিত আইন সম্পর্কে ভুল করলে কাউকে প্রতিকার দেওয়ার কোন বিধান নেই। আইন সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা করে চুক্তি করলে তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। কারণ, আইন সম্পর্কে ভুল ধারণা করলে তা আইনত গ্রাহ্য নয়। [Sole Vs. Butcher (1950]। মনে রেখো, বিদেশী আইন সম্পর্কে ভুলের ফলে চুক্তি বাতিলের কথা বলে, কিন্তু ভারতীয় আইনের ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হবে না (21 নং ধারা)।

২. **তথ্য সম্পর্কে ভুল** (Information related Mistake) : এই ধরণের ভুল দুইপ্রকার হয়ে থাকে যেমন (i) একতরফা ভুল ও (ii) দুইতরফা ভুল। একে আবার অনেকে অন্য ভাবেও শ্রেণীবিভাগ করেন। এছাড়া তথ্য সম্পর্কে ভুল প্রকৃতি, পরিচিতি—পক্ষ ও বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে। যেমন বিষয়বস্তুর পরিচয়, পরিমাণ, মালিকানা, দাম, গুণগত অবস্থা সম্পর্কে ভুলের ভিত্তিতে চুক্তি বাতিল হতে পারে।

৩. **এক তরফা ভুল** (Unilateral Mistake) :

22 ধারা অনুযায়ী, চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন এক পক্ষের ভুলের দ্বারা চুক্তি নিষ্ফল হবে না। সুতরাং কোন এক পক্ষের ভুল চুক্তির বৈধতা ক্ষুন্ন করে না। কিন্তু ঐ ভুল যদি সায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে এক পক্ষের ভুলের দ্বারাও চুক্তি নিষ্ফল হবে। এক তরফা ভুলের দ্বারা গঠিত চুক্তি অপর পক্ষ আইনত মানতে বাধ্য থাকবেন, যদি না সেই ভুল মিথ্যাবর্ণনা বা প্রতারনা দ্বারা করা হয়ে থাকে।

যদি চুক্তির কোন এক পক্ষ নিজের বিচার-বিবেচনা দিয়ে চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত না হয়ে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে চুক্তি করেন, তবে তিনি পরবর্তী সময়ে চুক্তিটি পরিহার করতে পারবেন না।

উদাহরণ : সরকার একটি মাছের ব্যবসায় (Fishery) ইজারা (Lease) দেওয়ার জন্য নিলাম আহ্বান করেন। এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ দর (Highest bid) দিয়ে ঐ ব্যবসায়ের ইজারার অধিকার লাভ করেন। ঐ ব্যক্তির ধারণা ছিল যে, এই ইজারাটির সময়সীমা তিন বছর। কিন্তু প্রকৃত সময়-সীমা এক

বছর। এক্ষেত্রে, এক তরফা ভুলের জন্য ঐ চুক্তি পরিহার করতে পারবেন না। চুক্তি করার আগে ঐ ব্যক্তির উচিত ছিল চুক্তি সম্পর্কীয় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা। [A. A. Singh Vs. Union of Indian (1970)]

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে, চুক্তির কোন এক পক্ষ কোন মৌলিক (fundamental) ভুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সায় দিলে মনে করা হবে সেক্ষেত্রে তাঁর সায় নেই। অর্থাৎ, এর ফলে কোন চুক্তি গঠিত হয় না, যদিও এটি একতরফা ভুল।

(i) **ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to the Identity of the Party) :

যে ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করার ইচ্ছা ছিল, ভুলবশত অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে ঐ চুক্তি গঠিত হলে চুক্তি নিষ্ফল হয়। চুক্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির পরিচয় চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য। সুতরাং, চুক্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে ভুল হলে তা নিষ্ফল হয়। যেমন—'ক' 'খ' এর সঙ্গে চুক্তি করতে চেয়েছিল। কিন্তু 'গ' কে 'খ' ভেবে 'ক' চুক্তি করে। এক্ষেত্রে 'ক' কোনভাবেই 'গ' এর সাথে চুক্তি করতে চায় নি, চেয়েছিল 'খ' এর সঙ্গে চুক্তি করতে। সুতরাং, 'ক' এর ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে এই ভুলের দ্বারা গঠিত চুক্তি নিষ্ফল।

উদাহরণ : এক মহিলা নিজেকে সম্ভ্রান্ত এক মহাশয়ের স্ত্রী বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে এক জহুরীর কাছ থেকে দুটি মুক্তোর হার নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে ঐ মহিলা এক ব্যক্তিকে কোন কিছু না জানিয়ে ঐ হার দু'টি বিক্রি করে দেয়। বিচারে স্থির হয় মহিলা ও জহুরীর মধ্যে কোন চুক্তি হয় নি। তাই ঐ ব্যক্তি যিনি হার দুটি কিনেছিলেন তিনি অবশ্যই হার দুটি জহুরীকে ফেরত দেবেন। কারণ, জহুরী সম্ভ্রান্ত মহাশয়ের স্ত্রীকে হার দুটি দিতে চেয়েছিলেন, ঐ মিথ্যা পরিচয়ধারী মহিলাকে দিতে চান নি। [Lake Vs. Simmons (1927)]

(ii) **লেনদেনের প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to the Nature of the Transaction) চুক্তির কোন এক পক্ষের ভুলের জন্য চুক্তির অপর পক্ষ যে অর্থে চুক্তি সম্পাদন করেছিল, লেনদেনের প্রকৃতি যদি তা থেকে পৃথক হয়, তবে চুক্তি নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : 'ক' নামক ব্যক্তি 'খ' নামক ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন এক বৃদ্ধকে জামিনের কাগজ বলে বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। পরবর্তীকালে 'ক' ঐ হুণ্ডিটি 'গ'কে হস্তান্তর করেন।

বিচারে ধার্য হয় যে, 'খ'কে লেনদেনের প্রকৃতি সম্পর্কে মিথ্যা বলে সম্মতি নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এটি কোন চুক্তি নয়। [Foster Vs. Mackinson (1869)]

এক-তরফা ভুলের পরিমাণ (Effect of Unilateral Mistake) :

চুক্তির কোন এক পক্ষ প্রতারনার দ্বারা অপর পক্ষকে ভুল বুঝিয়ে সম্মতি আদায় করলে সেই চুক্তিকে নিষ্ফল চুক্তিরূপে গণ্য করা হবে। এরূপ চুক্তির দ্বারা তৃতীয় পক্ষ কোন রকম অধিকার লাভ করে না।

৪. **দ্বি-তরফা ভুল** (Bilateral Mistake) :

চুক্তি আইনের 20 ধারা অনুসারে, চুক্তির উভয় পক্ষই যখন চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল করেন, তখন চুক্তিটি নিষ্ফল হয়।

দ্বি-তরফা ভুলকে আবার দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে দ্বি-তরফা ভুল;

২. চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে দ্বি-তরফা ভুল।

১. **চুক্তির বিষয়-বস্তু সম্পর্কে দ্বি-তরফা ভুল** (Bilateral Mistake as to the subject matter):

বিষয়বস্তুর পরিচয় ও প্রকৃতি প্রত্যেকটি চুক্তির ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। চুক্তির-বিষয়-বস্তু সম্পর্কে দ্বি-তরফা ভুলের দ্বারা চুক্তি নিষ্ফল হয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণত নিম্নলিখিত ভুলগুলি লক্ষ্য করা যায় :

◎**বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to the existance of the Subject matter):

চুক্তির বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব আছে মনে করে চুক্তির উভয় পক্ষ অনেক সময় চুক্তিভুক্ত হন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, যখন চুক্তি হয়েছে তখন চুক্তির বিষয়বস্তুর কোন অস্তিত্বই ছিল না। সেক্ষেত্রে চুক্তি নিষ্ফল হয়।

উদাহরণ : স্যালোনিকা থেকে ইংল্যাণ্ডের অভিমুখে জাহাজে করে গম আনার পথে গম বিক্রির চুক্তি হয়। কিন্তু উভয় পক্ষেরই অজানা ছিল যে, ইতিমধ্যেই গম নষ্ট হয়ে গেছে। তার ফলে মাঝ পথে অন্য একটি বন্দরে সমস্ত গম বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের সময় কোন পক্ষেরই এই ঘটনা জানা ছিল না। আদালতে স্থির হয়, চুক্তিটি নিষ্ফল। [Couturies Vs. Hastie (1856)]

◎ **বিষয়বস্তুর পরিচয় সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to the identity of the subject matter):

চুক্তির কোন এক পক্ষ ঠিক যে অর্থে চুক্তিভুক্ত হতে চান চুক্তির অন্য পক্ষ যদি ঠিক সেই অর্থে সম্মতি হয়ে চুক্তিভুক্ত না হন, তাহলে চুক্তি নিষ্ফল হয়। চুক্তির সকল পক্ষ যখন একই জিনিস সম্পর্কে একই অর্থে সম্মত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করেন, তখনই চুক্তি বৈধ হয়। ভুল থাকলে চুক্তিবদ্ধ পক্ষগণ একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হয়েছেন বলা যায় না।

উদাহরণ : মুম্বাই থেকে Peerless নামে একটা জাহাজ আসার কথা ছিল। ‘ক’ ঐ জাহাজ থেকে কিছু সুতো ‘খ’ এর কাছ থেকে কিনতে সম্মত হন। Peerless নামক দু’খানি জাহাজ মুম্বাই থেকে আসছিল। একটি অক্টোবর মাসে, অন্যটি ডিসেম্বর মাসে। ‘ক’ প্রথম জাহাজটির কথা ভেবেছিল, অন্যদিকে ‘খ’ দ্বিতীয় জাহাজটির কথা ভেবেছিল। ‘ক’ চুক্তিটি অস্বীকার করে। বিচারে ধার্য হয়, পক্ষদ্বয় একই অর্থে একই জিনিসের জন্য একমত হয় নি। সুতরাং, এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত সায় নেই। তাই চুক্তিটি নিষ্ফল। [Raffles Vs. Wichelhaus.]

◎ **বিষয়বস্তুর গুণনমান সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to Quality of the subject-matter):

চুক্তির উভয় পক্ষ যখন বিষয় বস্তুর গুণমান সম্পর্কে ভুল করেন, তখন চুক্তি নিষ্ফল হয়।

◎ **বিষয়বস্তুর পরিমাণ সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to the Quantity of the subject-matter):

যদি চুক্তির উভয়-পক্ষ চুক্তির পরিমাণ সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদন করেন, তবে তাহা নিষ্ফল হবে।

২. **সম্পাদনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে দ্বি-তরফা ভুল** (Bilateral Mistakes as to the Posssibility of Performance) :

চুক্তির উভয়পক্ষ যখন কোন বিষয়ের সম্পাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বিষয়টি সম্পাদনের কোনরূপ সম্ভাবনা না থাকে, তখন চুক্তিটি নিষ্ফল হয়ে যায়।

দ্বি-তরফা ভুলের পরিমাণ (Effects of Bilateral Mistake) :

চুক্তি আইনের 20 ধারা অনুসারে চুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে চুক্তির অত্যাবশকীয় উপাদান সম্পর্কে যদি উভয় পক্ষের ভুল হয়, তাহলে চুক্তিটি প্রথম থেকেই নিষ্ফল হয়। এক্ষেত্রে কোন এক পক্ষের ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি বলবৎ করানো যায় না।

২.২৩ বিভিন্ন প্রকারের চুক্তি ও সম্মতি

চুক্তির মূল চারিত্রিক উপাদান হল এর বৈধতা। অর্থাৎ চুক্তি যদি কোন ভাবেই আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে চুক্তির মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। সুতরাং আইনের চোখে ও সমাজের চুক্তির গ্রহণ যোগ্যতা বিষয়ে আমাদের সকলেরই খুব স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। এখন আমরা জানবো একটি চুক্তি কখন, কীভাবে বৈধ হয়। কীভাবে একটি চুক্তি তার বৈধতা হারিয়ে বাতিল চুক্তিতে পরিণত হয়। বাতিল চুক্তি আবার আইন দ্বারা বলবৎ-যোগ্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তি না থাকলেও চুক্তির মতো দায় সৃষ্টি হয়। এগুলিকে উপচুক্তি বলে। আবার কখনো কখনো ভবিষ্যত এবং অনিশ্চিত কোন ঘটনা সম্পাদনের ওপর চুক্তি সম্পাদিত হয়। ভবিষ্যতে ঐ অনিশ্চিত ঘটনা ঘটলেই চুক্তি বলবৎযোগ্য হয়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছানুসারে চুক্তির বৈধতা নির্ভর করে। একে বাতিলযোগ্য সম্মতি বলে। এই একক ভালো পাঠ করলে আমরা চুক্তি কখন, কীভাবে তার বৈধতা হারায়, চুক্তি না থাকলেও কী ভাবে চুক্তির মত দায় জন্মায় ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারব।

২.২৩.১ বৈধ চুক্তি (Valid Contract)

যে চুক্তির মধ্যে বৈধ চুক্তির সবকটি অপরিহার্য উপাদান আছে সেটি আইন দ্বারা বলবৎ করা যায়। আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য এই ধরনের চুক্তিকে বৈধ চুক্তি বলে।

২.২৩.২ নিষ্ফল চুক্তি (Void Contract)

যে চুক্তি গঠনের সময় বৈধ ছিল, কিন্তু চুক্তি গঠনের পরবর্তীকালে বিশেষ কোনো কারণে আইন দ্বারা আর বলবৎযোগ্য থাকে না, তাকে নিষ্ফল চুক্তি বলে।

২.২৩.৩ নিষ্ফল সম্মতি (Void Agreement)

যে সম্মতি আইন দ্বারা প্রবর্তনীয় নয়, তাকে বাতিল সম্মতি বলা হয়।—[2(g) ধারা]। বাতিল সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল (Void ab-initio)। নিষ্ফল সম্মতির দ্বারা আইনগত কোন সম্পর্ক তৈরি হয় না। সুতরাং, বাতিল সম্মতির দ্বারা কোন আইনগত অধিকার বা দায় সৃষ্টি হয় না। ভারতীয় চুক্তি আইনের 10 ধারায় যে সমস্ত শর্ত দেওয়া আছে, সেগুলি মেনে যে সম্মতি গঠিত হয়, সেগুলিই কেবল মাত্র আইন দ্বারা প্রবর্তন কার যায়। চুক্তি আইনে নির্দিষ্ট কিছু কিছু সম্মতিকে বাতিল বলে উল্লেখ করা আছে।

২.২৩.৪ বাতিলযোগ্য সম্মতি (Voidable Agreement)

চুক্তির কোন এক পক্ষের সম্মতি পরিহার করার সুবিধা থাকলে এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে যদি সম্মতিটি প্রবর্তনীয় হয়, তবে তা হবে বাতিলযোগ্য সম্মতি।

বলপ্রয়োগ, অন্যায় প্রভাব, মিথ্য বর্ণনা প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত করে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে সম্মতি আদায় করা হলে ক্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছানুসারে সম্মতিটি প্রবর্তনীয় হবে।

যেমন—'ক' বলপ্রয়োগ করে 'খ'কে তাঁর বাড়ি বিক্রয় করার জন্য চুক্তি করল। এক্ষেত্রে 'খ' এর ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি প্রবর্তনীয় হবে। সুতরাং এটি বাতিলযোগ্য সম্মতি।

২.২৩.৫ অপরিবর্তনীয় বা অবলবৎযোগ্য সম্মতি (Unenforceable Agreement)

কোনো প্রয়োগগত ত্রুটির জন্য যখন কোনো সম্মতি আদালতে বলবৎযোগ্য করা যায় না। সেই সম্মতিকে অবলবৎযোগ্য সম্মতি বলে। প্রয়োগগত ত্রুটি বলতে বোঝায়—সম্মতির লিখিতকরণ, স্বাক্ষরিতকরণ, প্রত্যায়িতকরণ ও নিবন্ধিকরণ যেখানে বাধ্যতামূলক, সেক্ষেত্রে এরূপ প্রয়োগিক আনুষ্ঠানিকতা পূরণ না হওয়াকে চুক্তির প্রয়োগিক ত্রুটি বলে। এইপ্রকার বলবৎ অযোগ্যতার জন্য ওই ধরনের চুক্তি আদালতে মামলা যোগ্য হয় না।

২.২৩.৬ অবৈধ সম্মতি (Illegal Agreement)

দেশে প্রচলিত আইনবিরুদ্ধ কোনো কাজের মাধ্যমে কোনো সম্মতি সম্পাদিত হলে, সেই সম্মতি অবৈধ বলে ধরা হয়। সব অবৈধ সম্মতি বাতিল হয়, কিন্তু সব বাতিল সম্মতি অবৈধ হয় না।

২.২৩.৭ বাতিল সম্মতি ও অবৈধ সম্মতির মধ্যে পার্থক্য

বাতিল সম্মতি (Void Agreement)	অবৈধ সম্মতি (Illegal Agreement)
১. বাতিল সম্মতি আদালতে বলবৎযোগ্য হয় না।	১. অবৈধ সম্মতি ভারতে প্রচলিত আইন বিরুদ্ধ হয়।
২. সবসময় অবৈধ নয়।	২. সম্পূর্ণ রূপে বাতিল বলে গণ্য হয়।
৩. মূল সম্মতি বাতিল হলেও, ওই সম্মতির আনুষঙ্গিক বা সমান্তরাল অন্যান্য সম্মতি বৈধ হতে পারে।	৩. যে সম্মতি অবৈধ, তার আনুষঙ্গিক বা সমান্তরাল সম্মতিও বাতিল বলে গণ্য হয়।
৪. একটি বৈধ সম্মতি পরবর্তীকালে বাতিল হয়ে যেতে পারে।	৪. অবৈধ সম্মতি শুরুতেই বাতিল বলে গণ্য হয়।
৫. পক্ষসমূহের কোনো শাস্তির বিধান নেই।	৫. পক্ষসমূহের শাস্তির বিধান আছে।

২.২৪ নিস্ফল সম্মতি ও নিস্ফল চুক্তির পার্থক্য

নিম্নে নিষ্ফল সম্মতি ও নিষ্ফল চুক্তির পার্থক্য আলোচনা করা হল :

পার্থক্যের বিষয়—	নিষ্ফল সম্মতি	নিষ্ফল চুক্তি
সংজ্ঞা—	১) যে সম্মতি আইন দ্বারা প্রবর্তনীয় নয় এবং যার দ্বারা আইনগত কোন সম্পর্ক তৈরি হয় না, তাকে নিষ্ফল সম্মতি বলে।	১) যে চুক্তি গঠনের সময় বৈধ থাকে, কিন্তু পরবর্তীকালে এক বা একাধিক কারণে চুক্তিটি অপ্রবর্তনীয় হয়ে পড়লে তাকে নিষ্ফল চুক্তি বলে।
বৈশিষ্ট্য—	২) সম্মতিটি প্রথম থেকেই নিষ্ফল (Void ab-initio)।	২) কোন চুক্তি যা কোন এক সময় প্রবর্তনীয় ছিল পরবর্তীকালে আইনের পরিবর্তন বা অন্য কোন কারণে আর প্রবর্তনযোগ্য থাকে না, তাকে নিষ্ফল চুক্তি বলে।
বৈধতা—	৩) নিষ্ফল সম্মতি কখনো কোনভাবেই বৈধ নয়।	৩) চুক্তি যতক্ষণ না অপ্রবর্তনীয় হচ্ছে (নিষ্ফল) ততক্ষণ তা বৈধ থাকে।

বাতিল/নিষ্ফল সম্মতি (Void Agreements)

কোন কোন সম্মতি প্রতিদানের অভাব, চুক্তি করার অযোগ্যতার কারণে, বা ভুলের জন্য নিষ্ফল হয়ে থাকে। এই ধরনের সম্মতির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল :

১. চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা গঠিত সম্মতি (11 ধারা)।
২. চুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে বিষয়-বস্তু সম্পর্কে উভয় পক্ষের ভুল (20 ধারা)।
৩. অবৈধ প্রতিদান দ্বারা গঠিত সম্মতি (23 ধারা)।
৪. সম্মতির বিষয়বস্তু যদি আংশিক অবৈধ হয় (24 ধারা)।
৫. প্রতিদান ছাড়া সম্মতি (25 ধারা)।

চুক্তির আবশ্যকি উপাদান হিসাবে বলা আছে যে, কোন চুক্তি যেন সরাসরি বাতিল বলে ঘোষিত না হয়। সরাসরি বাতিল বলে ঘোষিত সম্মতি বৈধ চুক্তির উপাদান হতে পারে না। এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কোন্ সম্মতিগুলি সরাসরি বাতিল বলে ঘোষিত। ভারতীয় চুক্তি আইন অনুসারে সরাসরি বাতিল বলে ঘোষিত সম্মতিগুলি নীচে বলা হল।

৬. বিবাহ প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী সম্মতি (26 ধারা)।
৭. বাণিজ্য-প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী সম্মতি (27 ধারা)।
৮. মামলার প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী সম্মতি (28 ধারা)।
৯. অনিশ্চিত সম্মতি (29 ধারা)।
১০. বাজি ধরার সম্মতি (30 ধারা)।
১১. অসম্ভব ঘটনা সম্পাদনের সম্মতি (56 ধারা)।

উপরে বর্ণিত (১-৮) নং সম্মতিগুলি এখানে আগের কয়েকটি এককে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককে অন্যান্য সম্মতিগুলি আলোচনা করা হল।

৯. **অনিশ্চিত সম্মতি** (Uncertain Agreement)—"যে সম্মতির অর্থ সুস্পষ্ট নয়, অথবা, যে সম্মতি সম্পাদনের কোন নিশ্চয়তা নেই, তা অনিশ্চিত সম্মতি।"—29 ধারা। বৈধ সম্মতির ক্ষেত্রে আইন সম্মতির উভয়পক্ষের অধিকারের প্রকৃতি ও পরিধি এবং দায়-দায়িত্ব নিশ্চিত করে।

উদাহরণ :

◎ 'ক' তার বন্ধু 'খ'কে ষাট কেজি চাল বিক্রি করতে সম্মত হয়। এক্ষেত্রে 'ক' কী ধরনের চাল বিক্রি করতে চায় তার কথা সম্মতিতে উল্লেখ ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই সম্মতিটির বিষয়বস্তু অনিশ্চিত। তাই, এটি একটি অনিশ্চিত সম্মতি।

◎ একজন বিক্রেতা একটি আসবাব খুব সামান্য দামে ক্রেতাকে বিক্রি করতে সম্মত হয়। এক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট নয়। দাম সম্পর্কে অনিশ্চয়তার জন্য সম্মতিটি অনিশ্চিত সম্মতি রূপে গণ্য হবে।

১০. **বাজি ধরার সম্মতি** (Agreements by way of Wager)—"বাজি ধরার সম্মতি বাতিল সম্মতি এবং বাজির অর্থ পাবার জন্য মামলা করা যায় না।"—30 ধারা।

বাজি ধরার সম্মতি অনিশ্চিত ঘটনা সম্পাদনের উপর নির্ভর করে। যেমন—ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভবিষ্যতে সম্পাদিত কোন ক্রিকেট ম্যাচের ফলাফল নিয়ে বাজি ধরার সম্মতি বাতিল সম্মতি। কারণ, ঐ ম্যাচের ফলাফল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। যে কোন দেশ এই খেলায় জিততে পারে। তাই খেলার ফলাফল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এই অনিশ্চিত ঘটনার উপর বাজি ধরলে সেটি বাতিল সম্মতি হিসাবে গণ্য হবে। [Hampden Vs. Walsh, (1876)]।

১১. **অসম্ভব ঘটনা সম্পাদনের সম্মতি** (Agreements for Impossible Events)—"কোন অসম্ভব ঘটনা সম্পাদনের উপর কোন কিছু করা বা কোন কিছু না করার সম্মতি নিষ্ফল সম্মতি।"—56 ধারা।

উদাহরণ : ◎ 'ক' যদি লাফিয়ে চাঁদ স্পর্শ করতে পারে 'খ' তাকে 5000 টাকা দিতে সম্মত হয়। লাফিয়ে চাঁদে স্পর্শ করা অসম্ভব ঘটনা। সুতরাং এই সম্মতি নিষ্ফল সম্মতি।

◎ A যদি নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে B তাকে 5000 টাকা দিতে সম্মত হয়। কোন মানুষের পক্ষেই জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়ষ, এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং নিষ্ফল সম্মতি।

২.২৫ উপ-চুক্তি (Quasi Contract)

অনেক সময় দেখা যায় যে, পক্ষগণের মধ্যে সাধারণ রীতি অনুসারে, কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নি; যেমন, প্রস্তাব উত্থান বা প্রস্তাব দেওয়া, প্রস্তাব গ্রহণ, সম্মতি বা প্রতিশ্রুতি না থাকা সত্ত্বেও দুই পক্ষের আচরণ দ্বারা চুক্তির মতোই দায় সৃষ্টি হয়। এইরকম ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদিত হলে পক্ষদের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন হতো, সেই শর্তই আরোপ করা হবে। এইরূপ চুক্তিকে উপচুক্তি (Quasi Contract) বলে। ভারতীয় চুক্তি আইনের 68-72 ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত চুক্তিকে উপচুক্তি বলা হয়। এগুলি আসলে কোন চুক্তিই নয়, অথচ চুক্তির মতোই আইনত গ্রাহ্য হবে।

২.২৫.১ অক্ষম ব্যক্তিকে জীবনধারনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ

চুক্তিতে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম এমন কোন ব্যক্তি অথবা আইনত যাকে তিনি প্রতিপালন করতে বাধ্য থাকেন, তাকে যদি অন্য কোন ব্যক্তি জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সরবরাহ করেন, তা হলে যে ব্যক্তি ঐ দ্রব্য সরবরাহ করলেন, তিনি ঐ চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম ব্যক্তির সম্পত্তি হতে তাঁর পাওনা পাবেন।—68 ধারা।

উদাহরণ : 'A' 'B' নামক একজন উন্মাদ ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুসারে জীবন ধারনের জন্য অত্যাবশকীয় পণ্য সরবরাহ করে। এক্ষেত্রে 'B' এর সম্মতি থেকে 'A' এই দ্রব্যের মূল্য পাওয়ার অধিকারী হবেন। একইভাবে নাবালককে জমি উদ্ধারের মামলার জন্য প্রদেয় অর্থ, পরে আদায়যোগ্য। [Watking Vs. Dhunnoo Baboo (1881)]।

২.২৫.২ ঋণপরিশোধজনিত টাকা ফেরত

এক ব্যক্তি যে টাকা প্রদান করতে আইনত বাধ্য, তিনি টাকা প্রদান না করলে যে ব্যক্তির স্বার্থ ঐ কারণে ক্ষুণ্ণ হতে পারে, তিনি ঐ টাকা প্রদান করলে প্রথম ব্যক্তির থেকে ঐ টাকা পাওয়ার অধিকারী। —69 ধারা। যেমন বাড়ির মালিক পৌরকর দিতে বাধ্য, তার জায়গায় ভাড়াটে কর দিলে ভাড়াটে সেই টাকা মালিকের থেকে আদায় করতে পারবে।

উদাহরণ : 'A' এর দেয় বকেয়া রাজস্ব মেটানোর জন্য ভুলবশত 'B' কএর পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। পণ্য বাঁচানোর জন্য 'B' রাজস্ব মিটিয়ে দেয়। 'B' এখন 'A' এর থেকে টাকা পাওয়ার অধিকারী। [Tulsa Kunwar Vs. Jageshor Prasad]

২.২৫.৩ একতরফা উপকারের টাকা দেওয়া

যদি এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জন্য আইনত কিছু করেন অথবা স্বার্থত্যাগ না করে কোন ব্যক্তিকে যদি কোন দ্রব্য সরবরাহ করে এবং অপর ব্যক্তি যদি তার সুবিধাভোগ করেন, তাহলে সুবিধাভোগ করার জন্য প্রথম ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। ঐ সুবিধা, দ্রব্য ও উপকার গ্রহণের জন্য অথবা পন্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।—70 ধারা।

উদাহরণ : 'A' একজন ব্যবসায়ী, ভুলক্রমে 'B' এর গৃহে কিছু দ্রব্য রেখে যায় এবং 'B' তা ব্যবহার করে। 'B' ঐ দ্রব্যের মূল্য প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

২.২৫.৪ প্রাপ্তবয়স্ক হেফাজতকারী

যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দ্রব্য পেয়ে নিজের হেফাজতে রেখে দেন, তাহলে তিনি গচ্ছিত গ্রহীতার (Bailee) সকল দায় পালনে বাধ্য থাকবেন। —71 ধারা।

২.২৫.৫ ভুলবশত বা বল প্রয়োগ দ্বারা প্রদত্ত অর্থ

ভুলবশত বা বল প্রয়োগ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে টাকা বা কোন বস্তু প্রদান করা হলে যে ব্যক্তি অর্থ বা বস্তু পেয়েছেন, তিনি সেই টাকা বা বস্তু দিতে বাধ্য থাকবেন। —72 ধারা।

উদাহরণ : 'A' এবং 'B' একসঙ্গে 'C' এর কাছ থেকে 1000 টাকা ধার করে। 'A' একাই ঐ 1000 টাকা 'C' কে প্রদান করে। পরে 'B' না জেনে 'C' কে আবার 1000 টাকা প্রদান করে। 'C' এখন 'B' কে ঐ 1000 টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

২.২৬ ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তি (Contingent Contract)

২.২৬.১ সংজ্ঞা

ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তি বলতে এমন চুক্তিকে বোঝায় যেখানে কোন আনুষঙ্গিক ঘটনা সংঘটিত হলে বা না হলে, মূল চুক্তিটির কোন কাজ সম্পাদন করা বা না করা বোঝায় তাকে ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তি বলে। —31 ধারা।

উদাহরণ : 'রাম' এবং 'শ্যাম' এর মধ্যে চুক্তি হলো 'শ্যাম' এর বাড়ি পুড়ে গেলে 'রাম' তাকে 10,000 টাকা দেবে। ইহা ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তির উদাহরণ।

আনুষঙ্গিক ঘটনা : আনুষঙ্গিক ঘটনা বলতে চুক্তির দ্বারা প্রতিশ্রুত কোন কাজ বা প্রতিদান ছাড়া অন্য ঘটনাকে বোঝায়। আনুষঙ্গিক কথাটির অর্থ হল সহায়ক বা সংশ্লিষ্ট। নিম্নে বর্ণিত চুক্তিটি ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তি নয়।

উদাহরণ : 'ক' যদি 'খ'কে বিবাহ করে তবে 'গ' তাকে 5,000 টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করে। এখানে 'খ'কে বিবাহ করার পরে অঙ্গীকার প্রযুক্ত হয়। কিন্তু 'খ' মারা গেলে চুক্তি বাতিল হবে। 'ক' 'খ'কে বিয়ে না করে অন্য কাউকে বিয়ে করলে, এটি অসম্ভব হবে ও চুক্তি বলবৎ হবে না। একইভাবে ওপরে বর্ণিত উদাহরণে শ্যামের বাড়ি পুড়ে গেলে 'রাম' তাকে 10,000 টাকা প্রদান করবে, সুতরাং এটা ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তি। কারণ 'শ্যাম' এর বাড়ি পুড়ে যাওয়া আনুষঙ্গিক ঘটনা।

২.২৬.২ ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তির বৈশিষ্ট্য

ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তির বৈশিষ্ট্য দু'টি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(১) চুক্তির সম্পাদনা কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার ওপর নির্ভর করে। এবং

(২) ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তি যে ঘটনার উপর নির্ভর করে তা অনিশ্চিত। ঘটনা ঘটা যদি অবশ্যম্ভাবী হয় তাহলে চুক্তি সম্পাদিত হবেই। সুতরাং ইহা ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তি নয়।

২.২৬.৩ ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তির নিয়মাবলী

ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তির নিয়মাবলীগুলি নিম্নরূপ—

(১) **অনিশ্চিত ভবিষ্যত ঘটনা হওয়া**—কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যত ঘটনার উপরে চুক্তি নির্ভর করে। যতদিন পর্যন্ত ঐ ঘটনা সংঘটিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সেই চুক্তি আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না। কিন্তু ঘটনা যদি অসম্ভব হয় তা হলে চুক্তিটি নিষ্ফল হবে। —32 ধারা।

উদাহরণ : যদি 'A' এর জীবনদশায় 'B' এর মৃত্যু ঘটে তবে 'A' 'C' এর ঘোড়াটি ক্রয় করবে। এই মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয়। 'A' এর জীবনদশায় 'B' এর মৃত্যু না হলে এই চুক্তি বলবৎ করা যায় না।

(২) **অনিশ্চিত ভবিষ্যত ঘটনা না হওয়া**—কোন ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে না এই মর্মে, চুক্তিবদ্ধ হলে যখন ঐ ঘটনা অসম্ভবে পরিণত হয় তখনই চুক্তিটি প্রবর্তনীয় হবে, তার পূর্বে নয়। —33 ধারা।

উদাহরণ : কোন নির্দিষ্ট একটি জাহাজ যদি সমুদ্র থেকে প্রত্যাবর্তন না করে তবে 'A' নামক ব্যক্তি 'B' নামক ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানে সম্মত হয়। জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যায়। সুতরাং জাহাজের প্রত্যাবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই চুক্তিটি প্রবর্তনীয়।

(৩) **নির্দিষ্ট সময়ের ফল**—কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে কী কাজ করবে তার ওপর যদি চুক্তি নির্ভর করে তাহলে যদি ঐ ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ঐ কাজ অসম্ভবে পরিণত হয়, বা অন্য কোন ঘটনার সাপেক্ষে হয় তাহলে পূর্বের কাজ অসম্ভব বলে গণ্য হবে। —34 ধারা।

উদাহরণ : 'B' যদি 'C' কে বিবাহ করে 'A' তবে 'B' কে কিছু অর্থ দিতে সম্মত হয়। 'B' 'D' কে বিবাহ করে। ফলত 'B' এবং 'C' এর বিবাহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমন হতে পারে 'D' এর মৃত্যু হলে 'B' 'C' কে বিবাহ করতে পারে।

(৪) **নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগঠন**—যে চুক্তির কোন অনিশ্চিত ঘটনা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সংগঠন সাপেক্ষ তা নিষ্ফল হবে। যদি ঐ ঘটনা নির্দিষ্ট কাল শেষে সংগঠিত না হয় বা তার পূর্বে অসম্ভবে পরিণত হয়।

(৫) **অসম্ভাব্যতা**—কোন অসম্ভব কাজ করা বা না করার জন্য যখন চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহলে চুক্তির সময়ে উভয় পক্ষ এর অসম্ভব্যতা সম্পর্কে অবহিত থাকুক বা না থাকুক চুক্তি নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : 'B' যদি 'C' এর কন্যা 'D' কে বিবাহ করে তবে 'C' 'B' কে 1,000 টাকা নগদ পুরস্কার দিবে। এই চুক্তির সময়ে 'C' জীবিত ছিল না। তাই এই চুক্তি নিষ্ফল হবে।

২.২৭ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারলাম—

- কারা কারা চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন;
- নাবালক কীভাবে চুক্তি গঠনে অংশ গ্রহণ করে।
- প্রস্তাব ও স্বীকৃতির সংজ্ঞা;
- উদ্দেশ্য প্রতিদানের আংশিক বৈধতা।
- সায় (Consent)-এর ধাবণা;
- স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সায়ের ধারণা;
- যে চুক্তির মধ্যে বৈধ চুক্তির সবক'টি অপরিহার্য উপাদান বর্তমান তাকে বৈধ চুক্তি বলে।

২.২৮ অনুশীলনী

(ক) এম সি কিউ প্রশ্ন ---

১. (ক) Indian Majority Act প্রণয়ন করা হয় ---

(ক) 1870

(খ) 1872

(গ) 1874

(ঘ) 1875

উত্তর : (ঘ)

২. কোনো ব্যক্তিকে সাবালক বলে গণ্য করা হয় যখন তার বয়স হয় ---

(ক) 14 বছর

(খ) 16 বছর

(গ) 18 বছর

(ঘ) 20 বছর

উত্তর : (গ)

৩. যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে মানসিক ভারসাম্যহীন এবং কোনো রকম বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা নেই তাকে বলা হয় ---

(ক) জড়বুদ্ধি

(খ) বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি

(গ) নাবালক

(ঘ) মাতাল

উত্তর : (ক)

৪. যে ব্যক্তি মাদক দ্রব্য দ্বারা ভীষণভাবে আসক্ত, তাকে বলে ---

(ক) মাতাল

(খ) নাবালক

(গ) জড়বুদ্ধি

(ঘ) বিদেশী শত্রু

উত্তর : (ক)

৫.চুক্তি গঠনের সময় যদি ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবর্ণনা দেওয়া হয় তবে তাকে বলে ---

(ক) প্রতারণা

(খ) অনুচিত প্রভাব

(গ) বলপ্রয়োগ

(ঘ) অবরোধ

উত্তর : (ক)

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

(১) চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা বলতে কী বোঝেন?

(২) প্রস্তাব ও স্বীকৃতির সংজ্ঞা দিন।

(৩) প্রস্তাব ও স্বীকৃতির একটি করে উদাহরণ দিন।

(৪) ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রস্তাব বলতে কী বোঝায়?

(৫) শর্তাধীন প্রস্তাবের একটি উদাহরণ দিন।

(৬) মানসিক স্বীকৃতির সংজ্ঞা দিন।

(৭) স্বীকৃতি জ্ঞাপন কখন সম্পূর্ণ হয়?

(৮) প্রস্তাব প্রত্যাহারের যে কোন উপায়ের কথা উল্লেখ করুন।

(৯) প্রতিদানের সংজ্ঞা দিন। প্রতিদানের দু'টি উদাহরণ দিন।

(১০) প্রতিদান কত রকমের হয়?

(১১) অতীত প্রতিদানের একটি উদাহরণ দিন।

(১২) প্রতিদান ব্যতিরেকে চুক্তি হয় এমন একটি উদাহরণ দিন।

(১৩) চুক্তি বহির্ভূত ব্যক্তি বলতে কী বোঝেন?

(১৪) উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা বলতে কী বোঝেন?

(১৫) সায়ের সংজ্ঞা দিন।

(১৬) স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়ের সংজ্ঞা দিন।

(১৭) কোন্ কোন্ উপাদান বর্তমান থাকলে সায় স্বেচ্ছাপ্রদত্ত হয় না?

(১৮) বলপ্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারণা, মিথ্যাবর্ণনা ও ভুলের একটি করে উদাহরণ দিন।

(১৯) বলপূর্বক অবরোধ ও বলপ্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

(২০) বৈধ চুক্তি ও নিষ্ফল চুক্তির সংজ্ঞা দিন।

(২১) নিষ্ফল সম্মতি ও নিষ্ফলযোগ্য সম্মতির সংজ্ঞা দিন।

(২২) বাজি ধরার সম্মতি কী ধরনের সম্মতি?

(২৩) উপচুক্তি বলতে কী বোঝেন? ইহার একটি উদাহরণ দিন।

(২৪) ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তির উদাহরণ দিন।

(২৫) ঘটনাপেক্ষ চুক্তির একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(গ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) চুক্তি সম্পাদনের অক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(২) টীকা লিখুন—

(ক) নাবালকের সম্মতি; (খ) বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি; (গ) জড়বুদ্ধি; (ঘ) অযোগ্য ব্যক্তি।

(৩) প্রস্তাব জ্ঞাপনের পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করুন।

(৪) বৈধ প্রস্তাবের নিয়মাবলীগুলি কী কী?

(৫) বৈধ স্বীকৃতির নিয়মাবলীগুলি কী কী?

(৬) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রস্তাব ও স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হয়েছে বলা হয়?

(৭) বৈধ প্রতিদানের নিয়মাবলীগুলি বর্ণনা করুন।

(৮) "প্রতিদান নাই, চুক্তিও নাই"—নিয়মের ব্যতিক্রম সমূহ উল্লেখ করুন।

(৯) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে চুক্তি বহির্ভূত ব্যক্তি চুক্তি মূলে নালিশ করতে পারেন?

(১০) উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা বলতে কী বোঝেন? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা ক্ষুণ্ণ হয়, উদাহরণ সহযোগে বর্ণনা করুন।

(১১) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়ের অনুপস্থিতিতে চুক্তি গঠনে বাধার সৃষ্টি হয় আলোচনা করুন।

(১২) আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন দ্বারা গঠিত চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(১৩) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নীরবতাকে প্রতারণা বলে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে আপনার মতামত লিখুন।

(১৪) মিথ্যাবর্ণনা ও প্রতারণার মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

(১৫) ভুল কত রকমের? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(১৬) বাতিল সম্মতি ও নিষ্ফল চুক্তির সংজ্ঞা দিন। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।

(১৭) বাতিল সম্মতিগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

(১৮) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আইনানুসারে উপচুক্তির সৃষ্টি হয় তা বর্ণনা করুন।

(১৯) ঘটনাপেক্ষ চুক্তি কী? ইহার নিয়মাবলীগুলি লিখুন।

একক ৩ ❑ ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-III (Indian Contract Act, 1872-III)

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ চুক্তি পালনের সংজ্ঞা

৩.৩.১ চুক্তি পালনের প্রস্তাব

৩.৩.২ চুক্তি পালন প্রস্তাবের আবশ্যকীয় শর্তসমূহ

৩.৩.৩ কে চুক্তি পালন করবেন?

৩.৪ পরস্পর প্রতিশ্রুতি

৩.৪.১ পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়মাবলী

৩.৫ প্রতিশ্রুতি পালনের স্থান ও সময়

৩.৫.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন;

৩.৫.২ কোন কোন চুক্তি পালন করার প্রয়োজন নেই;

৩.৬ চুক্তি ভঙ্গ

৩.৬.১ চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার

৩.৬.২ খেসারতের প্রকারভেদ

৩.৭ চুক্তির পরিসমাপ্তি

৩.৭.১ উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতি

৩.৭.২ উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার পরিণাম

৩.৮ ক্ষতিপূরণের চুক্তি

৩.৮.১ ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার অধিকার

৩.৮.২ ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দাতার অধিকার

৩.৮.৩ ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দাতার দায়

৩.৯ জামিনের চুক্তি

৩.৯.১ জামিন চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান

৩.৯.২ জামিনের প্রকারভেদ

৩.৯.৩ অবিরাম জামিন প্রত্যাহার

৩.৯.৪ জামিনদারের দায়ের সীমা

৩.৯.৫ জামিনদারের দায়মুক্তি

৩.৯.৬ ক্ষতিপূরণের চুক্তি ও জামিনের চুক্তির পার্থক্য

৩.৯.৭ জামিনদারের অধিকার

৩.১০ গচ্ছিত প্রদানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

৩.১১ গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি
৩.১২ বন্ধক
 ৩.১২.১ বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতার অধিকার
৩.১৩ প্রতিনিধিত্ব
 ৩.১৩.১ প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টির পদ্ধতি
 ৩.১৩.২ মুখ্য ব্যক্তি, প্রতিনিধি ও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক
 ৩.১৩.৩ প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি
৩.১৪ সারাংশ
৩.১৫ অনুশীলনী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আমরা চুক্তি আইনের নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করব—

- চুক্তি পালন বলতে কী বোঝায়;
- কে বা কারা চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন;
- পরস্পর প্রতিশ্রুতির ধারনা ও তা পালনের নিয়মাবলী;
- প্রতিশ্রুতি পালনে স্থান ও সময়ের ভুমিকা;
- কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তি পালনের প্রয়োজন হয় না;
- চুক্তিভঙ্গ কী, ইহার প্রকারভেদ, ইহার প্রতিকার;
- জামিন চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সমূহ;
- জামিন কত রকমের হয় এবং জামিন কীভাবে প্রত্যাহার করা যায়;
- গচ্ছিত প্রদান কী?
- প্রতিনিধিত্ব কীভাবে সৃষ্টি হয়;
- প্রতিনিধির সঙ্গে তৃতীয় পক্ষের সম্পর্ক কী;
- প্রতিনিধিত্বের শেষ হয় কীভাবে।

৩.২ প্রস্তাবনা

চুক্তির ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা যখন তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেন, তখন বলা হয় চুক্তি পালন করা হয়েছে। চুক্তি পালনের সময় অবশ্যই চুক্তি পালনের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী মানতে হবে। অন্যথায় বলা হবে চুক্তি পালন অবৈধ। চুক্তির কোন এক পক্ষ চুক্তি পালনে অসমর্থ হলে বা চুক্তি পালনে ব্যর্থ হলে বলা হয় চুক্তিভঙ্গ হল। চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার ক্ষতির আর্থিক মূল্য খেসারত হিসাবে পাওয়ার অধিকারী। আদালত নির্দিষ্ট উপায়ে এই খেসারতের পরিমান নির্ধারণ

করেন। চুক্তির অন্তর্গত পক্ষসমূহের মধ্যে যখন আইনগত সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, তখন বলা হয় চুক্তির পরিসমাপ্তি হল। বিভিন্ন উপায়ে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে, যেমন — চুক্তি পালন, চুক্তির সকল পক্ষের সম্মতি দ্বারা, চুক্তির নবীকরণ দ্বারা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা। ভবিষ্যতে কোন কারণে চুক্তি পালন অসম্ভব হয়ে পড়লে তাকে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা বলে।

৩.৩ চুক্তি পালনের সংজ্ঞা

চুক্তির দ্বারা আইনগত দায় সৃষ্টি হয়। চুক্তিভঙ্গ পক্ষেরা উল্লিখিত সময় ও পদ্ধতি মেনে যখন নিজ নিজ দায় পালন করেন তখন বলা হয় চুক্তি পালন হল। চুক্তি আইনের 37 ধারায় (প্রথম অনুচ্ছেদে) বলা হয়েছে, "যে সকল ক্ষেত্রে এই আইন বা অন্য কোন আইনের বিধান অনুসারে প্রতিশ্রুতি পালনের দায় হতে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, সে সব ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহ নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন করবেন অথবা পালন করার প্রস্তাব করবেন।"

৩.৩.১ চুক্তি পালনের প্রস্তাব

চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতা অনেক সময় সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে চুক্তি পালনের প্রস্তাব দিয়ে থাকেন। চুক্তি পালনের এই ধরনের প্রস্তাবকে দাখিল (tender) বলা হয়। যে ক্ষেত্রে এই রকম প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতাকে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না। এমনকি চুক্তি ক্ষেত্রে তাঁর যা অধিকার ছিল তা পূর্বের ন্যায় বর্তমান থাকে। বরঞ্চ প্রতিশ্রুতিদাতা প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনতে পারেন। চুক্তি পালনের প্রস্তাব আসলে চুক্তিরই প্রয়াস। —38 ধারা।

৩.৩.২ চুক্তি পালন প্রস্তাবের আবশ্যকীয় শর্তসমূহ

নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পালিত হলে বলা হয় দাখিল বিধিসম্মত হয়েছে;

(১) চুক্তি পালনের প্রস্তাব শর্তহীন হবে। চুক্তি পালনের প্রস্তাব বা দাখিলের সঙ্গে কোন শর্ত আরোপ করা হলে দাখিল বিধিসম্মত হবে না।

উদাহরণ : একটি বাসের আরোহী 6 টাকা ভাড়ার জন্য একখানি 10 টাকার নোট দেন। একে বিধিসম্মত দাখিল বলে গণ্য করা হবে না। কারণ এর ফলে নোট গ্রহীতার উপর বাকি টাকা ফেরত দেবার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। [Bireswar V. The Emperor]

(২) চুক্তি পালনের প্রস্তাব যথাসময়ে ও যথাস্থানে করতে হবে। যথাসময়ে ও যথাস্থান বলতে কী বোঝাবে তা চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের অভিপ্রায় এবং চুক্তি আইনের 46-50 ধারা দিয়ে ঠিক হবে। নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে বা চুক্তির উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে যে স্থান স্থির হয়েছে, তাছাড়া অন্যকোন স্থানে চুক্তি পালনের প্রস্তাব করলে তা বিধিসম্মত হয় না।

(৩) কোন চুক্তির ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা থাকলে যে কোন একজন প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার নিকট প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব সকল প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার নিকট বৈধ প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে গণ্য হবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে সরবরাহকৃত দ্রব্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে কিনা তা অপর পক্ষকে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ দিতে হবে।

(৫) এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকেই চুক্তি পালনের প্রস্তাব করতে হবে যিনি তা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অন্য কোন ব্যক্তি চুক্তি পালনের প্রস্তাব করলে তা বিধিসম্মত হয় না।

(৬) কোন ব্যক্তি চুক্তি পালনের প্রস্তাব উত্থাপনের স্থানে ও সময়ে যে সমগ্র প্রতিশ্রুতি পালন করতে সমর্থ ও ইচ্ছুক তা নির্ধারণের জন্য, যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা হয়েছে, তাকে ন্যায্য সুযোগ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে আংশিক প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব বিধিসম্মত বলে গণ্য করা হবে না।

(৭) চুক্তি পালনের প্রস্তাব প্রকৃত আকারে ও প্রকৃত ব্যক্তিকেই (প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা বা তাঁর নিযুক্ত প্রতিনিধি) করতে হবে।

৩.৩.৩ কে চুক্তি পালন করবেন?

(১) **প্রতিশ্রুতি দাতা স্বয়ং** (Promisor himself) — যেক্ষেত্রে চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিদাতা নিজের চুক্তি পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা নিজে প্রতিশ্রুতি পালন করবেন —(40 ধারা)। যে সকল চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতার ব্যক্তিগত নিপুনতা (Personal Skill), রুচি বা দক্ষতা বা সুনামের প্রশ্ন জড়িত, সে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা নিজে প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য থাকবেন।

উদাহরণ : 'ক' নামক ব্যক্তি 'খ' নামক ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট তৈল চিত্র এঁকে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। এখানে 'ক' 'খ'কে ছবিটি এঁকে দিতে বাধ্য থাকবেন।

(২) **প্রতিনিধি** (Agent) — যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিপুনতা, রুচি বা সুনামের ব্যাপারে জড়িত সে সকল ক্ষেত্র ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা নিযুক্ত কোন প্রতিনিধি চুক্তি পালন করতে পারেন—(40 ধারা)।

(৩) **উত্তরাধিকারী বা আইনগত প্রতিনিধি** (Legal representatives) — যে চুক্তি পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিপুনতা, রুচি বা দক্ষতার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতি পালনের দায় শেষ হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী বা আইনগত প্রতিনিধিদের ওপর এই দায় বর্তায় না। ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় 'actio personalis persona'। এর অর্থ ব্যক্তিগত দায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু, যেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালনের সঙ্গে কোনরূপ ব্যক্তিগত নিপুনতা বা দক্ষতার প্রয়োজন লাগে না, সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির আইনগত প্রতিনিধিদের ওপর প্রতিশ্রুতি পালনের দায় বর্তাবে।

আইনগত প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্ব মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। [New India Motors (Pvt.) Ltd. V. Smt. S. P. Duggal, (1982)]

উদাহরণ : (ক) 'ক' কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট স্থানে 5,000 টাকার বিনিময়ে 'খ'কে নির্দিষ্ট একটি বস্তু দিতে প্রতিশ্রুত হয়। প্রতিশ্রুতি পালনের পূর্বেই 'ক'-এর মৃত্যু হয়। 'ক' এর বিধিগত প্রতিনিধিরা পূর্ব নির্ধারিত দিন ও পূর্বনির্ধারিত স্থানে ঐ নির্দিষ্ট বস্তু 'খ'কে সরবরাহ দিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যদিকে 'খ' 5,000 টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন।

(খ) 'ক' 'খ'কে একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি ছবি এঁকে দিতে প্রতিশ্রুত হয়। প্রতিশ্রুতি পালনের পূবে' 'ক' এর মৃত্যু ঘটল। এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালন 'ক' এর ব্যক্তিগত নিপুনতার সঙ্গে জড়িত। তাই 'ক' এর মৃত্যুর পর তাঁর বিধিগত প্রতিনিধিরা এই প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারবেন না।

(৪) **তৃতীয় পক্ষ** (Third Party) — প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা কোন তৃতীয় পক্ষের দ্বারা প্রতিশ্রুতি পালন স্বীকার করলে, পরে তিনি প্রতিশ্রুতি পালন বলবৎ করতে পারেন না (41 ধারা)।

(৫) **যৌথ প্রতিশ্রুতি দাতা** (Joint Promisor) — দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যুগ্মভাবে প্রতিশ্রুতি দিলে, তারা যুগ্মভাবে ঐ প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য থাকবেন, যদি না চুক্তিতে বিরুদ্ধ কোন মতের কোন উল্লেখ থাকে। যুগ্মভাবে যাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাদের কোন একজনের মৃত্যু হলে ঐ মৃত ব্যক্তির দায় তাঁর আইনগত প্রতিনিধিবর্গের ওপর বর্তাবে এবং মৃত ব্যক্তির ঐ প্রতিনিধিবর্গ জীবিত প্রতিশ্রুতি দাতা বা প্রতিশ্রুতিগণের সঙ্গে যুগ্মভাবে ঐ দায় পালনে আবদ্ধ হয়ে থাকেন। যেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতাদের মধ্যে কেউই আর জীবিত নেই, সেক্ষেত্রে তাঁদের আইনগত প্রতিনিধিবর্গের ওপর যুগ্মভাবে দায় বর্তাবে — (42 ধারা)।

৩.৪ পরস্পর প্রতিশ্রুতি

একজনের প্রতিদান সাপেক্ষে যখন অন্যজনের প্রতিদান সম্পাদিত হয়, তাকে 'পরস্পর প্রতিশ্রুতি' বলে — [2(f) ধারা]। যেমন—'খ' এর কিছু করা বা না করার প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে 'ক' যখন কিছু করা বা না করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন এই ধরনের প্রতিশ্রুতিকে পরস্পর প্রতিশ্রুতি বলে। Jones V. Barkley বিখ্যাত মোকদ্দমায় রায় দান কালে Lord Mansfield পরস্পর প্রতিশ্রুতিকে নিম্নলিখিত তিনভাগে শ্রেণীবিভাগ করেছেন :

(১) **পৃথক এবং স্বাধীন** (Mutual and independent) — এক্ষেত্রে প্রতিটি পক্ষ অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালনের উপর অপেক্ষা না করে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন।

উদাহরণ : কোন একটি বিক্রয় চুক্তিতে, 'ক' মাসের প্রথম পণ্যের মূল্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। 'খ' মাসের ১৫ তারিখে 'ক'কে পণ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন। এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগুলি পৃথক ও স্বাধীন।

(২) **শর্তাধীন ও নির্ভরশীল** (Conditional and dependent) — এক্ষেত্রে এক পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালন অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালনের উপর নির্ভরশীল। এক পক্ষ যদি প্রতিশ্রুতি পালন না করেন তাহলে অপর পক্ষ প্রতিশ্রুতি পালন করেন না।

উদাহরণ : 'ক' পঞ্চাশ (50) টাকা আগাম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে 'খ' 'ক' এর একখানি কাজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এক্ষেত্রে 'খ' আগাম অর্থ না পেয়ে 'ক' এর কাজ খানি করবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি শর্তাধীন ও নির্ভরশীল।

(৩) **পৃথক ও যুগপৎ** (Mutual and concurrent) — এক্ষেত্রে চুক্তির উভয়পক্ষ একই সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিশ্রুতি পালন করে থাকেন।

উদাহরণ : বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে নগদে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের পৃথক ও যুগপৎ প্রতিশ্রুতি পালিত হয়ে থাকে।

৩.৪.১ পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়মাবলী

চুক্তি আইনের 51 থেকে 54 ধারায় পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়মাবলীর উল্লেখ আছে। নিয়মাবলীগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(১) **পরস্পর প্রতিশ্রুতি যুগপৎ পালন** (Simultaneous performance of reciprocal promises) — 51 ধারা।

যে চুক্তির ক্ষেত্রে উভয় প্রতিশ্রুতি একই সঙ্গে পালন করতে হবে বলে চুক্তি সম্পাদিত হয় সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা তার প্রতিশ্রুতি পালনে সম্মত এবং প্রস্তুত না হলে, প্রতিশ্রুতিদাতার নিজের প্রতিশ্রুতি পালনের প্রয়োজন হয় না।

উদাহরণ : 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে 'ক' একটি নির্দিষ্ট বস্তু সরবরাহ করবে এবং 'খ' বস্তুটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার নির্দিষ্ট মূল্য প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে 'ক' এর ঐ নির্দিষ্ট বস্তু সরবরাহ করার প্রয়োজন হবে না যদি 'খ' ঐ নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট মূল্য দিতে সম্মত বা প্রস্তুত না হন। অথবা 'খ'-এর নির্দিষ্ট মূল্য করার প্রয়োজন নেই যদি 'ক' ঐ নির্দিষ্ট বস্তু সরবরাহে সম্মত বা প্রস্তুত থাকেন।

(২) **পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের পর্যায়ক্রমে** (Order of performance of reciprocal promises) — 52 ধারা।

যেক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিশ্রুতির কোন্‌টি আগে পালন করতে হবে, তার ক্রম (order) চুক্তিতে ব্যক্ত ভাবে উল্লেখ করা আছে, সেক্ষেত্রে ক্রমানুযায়ী প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। যেক্ষেত্রে এরূপ কোন ক্রম ব্যক্তভাবে উল্লেখ থাকে না, সেক্ষেত্রে লেনদেনের প্রকৃতি বিচার করে প্রতিশ্রুতি পালনের ক্রম নির্ণয় করা হয়।

উদাহরণ :

(i) 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে চুক্তি হয় যে, 'ক' 'খ'-র পছন্দমতো একটি অলংকার গড়ে দিলে 'খ' তাকে নির্দিষ্ট মূল্য প্রদান করবে। এক্ষেত্রে 'খ'-এর টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পালনের আগে 'ক'-র অলংকার গড়ার প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে।

(ii) 'ক' ও 'খ'-র মধ্যে চুক্তি হল যে, 'খ' নির্দিষ্ট মূল্যের কোন সম্পত্তি জমা (security) হিসাবে রাখলে 'ক' তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার দেবেন। 'খ' যদি ঐ নির্দিষ্ট মূল্যের সম্মত্তি জমা না রাখেন তাহলে 'ক'-র প্রতিশ্রুতি পালনের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে চুক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে 'খ' তার প্রতিশ্রুতি মত সম্পত্তি জমা রাখলে তবেই 'ক' নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার দেবেন।

(৩) **কোন এক পক্ষের কার্য দ্বারা অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালনে বাধা** (Effect of one party preventing another from performing promises) — 53 **ধারা**।

পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তির কোন এক পক্ষ অপরপক্ষকে প্রতিশ্রুতি পালনে বাধা দান করতে পারেন। এক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত পক্ষের ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি নিষ্ফলযোগ্য (Voidable) হবে। চুক্তি পালনে না হওয়ার জন্য বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে ক্ষতি হবে তা তিনি অপর পক্ষের থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবার অধিকারী।

উদাহরণ : 'ক' ও 'খ'-র মধ্যে চুক্তি হল যে 'ক' 500 টাকার বিনিময়ে 'খ'-র নির্দিষ্ট কিছু কাজ করে দেবেন। 'ক' ঐ কাজ করতে সম্মত ও প্রস্তুত। এমন অবস্থায় 'খ' 'ক'কে তার প্রতিশ্রুতি পালনে বাধা দান করেন। এক্ষেত্রে 'ক'-র ইচ্ছানুসারে, চুক্তিটি নিষ্ফলযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে চুক্তিটি পালিত না হওয়ার জন্য 'ক'-র ক্ষতি হল তাহা 'খ'-র কাছ থেকে পাবার অধিকারী।

(৪) **প্রথমে প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যর্থতার পরিণাম** (Effect of default as to promise to be performed first) — 54 **ধারা**।

যখন পরস্পর প্রতিশ্রুতির কোন চুক্তি এমনভাবে সম্পাদিত হয় যে এক পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালিত না হলে অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালন সম্ভব নয়, তখন অপর পক্ষ প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রতিশ্রুতি দাতা অপর পক্ষকে পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের দাবি করতে পারেন না। এবং প্রতিশ্রুতি পালন না করার জন্য অপর পক্ষের যে ক্ষতি হবে তাহা তিনি পূরণ করবেন।

উদাহরণ : 'ক' এর সঙ্গে মিষ্টির দোকানের মালিকের সঙ্গে চুক্তি হল তিনি 'ক'কে নির্দিষ্ট মূল্যে একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পরিমাণ মিষ্টি সরবরাহ করবেন। এদিকে 'ক' অন্য এক ব্যক্তির ('গ') সঙ্গে অনুষ্ঠান বাড়িতে মিষ্টি সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তি পালন করতে না পারলে নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের কথাও চুক্তির মধ্যে উল্লেখ করা হয়। ঘটনাক্রমে ঐ নির্দিষ্ট দিনে মিষ্টির দোকানের মালিক চুক্তিমত মিষ্টি সরবরাহ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে 'ক' চুক্তি পালনে ব্যর্থ হওয়ায় 'গ'কে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। 'ক' এই আর্থিক ক্ষতিপূরণ মিষ্টির দোকানের মালিকের থেকে পাবার অধিকারী।

(৫) **বৈধ ও অবৈধ কার্যের পরস্পর প্রতিশ্রুতি** (Legal and illegal performance of reciprocal promise) — 57 **ধারা**।

যদি পরস্পর চুক্তিতে বৈধ ও অবৈধ উভয় রকম কার্য করার প্রতিশ্রুতি থাকে তাহেল বৈধ কার্যের প্রতিশ্রুতি হল বলবৎ যোগ্য চুক্তি। কিন্তু, অবৈধ কার্যের প্রতিশ্রুতি নিষ্ফল সম্মতি হিসাবে গণ্য হবে।

৩.৫ প্রতিশ্রুতি পালনের স্থান ও সময়

কোন চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালনের সময় ও স্থান সাধারণত চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের দ্বারা নির্ধারিত হবে। চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালনের স্থান ও সময় সম্পর্কীয় সাধারণ নিয়মাবলী চুক্তি আইনের 46-50 ধারায় নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) যে সকল ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি-গ্রহীতার বিনা আবেদনে প্রতিশ্রুতি দাতাকে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হয়, এবং যে সকল ক্ষেত্রে চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি পালনের নির্দিষ্ট কোন সময় দেওয়া থাকে না, সেসব ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতাকে যুক্তি সঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। কোন চুক্তির ক্ষেত্রে 'যুক্তিসঙ্গত সময়' ঐ চুক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা তা স্থির করে— **46 ধারা**।

(২) যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার বিনা আবেদনে কোন নির্দিষ্ট দিনে প্রতিশ্রুতি পালন করতে রাজি হয়েছেন, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা ঐ নির্দিষ্ট দিনের স্বাভাবিক কাজ কর্মের সময়ের মধ্যে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিশ্রুতি পালন করবেন—**47 ধারা**।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট দিনে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে কিন্তু প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার বিনা আবেদনে প্রতিশ্রুতি দাতা প্রতিশ্রুতি পালনে রাজি হন নি, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতাকে উপযুক্ত স্থানে ও স্বাভাবিক কাজ কর্মের সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য আবেদন করতে হবে। উপযুক্ত স্থান ও সময় বলতে কী বোঝাবে, তা প্রতিটি ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করবে—**48 ধারা**।

(৪) যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার বিনা আবেদনে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে এবং প্রতিশ্রুতি পালনের কোন স্থান নির্ধারিত হয় নাই, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার নিকট যুক্তিসঙ্গত স্থান নির্ধারণের জন্য আবেদন করা এবং ঐ নির্ধারিত স্থানে প্রতিশ্রুতি পালন করা প্রতিশ্রুতি দাতার কর্তব্য— **49 ধারা**।

(৫) প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার ব্যবস্থা মতে বা অনুমোদনক্রমে যে কোন ভাবে বা যে কোন সময়ে চুক্তি পালন করা যেতে পারে—**50 ধারা**।

৩.৫.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন

অনেক সময় চুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে যে নির্দিষ্ট সময়ে বা তার পূর্বে চুক্তি পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে লেনদেনের স্বরূপ বিবেচনা করে আদালত স্থির করবেন যে, চুক্তিতে উল্লিখিত সময় চুক্তির অপরিহার্য অংশ কিনা। চুক্তিতে সময়ের উল্লেখ করা থাকলেই তা চুক্তির অপরিহার্য অংশ হতে পারে না। চুক্তির গঠন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করলেই বোঝা যায় 'নির্দিষ্ট সময়' চুক্তির অপরিহার্য অংশ কিনা।

চুক্তিতে বর্ণিত সময় অনুসারে চুক্তি পালিত না হলে তার যা পরিণাম হয়, তা চুক্তি আইনের 55 ধারায় নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

(১) 'সময়' যদি চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য অংশ বলে বিবেচিত হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিশ্রুতি পালিত না হয়, তাহলে ঐ চুক্তি (বা তার যে অংশ পালিত হয় নাই) প্রতিশ্রুতি-গ্রহীতার ইচ্ছানুসারে নিষ্ফলযোগ্য (Voidable) হবে।

(২) এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা ইচ্ছা করলে নির্ধারিত সময়ের পরেও প্রতিশ্রুতি পালন গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এই প্রকার গ্রহণের সময়, বিলম্বে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাবে না।

(৩) যে ক্ষেত্রে 'সময়' চুক্তির অপরিহার্য অংশ বলে বিবেচিত হয় না, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি পালিত না হলে চুক্তি বাতিলযোগ্য হবে না। কিন্তু এর জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার কোন ক্ষতি হলে তিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।

৩.৫.২ কোন কোন চুক্তি পালন করার প্রয়োজন নেই।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে চুক্তি আর পালন করার প্রয়োজন হয় না :

(১) চুক্তি সম্পাদন যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে—56 ধারা।

(২) চুক্তিভুক্ত পক্ষদের পারস্পরিক সম্মতিতে যখন চুক্তির নবীকরণ, পরিবর্তন বা রদকরণ করা হয়, তখন পুরানো চুক্তি আর পালন করতে হয় না—62 ধারা।

(৩) চুক্তি মকুব করা হলে পুরানো চুক্তি আর পালন করতে হয় না— 63 ধারা।

(৪) যে চুক্তি কোন একপক্ষের ইচ্ছানুসারে বাতিলযোগ্য সেক্ষেত্রে কোন একপক্ষ যদি চুক্তি রদ বা বাতিল করেন তাহলে চুক্তির অপর পক্ষকে আর চুক্তি পালন করতে হয় না— 64 ধারা।

(৫) যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা প্রতিশ্রুতি দাতাকে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য উপযুক্ত ও যুক্তি সঙ্গত সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন না, সেক্ষেত্রে এই উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত সুযোগ-সুবিধার অভাবের জন্য প্রতিশ্রুতি পালন করা থেকে অব্যহতি পেতে পারেন— 67 ধারা।

৩.৬ চুক্তিভঙ্গ (Breach of Contract)

চুক্তির ক্ষেত্রে যে দায় থাকে তা ভঙ্গ করার অর্থই হল চুক্তিভঙ্গ করা। আইনগত কোন কারণ ছাড়া যখন চুক্তিভঙ্গ কোন পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী দায় পালন করেন না তখন বলা হয় চুক্তিভঙ্গ হল।

চুক্তিভঙ্গকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : (১) প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ (Actual Breach of Contract) এবং (২) পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ (Anticipatory Breach of Contract)।

(১) **প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ** (Actual Breach of Contract : চুক্তি পালনের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে বা চুক্তি পালনের সময় চুক্তির কোন এক পক্ষ প্রতিশ্রুতি পালন করতে অস্বীকার করলে অথবা প্রতিশ্রুতি পালন করতে অস্বীকার করলে প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ দুটি সময় হয়ে থাকে।

(ক) চুক্তি পালনের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে, এবং

(খ) চুক্তি পালন করার সময়।

(ক) চুক্তি পালনের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে যখন চুক্তির কোন পক্ষ তার প্রতিশ্রুতি পালনের দায় অস্বীকার করেন, তখন বলা হয় প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ হল।

উদাহরণ : 'ক' 'খ'কে নির্দিষ্ট মূল্যে 100 বস্তা সিমেন্ট ১৫ই মার্চে সরবরাহ করবেন বলে চুক্তিবদ্ধ হন। ১৫ই মার্চে সরবরাহ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে 'ক' দ্বারা চুক্তিভঙ্গ হল।

এক্ষেত্রে যদি সিমেন্ট সরবরাহের 'সময়' চুক্তির অত্যাবশ্যক অংশ না হয়, এবং 'ক' যদি ১৫ই মার্চের পর তার প্রতিশ্রুতি পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে 'খ' তা গ্রহণ করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে 'খ' এর যদি কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে তিনি তা দাবি করতে পারেন। তখন এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে 'ক'কে অবশ্যই আগাম নোটিশ দিতে হবে।

(খ) যদি চুক্তি পালন করার সময় চুক্তির কোন এক পক্ষ তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে অসমর্থ হন বা প্রতিশ্রুতি পালনে অস্বীকার করেন তখন বলা হয় প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ হল।

উদাহরণ : 'ক' একটি রেলওয়ে কোম্পানির সঙ্গে 3000 টন রেলওয়ে চেয়ার সরবরাহ করতে সম্মত হন। 1787 টন চেয়ার সরবরাহের পর রেলওয়ে কোম্পানি 'ক'কে আর চেয়ার সরবরাহ করতে বারণ করেন। এক্ষেত্রে রেলওয়ে কোম্পানি তার প্রতিশ্রুতি পালন না করে চুক্তিভঙ্গ করেছে। এক্ষেত্রে 'ক' চুক্তিভঙ্গের প্রতিকারের জন্য মামলা করতে পারেন। [Cort V. Ambergate etc. Rly. Co. (1851)]

(২) **পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ** (Anticipatory Breach of Contract) :

চুক্তি পালনের সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই যদি প্রতিশ্রুতি দাতা চুক্তি পালনের

অনিচ্ছা প্রকাশ করেন বা চুক্তির দায় প্রত্যাখান করেন, অথবা নিজের কার্যদ্বারা নিজেকে চুক্তি সম্পাদনে অসমর্থ করে তোলেন, তবে তখন পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ ঘটে।

উদাহরণ :

(ক) 'ক' 'খ' ২৭শে নভেম্বর-এ বিবাহ করার জন্য সম্মত হয়। ২৫শে অক্টোবরে 'খ' 'গ'কে বিবাহ করেন। এক্ষেত্রে 'খ' পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ করেন।

(খ) 'ক' 'খ'কে ২২শে মার্চ তারিখ তার ভ্রমণ সংস্থার কাজে নিযুক্ত করেন। চুক্তিতে স্থির হয় ১লা জুন হতে সে কাজে যোগদান করবে। কিন্তু ১লা জুনের পূর্বেই ২০শে মে তারিখে 'ক' চিঠি দিয়ে 'খ' এর নিযুক্তি বাতিল করে দেন। 'খ' 'ক'-র বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে আদালতে নালিশ করেন ও আদালতের বিচারে জয়লাভ করেন। [Hachester V. Delatour]

পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ হলেই যে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে এমন কোন কথা নেই। পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গের ফলে যে পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত (Aggrieved Party) হল তিনি যদি তখন তাকে প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ বলে মেনে নেন, তবেই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। এবং তখন প্রয়োজনে চুক্তিভঙ্গের জন্য মোকাদ্দমা করতে পারেন। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ (aggrieved party) পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গকে প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ না মেনে চুক্তি বজায় রাখতেও পারেন এবং অপরপক্ষ পরে চুক্তি পালন করতে পারেন।

আইনগত কারণে যদি চুক্তিপালন অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবির অধিকার থাকে না।

৩.৬.১ চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার (Remedies of Breach of Contract)

চুক্তির দ্বারা সংশ্লিষ্ট অধিকার ও দায় সৃষ্টি হয়। চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে আদালত দ্বারা চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার পাওয়া না গেলে চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট অধিকারের কোন মূল্য নেই। চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার বলতে বোঝায় আইনের দ্বারা চুক্তির সংশ্লিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

যে ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গ হয়, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ নিম্নলিখিত এক বা একাধিক ভাবে প্রতিকার পেয়ে থাকেন :

১. চুক্তি রদ করা (Rescission of the contract);
২. খেসারতের জন্য মোকদ্দমা (Suit for damages);
৩. অর্জিত পরিমাণ সূত্রানুযায়ী মামলা (Suit upon Quantum Meruit);
৪. নির্দিষ্ট চুক্তি পালন (Specific Performance of the Contract);
৫. নিষেধাজ্ঞার জন্য মোকদ্দমা (Suit for Injunction);

১. **চুক্তি রদ করা** (Rescission of the contract) :

কোন এক পক্ষের দ্বারা চুক্তিভঙ্গ হলে চুক্তির অপর পক্ষ চুক্তিটি বাতিল বলে মনে করতে পারেন এবং চুক্তি পালনের দায় থেকে অব্যাহতি দ্বারা চুক্তির অন্তর্গত সকল প্রকার দায় থেকে মুক্তিলাভ করেন।

উদাহরণ : (ক) এক দোকানদার এক বাড়ি নির্মাতাকে বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের দিন নির্দিষ্ট মূল্যে ১০০ বস্তা সিমেন্ট সরবরাহ করতে সম্মত হন। নির্দিষ্ট দিনে দোকানদার ১০০ বস্তা সিমেন্ট সরবরাহ

করেন নি। বাড়ি নির্মাতা অন্য জায়গা থেকে সিমেন্ট কিনে তার কাজ চালিয়ে নেন। এক্ষেত্রে বাড়ি নির্মাতা চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য করবেন এবং সিমেন্টের মূল্য প্রদানের জন্য কোন দায় তাঁর থাকবে না।

(খ) এক বাড়ির মালিক একজন মিস্ত্রীর সঙ্গে তার বাড়ি মেরামতির জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। বাড়ির মালিক কোন কোন জায়গা মেরামতি করতে হবে তা দেখিয়ে দিতে অবহেলা করেন বা অস্বীকার করেন। বাড়ির মালিকের এই অবহেলার জন্য ঐ মিস্ত্রীর পক্ষে মেরামতি কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয় নি। এই অবহেলার জন্য মিস্ত্রীর পক্ষে মেরামতি কার্য সম্ভব না হলে মিস্ত্রী এই চুক্তি পালন করা থেকে অব্যাহতি পাবে।

চুক্তি আইনের 67 ধারা অনুসারে, প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা যদি প্রতিশ্রুতিদাতাকে প্রতিশ্রুতি পালনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে অস্বীকার করেন, সেই সুযোগের অভাবে প্রতিশ্রুতি পালন যতটুকু সম্ভব না হয় তার জন্য প্রতিশ্রুতি দাতার কোন দায় থাকে না।

২। **খেসারতের জন্য মোকদ্দমা** (Suit for Damages) ঃ

চুক্তিভঙ্গের জন্য আদালতের আদেশ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে আর্থি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাকে খেসারত বলে। চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তা দূর করার জন্য তাকে খেসারত দেওয়া হয়। চুক্তিভঙ্গ না হয়ে যদি চুক্তি সম্পাদিত হত, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে) যে সুবিধা ভোগ করতেন চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে তার সমতুল্য খেসারত তাকে দেওয়া হয়। এটাকে তাই অনেক সময় পুনরুদ্ধারের নীতি বলা হয় (The doctrine of restitution or restitutio in integrum)।

উদাহরণ : 'ক: 500 টাকা দরে 5 ক্যুইন্টাল চাল 'খ' বিক্রয় করতে সম্মত হন। চাল সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গেই 'খ' চালের মূল্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। চালের দাম বেড়ে 550 টাকা প্রতি ক্যুইন্টাল হওয়ায় 'ক' 'খ'কে চাল বিক্রয় করতে অস্বীকার করেন। 'খ' প্রতি ক্যুইন্টাল 50 টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।

(৩) **অর্জিত পরিমাণ সূত্রানুযায়ী মামলা** (Suit upon Quantum Meruit) ঃ

"Quantum Meruit" কথার আভিধানিক অর্থ হল "যত খানি উপার্জন করা হয়েছে।" যখন কোন ব্যক্তি চুক্তির অংশ হিসাবে কিছু কার্য (আংশিক কার্য) করেন এবং চুক্তির অপর চুক্তি রদ করেন বা এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার দ্বারা চুক্তির বাকি কার্য করা সম্ভব হয় না, তখন যে ব্যক্তি চুক্তির অধীনে আংশিক কার্য করেছেন, তিনি পারিশ্রমিক পাবার অধিকারী। যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন কাজে নিযুক্ত করেন, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের কথা উল্লেখ করা নাও থাকতে পারে। কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা মনে করা যেতেই পারে যে কাজে যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তিনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন। তাই এক্ষেত্রে নিয়োগকারী জন্য বা অন্য কোন কারণে চুক্তি বাতিল হলে কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি তার কার্যের আনুপাতিক হারে মূল্য বা পারিশ্রমিক পাওয়ার জন্য মোকদ্দমা করতে পারেন।

(৪) **বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালন** (Specific Performance of the Contract) ঃ

কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের জন্য খেসারতের (damages) পর্যাপ্ত প্রতিকার হয় না। এই সব ক্ষেত্রে আদালত কোন পক্ষকে চুক্তির শর্ত অনুসারে চুক্তি পালন করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আদালত বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালনের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন—

(ক) যে চুক্তির ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণ (damages) কে চুক্তিভঙ্গের পর্যাপ্ত প্রতিকার বলে মানা হয় না।

(খ) যে ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের কারণে যে ক্ষতি হয় তা পরিমাপ করার, কোন নির্ধারিত পদ্ধতি (Standard measures) নেই।

(গ) যে ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের জন্য কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণের কোন সম্ভাবনা নেই।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আদালত বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালনের নির্দেশ দেন না। যেখানে—

(ক) খেসারত চুক্তিভঙ্গের পর্যাপ্ত প্রতিকার;

(খ) চুক্তি উভয় পক্ষের কাছে অনিশ্চিত ও অপর্যাপ্ত;

(গ) অছি (trustee) বিশ্বাসভঙ্গ করে চুক্তিস্থাপন করে;

(ঘ) ব্যক্তিগত ব্যাপারে চুক্তি, যেমন বিবাহের চুক্তি;

(ঙ) চুক্তি বাতিলযোগ্য প্রকৃতির;

(চ) কোম্পানির পরিমেল বন্ধ (Memorandum of Association)-র ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কোন কার্য করা হয়।

(৫) **নিষেধাজ্ঞার জন্য মোকদ্দমা** (Suit for Injunction) ঃ

চুক্তির ক্ষেত্রে কোন পক্ষ যদি চুক্তি বহির্ভূত কোন কার্য করেন তাহলে আদালত ঐ পক্ষকে ঐ রকম কার্য হতে বিরত থাকার জন্য নিষেধাজ্ঞা (Injunction) জারি করতে পারেন।

উদাহরণ : (ক) 'ক' নামক ব্যক্তি 'খ' এর থিয়েটারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গান গাওয়ার চুক্তি করেন। চুক্তিতে এটাও স্থির হয় যে, তিনি অন্য কোথাও গান গাইবেন না। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার আগেই 'ক' অন্য একটি ব্যক্তি 'গ'-র থিয়েটারে অধিক পারিশ্রমিকে গান গাওয়ার জন্য চুক্তিভুক্ত হন এবং 'খ'-র থিয়েটারে গান গাইতে অস্বীকার করেন। আদালত নিষেধাজ্ঞা জারি করে 'ক'কে 'গ'-র থিয়েটারে গান গাওয়া হতে বিরত করতে পারেন [Lumely V. Wagner]।

(খ) 'ক' নামে এক অভিনেত্রী এক বৎসরের জন্য শুধুমাত্র Warner Bros-এর সঙ্গেই অভিনয় করতে চুক্তিবদ্ধ হন। সেই বছরের মধ্যেই অন্য এক সংস্থার সঙ্গে অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। বিচারে ধার্য হয়, নিষেধাজ্ঞার দ্বারা 'ক'কে Warner Bros ছাড়া অন্য কোন সংস্থার সঙ্গে অভিনয় করা হতে বিরত করা যেতে পারে। [Warner Bros. V. Nelson]

৩.৬.২ খেসারতের প্রকারভেদ (Types of Damages)

কোন চুক্তিভঙ্গের ফলে ক্ষতিগ্রস্তপক্ষ চুক্তিভঙ্গকারী পক্ষের কাছ থেকে যে অর্থ পায়, তাকে ক্ষতিপূরণ বা খেসারত (Damage) বলে। আদালতে যে তিন ধরনের খেসারত প্রদানের আদেশ দিয়ে থাকেন তা নীচে আলোচনা করা হল :

(১) **ক্ষতিপূরণমূলক খেসারত** (Compensatory Damage)—চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে যথার্থ ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ দেওয়া হলে তাকে ক্ষতিপূরণমূলক খেসারত বলে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, চুক্তিভঙ্গের ফলে কোন পক্ষের যদি 25,000 টাকা ক্ষতি হয়, এবং আদালত যদি চুক্তিভঙ্গকারী ব্যক্তিকে আদেশ দেন যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ 25,000

টাকা দিতে, তখন তাকে ক্ষতিপূরণমূলক খেসারত বলা হবে।

(২) **নামমাত্র খেসারত** (Nominal Damage) — যে ক্ষেত্রে আদালত মনে করেন অভিযোগকারীর ক্ষতির পরিমাণ বেশি নয় বা আদালতের মতে বাদীপক্ষের প্রকৃত কোন ক্ষতি হয় নি, সেক্ষেত্রে আদালত বাদীপক্ষকে ডিক্রী পাবার অধিকারের স্বীকৃতি হিসাবে নামমাত্র খেসারত করে থাকেন।

(৩) **শাস্তিমূলক শিক্ষনীয় বা প্রতিহিংসামূলক খেসারত** (Punitive, Exemplary, or Vindictive Damages) — শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই আদালত প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশি খেসারত প্রদানের আদেশ দিয়ে থাকেন। বিবাদী পক্ষকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যই এরূপ শাস্তিমূলক খেসারতের আদেশ দেওয়া হয়। একে শাস্তিমূলক শিক্ষনীয় বা প্রতিহিংসামূলক খেলারত বলে। সাধারণত, বিবাহের চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে ও ব্যাঙ্কে টাকা থাকা সত্ত্বেও চেক ফেরত যাবার ক্ষেত্রে এই জাতীয় খেসারত বেশি লক্ষ্য করা যায়।

৩.৭ চুক্তির পরিসমাপ্তি

সংজ্ঞা : চুক্তিভুক্ত পক্ষদের মধ্যে যখন আইনগত সম্পর্ক শেষ হয় তখন বলা হয় চুক্তির পরিসমাপ্তি (termination of contract) বা চুক্তির দায়মুক্তি (discharge of contract) হয়েছে। চুক্তির ক্ষেত্রে সৃষ্ট অধিকার ও দায় যখন শেষ হয়ে যায়, তখন বলা হয় চুক্তির দায়মুক্তি ঘটেছে। সাধারণত নিম্নলিখিত উপায়ে চুক্তির পরিসমাপ্তি বা দায়মুক্তি ঘটে থাকে—

১. **চুক্তি পালন দ্বারা** (Discharge by Performance) ঃ

চুক্তিতে যা করতে বলা হয়েছে যদি তা করা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে বলা হয় চুক্তি পালন হয়েছে। এইভাবে চুক্তি পালন দ্বারা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। চুক্তির অন্তর্গত সকল পক্ষই যখন তার চুক্তিগত দায় পালন করেন, তখন সকল পক্ষই চুক্তির দায়মুক্ত হন এবং চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

চুক্তি পালনের প্রস্তাব বা দাখিল (tender) দ্বারা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

২. **সকল পক্ষের সম্মতির দ্বারা** (Discharge by Mutual Agreement) ঃ

কোন চুক্তি যেমন চুক্তিভুক্ত পক্ষের মধ্যে সম্মতির দ্বারা সৃষ্টি হয়, তেমনি আবার পক্ষ সমূহের সম্মতিক্রমে বোঝাপড়ার মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করা যায়। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নতুন চুক্তি গঠনের দ্বারা পুরনো চুক্তি পরিসমাপ্তি হয়। চুক্তির পক্ষসমূহের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফলে চুক্তির রদকরণ (Rescision), পরিবর্তন (Alteration), নবীকরণ (Novation), মকুব (Remission), স্বেচ্ছা ও সন্তুষ্টি (Accord & Satisfaction) বা পরিহার (Waiver) দ্বারা পুরাতন চুক্তির অব্যাহতি ঘটে। চুক্তি আইনের 62 ধারা অনুসারে চুক্তি রদকরণ (Rescission) বা পরিবর্তন (Alteration) করা হলে মূল চুক্তি পালন থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে চুক্তির উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে:

(i) নবীকরণ (Novation) [62 ধারা] ঃ

নিম্নলিখিত দুটি ক্ষেত্রে চুক্তির নবীকরণ হতে পারে যখন—

(ক) চুক্তির পক্ষসমূহ পুরনো বিদ্যমান চুক্তির পরিবর্তে নতুন চুক্তি গঠন করেন, বা

(খ) চুক্তির পক্ষ সমূহ বিদ্যমান চুক্তি রদ করেন এবং কোন একজন নতুন পক্ষের সঙ্গে নতুন ভাবে চুক্তি গঠন করা হয়। এইরূপ ঘটনার সবথেকে পরিচিত উদাহরণ হল — যখন কোন দেনাদার (Creditor) মূল পাওনাদারের (Debtor) অনুরোধে অন্য কোন ব্যক্তিকে তার পাওনাদার বলে মেনে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে মূল পাওনাদার তার দায় পালন থেকে নিষ্কৃতি পাবে। তবে এই নবীকরণের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যুক্ত সকল পক্ষের সায় প্রয়োজন।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 2000 টাকার জন্য 'খ'-র নিকট ঋণী এবং 'খ' 2000 টাকার জন্য 'গ'-র কাছে ঋণী। সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে 'খ'-র নিকট 'ক'-র ঋণ এবং 'গ'-র নিকট 'খ'-র ঋণ বাতিল করে দেওয়া হয় এবং 'গ' 'ক'কে নবীকরণের দ্বারা নতুন চুক্তি হিসাবে গ্রহণ করেন।

(২) 'ক' 'খ'-এর নিকট হতে 20,000 টাকা ধার করল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত দেবার চুক্তি হল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ান্তে 'ক' 'খ'-র ঋণ পরিশোধ করতে পারল না। 'খ' 'ক'-র সঙ্গে নতুনভাবে এই চুক্তি করল যে 'ক' তাহার গাড়িখানি 'ক'কে দেবে, পরিবর্তে 'খ' 'ক'কে ঋণের দায় থেকে মুক্তি দেবে। 'ক' সম্মত হল। ফলে নবীকরণ সম্ভব হল।

(ii) পরিবর্তন (Altertion) [62 ধারা] ঃ

যে ক্ষেত্রে চুক্তির পক্ষ সমূহের সম্মতিক্রমে বিদ্যমান চুক্তির এক বা একাধিক শর্ত পরিবর্তন করা হয় তখন বিদ্যমান চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

উদাহরণ ' 'ক' 'খ'কে নির্দিষ্ট কিছু শর্তে তার বাড়ি বিক্রি করার চুক্তি করেন। তারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার দ্বারা চুক্তির বেশ কিছু শর্ত পরিবর্তন করেন। এর ফলে পুরনো চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

(iii) রদকরণ (Rescission) [62 ধারা] ঃ

চুক্তির অন্তর্গত কয়েকটি বা সবকটি শর্ত বাতিল করা হলে বলা হয় চুক্তি রদকরণ হয়েছে। রদকরণ নিম্নলিখিত ভাবে হয়ে থাকে—

(১) চুক্তির পক্ষ সমূহের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে, বা

(২) চুক্তির কোন এক পক্ষ চুক্তি পালন না করলে বা চুক্তি পালন করতে ব্যর্থ হলে, চুক্তির অপর পক্ষ ক্ষতিপূরণের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে চুক্তি রদকরণ করতে পারেন।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 'খ'কে নির্দিষ্ট মূল্যে তার বাড়িখানি বিক্রির জন্য চুক্তি করেন। চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে 'ক' ও 'খ' পারস্পরিক সম্মতির দ্বারা চুক্তিটি বাতিল করে দেন। এক্ষেত্রে বলা হবে, চুক্তির রদকরণ করা হয়েছে।

(২) 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে চুক্তি হয় যে 'ক' জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনে একটি অলংকার প্রস্তুত করে দেবেন এবং অলংকার পাবার সঙ্গে সঙ্গে 'খ' উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করবেন। কিন্তু 'ক' নির্দিষ্ট দিনে 'খ'কে অলংকার সরবরাহ করতে পারে নি। 'খ' এখানে চুক্তি রদ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে চুক্তি পালনের দায় মেটাতে হবে না, অর্থাৎ অলংকারের জন্য উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। তবে 'ক'-র চুক্তি পালনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও 'খ' ইচ্ছা করলে চুক্তিটি স্বীকার করে নিতে পারেন।

(iv) মকুব (Remission) [62 ধারা] ঃ

চুক্তিতে যা দেওয়ার কথা প্রতিশ্রুতি ছিল তা অপেক্ষা কিছু কম গ্রহণ করতে স্বীকৃত হওয়াকেই মকুব বলে। চুক্তি আইনের 63 ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা তাকে প্রতিশ্রুতির পালন আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে পরিহার বা মকুব করতে পারেন বা চুক্তি পালনের সময়সীমা বর্দ্ধিত করতে পারেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা তাঁর দাবি মকুবের জন্য কোনরূপ প্রতিদান দাবি করতে পারেন না। [Hari Chand Madan Gopal V. State of Pubjab (1973)]।

উদাহরণ : 'ক' 'খ'-র কাছ থেকে 1,000 টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করেছিল। ঐ মাসের ৩১ তারিখে সমস্ত টাকা দেবার কথা ছিল। 'ক' মাসের শেষে (৩১ তারিখে) কেবল মাত্র ৪00 টাকা জোগাড় করতে পারল এবং 'খ'কে স্বীকার করতে বলল। 'খ' 'ক'-র ৪00 টাকা গ্রহণ করল এবং বাকি টাকার ঋণ (200 টাকা) মকুব করল।

(v) **সম্মতি ও সন্তুষ্টি** (Accord & Satisfaction) ঃ

ইংল্যান্ডের আইনে এই দুটি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যান্ডের আইন অনুযায়ী চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য জিনিষ অপেক্ষা কিছু কম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি যথার্থ প্রতিদানের অভাবে আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় না। কিন্তু যেখানে মোট পাওনা থেকে কম অর্থ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়ে গেছে ও প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা স্বেচ্ছায় দায় পালন করেছেন, সেখানে পুরাতন চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়। এখানে প্রাপ্য অপেক্ষা কম গ্রহণ করা "সম্মতি" (Accord) ও কম দায় পালন করা বা কম অর্থ প্রদান করাকে "সন্তুষ্টি" (Satisfaction) বলে।

উদাহরণ : 'ক' 'খ'-র কাছে 500 টাকার জন্য ঋণী। 'খ' 'ক' এর কাছ থেকে 400 টাকা পাইল। 'খ' এই 400 টাকা পেয়ে তাহার দাবি মিটিয়ে নিতে সম্মত হলেন। ইংল্যান্ডের চুক্তি আইনে ইহাকে বলবৎ করা যায় না। কিন্তু যেহেতু 400 টাকা পাওয়া হয়ে গিয়েছে, তাই সম্মতি ও সন্তুষ্টির দ্বারা পুরনো চুক্তির দায় শেষ হয়ে যায়।

(vi) **পরিহার** (Waiver) ঃ

চুক্তিভুক্ত কোন ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় চুক্তিগত প্রাপ্য অধিকার ত্যাগ করেন, তাকে পরিহার বলা হয়। এইভাবে চুক্তির কোন এক পক্ষের পরিহার দ্বারা অপর পক্ষ চুক্তির দায় হতে অব্যাহতি পায়। পরিহারের ক্ষেত্রে প্রতিদান আবশ্যিক নয়।

(vii) **অন্তর্ভুক্তি** (Merger) ঃ

যখন কোন চুক্তিতে একই পক্ষের ক্ষেত্রে কোন নিম্নতর অধিকার (inferior right) উহা অপেক্ষা কোন উচ্চতর অধিকারের (Superior right) মধ্যে অন্তর্ভুক্তি হয়, তখন নিম্ন অধিকার উচ্চ অধিকারের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে নিম্ন অধিকার সংক্রান্ত চুক্তির দায় হতে উক্ত ব্যক্তি অব্যাহতি পায়। একে বিলীয়ন বলে।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 'খ'-র একটি বাড়ি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা (lease) নেন। ইজারা'র সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই 'খ'-র কাছ থেকে বাড়িটি কিনে নেন। এর ফলে তার ইজারা স্বত্ব শেষ (লোপ) হয়ে যায়। কারণ তার নিম্নতর অধিকার (ইজারা স্বত্ব) উচ্চতর অধিকারের (মালিকানা স্বত্ব) মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

(২) 'ক' নির্দিষ্ট ভাড়ায় 'খ'-র কাছ থেকে একটি বাড়ি এক বছরের জন্য ভাড়া নেন। এক বছরের মধ্যেই 'ক' 'খ'-র থেকে বাড়িটি কিনে নেন। এক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়ার চুক্তি সমাপ্ত হল। কারণ, মালিকানা স্বত্বের মধ্যে ভাড়াটিয়ার স্বত্ব বিলীন হয়ে যায়।

(৩) **চুক্তি পালনের অসম্ভাব্যতার দ্বারা** (Discharge by impossibility of Performance) — ভারতীয় চুক্তি আইনের 56 ধারা অনুসারে, কোন চুক্তিতে যদি কোন অসম্ভব কার্য করার কথা উল্লেখ থাকে, তাহলে সেই চুক্তি 'প্রথম হইতেই বাতিল' (void ab-initio) বলে গণ্য করা হবে। 'ক' তার বন্ধু 'খ' কে 1,000 টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন যদি 'খ' মাটি থেকে এক লাফে পাঁচতলা বাড়ির ছাদে উঠতে পারেন। ইহা অসম্ভব কার্য। তাই এটি প্রথম থেকেই বাতিল বলে গণ্য হবে।

অনেক সময় চুক্তি গঠনের সময় পালনযোগ্য বা বৈধ ছিল, পরবর্তীকালে কোন কারণে তা আর পালনযোগ্য থাকে না। অর্থাৎ, চুক্তি গঠনের সময় চুক্তি বৈধ থাকতে পারে এবং পরবর্তীকালে কোন কারণে তা নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। চুক্তি গঠনের পরবর্তীকালে চুক্তি পালনের এই অসম্ভাব্যতাকে **উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা** (Supervening Impossibility) বলে।

কোন কার্য করার জন্য সম্পাদিত চুক্তি যখন পরবর্তীকালে অসম্ভব হয়ে যায় বা প্রতিশ্রুতি দাতার পক্ষে নিবারণ করার ক্ষমতা নেই এমন কোন ঘটনার দ্বারা চুক্তি পালন অসম্ভব হয়ে যায়, তখন সেই চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। যে বিভিন্ন কারণে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা ঘটতে পারে তার কয়েকটি নীচে আলোচনা করা হল :

(i) **আইনের পরিবর্তন** (Change of Law) — চুক্তি গঠনের পরবর্তীকালে আইনের কোন পরিবর্তনের ফলে চুক্তি পালন অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। এক্ষেত্রে চুক্তি পালন নিষ্ফল বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ :

(১) 'ক' হিন্দু আইন অনুসারে পত্নীর জীবিত অবস্থায় অন্য এক মহিলাকে বিবাহ করতে প্রতিশ্রুত হয়। তাঁর এই প্রতিশ্রুতির সময় বহু-বিবাহের ক্ষেত্রে আইনে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু তাদের বিবাহের আগেই বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করে বিশেষ বিবাহ আইন (Special Marriage Act) পাশ করা হয়। এক্ষেত্রে এই আইন চালু হওয়ার পর তাদের বিবাহ নিষ্ফল বলে গণ্য হবে।

(২) 'ক' একটি গুদাম থেকে এক বস্তা গম 'খ'কে বিক্রয় করেন। কিন্তু গম সরবরাহ করার আগেই সরকার সংবিধিবদ্ধ ক্ষমতা (Statutory Power) দ্বারা গুদামের সমস্ত গম অধিগ্রহণ করেন। যার ফলে 'ক' গুদাম হতে গম সরবরাহ করতে পারেন নি [Shipton Anderson & Co.]।

(ii) **চুক্তির কোন অপরিহার্য উপাদান ধ্বংস হয়ে যাওয়া** (Destruction of an object necessary for the performance of the contract) —

চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য কোন উপাদান ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে গেলে এবং চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের বিনা দোষে যদি তা ঘটে থাকে, তাহলে চুক্তি অনুযায়ী কার্য অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং এক্ষেত্রে কোন পক্ষই দায়ী থাকবে না।

উদাহরণ :

(১) 'C' একটি সঙ্গীত ভবন পর পর কয়েকটি কনসার্ট অনুষ্ঠানের জন্য 'T' কে ভাড়া দেয়। প্রথম কনসার্ট শুরু হবার পূর্বেই সঙ্গীত ভবনটি পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। বিচারে দার্য হয়,

চুক্তির অপরিহার্য উপাদান ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় চুক্তি নিষ্ফল বলে গণ্য হবে [Taylor V. Caldwell (1863)]।

(iii) **পূর্ব শর্তের ব্যর্থতা** (Failure of preconditions) —

যেক্ষেত্রে চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষেরা ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হবে অথবা কোন বিশেষ অবস্থা অবিরামভাবে উপস্থিত থাকবে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত না হলে বা ঐ বিশেষ অবস্থা অবিরামভাবে উপস্থিত না থাকলে চুক্তি নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 'খ'কে বিবাহ করতে প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু বিবাহের আগেই 'খ' আকস্মিক ভাবে হঠাৎ পাগল হয়ে যান। এক্ষেত্রে চুক্তি নিষ্ফল হবে।

(২) রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের মিছিল দেখার জন্য মিছিলের রাস্তার উপর অবস্থিত কয়েকটি ঘর K এর থেকে H ভাড়া নেয়। K ও H উভয়েই ভাড়ার উদ্দেশ্য জানত। রাজা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যাভিষেকের উদ্দেশ্যে মিছিল বের হয় নি। এক্ষেত্রে চুক্তির মূল ভিত্তিস্বরূপ ঘটনার অভাব হওয়ায় চুক্তির অব্যাহতি ঘটবে এবং K, H এর কাছ থেকে ভাড়া আদায় করতে পারবেন না (Krell V. Henry (1903)।

(iv) **ব্যক্তিগত অসামর্থ্যতা** (Personal incapacity) — যে ক্ষেত্রে কোন এক পক্ষের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে কোন সেবা বা কার্যের জন্য চুক্তি করা হয়, সেক্ষেত্রে ঐ পক্ষের ব্যক্তিগত অক্ষমতা বা অসামর্থ্য বা ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়।

উদাহরণ :

(১) এক ব্যক্তি প্রখ্যাত এবং চিত্রকারকে দিয়ে তার ছবি আঁকানোর জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। ছবি আঁকার পূর্বেই আকস্মিকভাবে ঐ চিত্রকারের মৃত্যু হয়। এক্ষেত্রে চিত্রকারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়।

(২) এক ব্যক্তি একটি কনসার্টে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে অংশগ্রহণ করবেন বলে চুক্তিবদ্ধ হন। অংশগ্রহণের পূর্বেই তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার জন্য তিনি কনসার্টে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। বিচারে ধার্য হয় যে অসুস্থতার জন্য চুক্তির পরিসমাপ্তি হয় [Robinson V. Davidson]।

(v) **যুদ্ধ ঘোষণা** (Out break of War) — কোন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন ঐ দেশের নাগরিকের সঙ্গে কোন রকম চুক্তি প্রথম থেকেই বাতিল (void ab initio)। দুই দেশের নাগরিক চুক্তিবদ্ধ হবার পর যদি দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে সেই চুক্তি যুদ্ধকালীন সময়ে স্থগিত থাকে এবং যুদ্ধ থেমে যাবার পর ঐ চুক্তি পুনরায় কার্যকর করা যায়।

৩.৭.১ উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতি

কোন ব্যক্তি যদি কোন কিছু করার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে তিনি তার প্রতিশ্রুতি রাখার চেষ্টা করবেন, যদি না তা পালন করা সত্যি সত্যিই অসম্ভব হয়ে পড়ে। যাই হোক, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতিগুলি প্রযোজ্য হবে না :

(i) **চুক্তি পালনে অসুবিধা** (Difficulty in Performance) — শুধুমাত্র কিছু কারণের জন্য চুক্তি পালনের অসুবিধার জন্য চুক্তি পালন মকুব করা যায় না বা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে না।

উদাহরণ :

জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিতে 'ক' কিছু পরিমাণ ফিনল্যান্ডের কাঠ 'খ'কে বিক্রি করেন। কোন কাঠ সরবরাহ করার পূর্বেই আগষ্ট মাসে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধের ফলে যানবাহন ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দেওয়ায় ফিনল্যান্ড থেকে কাঠ আনা সম্ভব হয় নি। ফলত, সময়মত 'খ'কে কাঠ সরবরাহ সম্ভব হয়নি। বিচারে ধার্য হয়, শুধুমাত্র কাঠ আনার অসুবিধার জন্য চুক্তির পরিসমাপ্তি হবে না [Blackburn Bobbin V. Allen & Sons. (1918)]।

(ii) **বাণিজ্যিক অসম্ভাব্যতা** (Commercial Impossibility) — শুধুমাত্র কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া, মজুরির মূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, বা নিম্নহারে মুনাফার আশঙ্কার কারণে চুক্তি পালন থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। চুক্তিতে বিপরীত কোন মত প্রকাশিত না হলে উপরিউক্ত যে কোন ঘটনার দায়িত্ব প্রতিশ্রুতি দাতাকে বহন করতে হবে।

উদাহরণ : 'ক' মুম্বাই থেকে জাহাজে করে 'খ'কে কিছু জিনিস একটি স্থানে পাঠানোর চুক্তি করেন। হঠাৎ যুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্য জাহাজের ভাড়া বহগুণে বেড়ে যায়। বিচারে স্থির হয় এরূপ ভাড়া বৃদ্ধির জন্য চুক্তি পালন মকুব করা যায় না। [Karl Ettlinger V. Chagandas & Co. (1915)]।

(iii) **তৃতীয় পক্ষের ব্যর্থতা** (Failure of Third Party) —

প্রতিশ্রুতি দাতা যার ওপর নির্ভরশীল এমন কোন তৃতীয় ব্যক্তির কার্যের দ্বারা কোন চুক্তিপালন অসম্ভব হয়ে পড়লে চুক্তি প্রত্যাহার করা যায় না।

উদাহরণ : 'ক' 'খ'কে কিছু বস্ত্র সরবরাহ করার চুক্তি করেন। এদিকে বস্ত্র প্রস্তুতকারক 'গ'-র থেকে 'ক' বস্ত্র ক্রয় করেন। 'গ' সঠিক সময়ে বস্ত্র 'ক'কে সরবরাহ করতে না পারায় 'ক'ও সঠিক সময়ে 'খ'কে বস্ত্র সরবরাহ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে 'গ'-র ব্যর্থতার জন্য চুক্তির পরিসমাপ্তি হয় না। এক্ষেত্রে 'ক' 'খ'কে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন [Harnandrai Fulchand V. Pragdas (1923)।

(iv) **ধর্মঘট, লক-আউট, দাঙ্গা** (Strike, Lock-out, Riots) —

ধর্মঘট, লক-আউট, দাঙ্গা প্রভৃতির ন্যায় অসামরিক গোলযোগের জন্য কোন চুক্তি পালন সম্ভব না হলেও চুক্তির পরিসমাপ্তি হবে না এবং এই ক্ষেত্রে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতি প্রযোজ্য হবে না, যদি না এই মর্মে কোন শর্ত থাকে যে, এই সকল ঘটনা ঘটলে চুক্তি পালিত হবে না, বা চুক্তির কার্যকালের মেয়াদ আরও বাড়ানো হবে।

উদাহরণ : লন্ডনের দু'জন ব্যবসায়ীর মধ্যে আলজেরীয় দ্রব্যসমূহ বিক্রির চুক্তি সম্পাদিত হয়। আলজেরিয়াতে অসামরিক গোলযোগ (Civil disturbance) ও দাঙ্গার জন্য ঐ দ্রব্য সরবরাহ করা সম্ভবপর হয় নি। এক্ষেত্রে চুক্তির উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতি প্রযোজ্য হবে না [Jacob Credit Lyonnats (1814)]।

(v) **একটি উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা** (Failure of one of the objects) —

অনেক সময় কোন কোন চুক্তি একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠিত হয়। সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যের কোন একটি উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও চুক্তির পরিসমাপ্তি হয় না।

উদাহরণ : রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড এর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে নৌ-সমাবেশ দেখা ও সমবেত রণতরীগুলি দেখার জন্য 'ক', 'খ' এর থেকে একটি নৌকা ভাড়া নেয়। রাজা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় নৌ-সমাবেশ হয় নি। কিন্তু রণতরীগুলি সমবেত হয়। 'ক' ইচ্ছা করলেই নৌকার সাহায্যে তা দেখতে পারতেন। কিন্তু তিনি দেখেন নি। বিচারে ধার্য হয়, এখানে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয় নি কারণ চুক্তির দুটো উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য পালন করা সম্ভবপর ছিল (Herne Bay Steamboat Co. V. Hutton (1903)]।

৩.৭.২ উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার পরিণাম

১. যদি চুক্তি সম্পাদনের পর চুক্তির অন্তর্গত কোন কার্য সম্পাদন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে বা প্রতিশ্রুতির দাতার সমার্থ্য বহির্ভূত কারণে অবৈধ হয়ে পড়ে, তাহলে ঐ কার্য সম্পাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ফলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। ভারতীয় চুক্তি আইনের ৫৬(২) ধারা অনুসারে অসম্ভব কার্য সম্পাদন করার চুক্তির বাতিল চুক্তি।

২. যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা জানতেন বা সাধারণ ভাবেই তাঁর পক্ষে জানা উচিত ছিল যে, তিনি যে প্রতিশ্রুতি করেছেন তা পালন করা অসম্ভব বা অবৈধ এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার তা জানা ছিল না, তাহলে প্রতিশ্রুতি পালন না হওয়ার দরুন প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার যদি কোন ক্ষতি হয় প্রতিশ্রুতি দাতা তা অবশ্যই দিতে বাধ্য থাকবেন—ধারা ৫৬(৩)।

উদাহরণ : বিবাহিত এক ব্যক্তি ভারতীয় হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ জানা সত্ত্বেওএক হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করতে সম্মত হন। এই চুক্তি অবৈধ বলে বাতিল হবে। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ঐ মহিলাকে এজন্য ক্ষতি পূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

৩. চুক্তি আইন অনুযায়ী, কোন চুক্তি যদি বাতিল বলে বোঝা যায় বা চুক্তির পরবর্তীকালে উত্তর কালীন অসম্ভাব্যতার জন্য বাতিল বলে পরিগণিত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত সম্মতি বা চুক্তি অনুযায়ী যে পক্ষ সুবিধা পেয়েছে, তা অন্য পক্ষকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে বা তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেবে—৬৫ ধারা।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 'খ'কে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার 'খ'-র পিতা 'ক' 15,000 টাকা নগদ প্রদান করেন। নির্দিষ্ট দিনে বিবাহের পূর্বেই 'খ' আকস্মিক ভাবে মারা যান। এক্ষেত্রে চুক্তিটি 'খ'-র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে যায়। তাই 'ক' ঐ 15,000 টাকা 'গ'কে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।

(২) 'ক' টাকার বিনিময়ে 'খ'-র থিয়েটারে অভিনয় করতে সম্মত হয়। ঠিক হয়, প্রতিদিন 200 টাকা হিসাবে ৭ দিন তিনি থিয়েটারে অভিনয় করবেন। পঞ্চম দিন থেকে 'ক' ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বাকি দিনগুলি 'খ'-র থিয়েটারে অভিনয় করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে 'খ' 'ক'কে ঐ চার দিনের অভিনয়ের মূল্য 200 টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন।

৪. **আইনের প্রয়োগের দ্বারা** (Discharge by Operation of Law) —

চুক্তির পরিসমাপ্তি অনেক সময়ই চুক্তির পক্ষ সমূহের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে না। যেমন আইনের প্রয়োগের দ্বারা যখন চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়, তখন তা চুক্তির পক্ষ সমূহের উপর কোন ভাবেই নির্ভর করে না। আইনের প্রয়োগের দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে।

(i) মৃত্যুর দ্বারা (by death) — যে চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা জড়িত, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে চুক্তির দায় মৃত ব্যক্তির আইনগত উত্তরাধিকারের উপর বর্তাবে।

(ii) বিলীয়ন দ্বারা (by merger) — যে ক্ষেত্রে একটি চুক্তি অন্য একটি চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বা বিলীন হয় সেক্ষেত্রে পুরনো চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। (এ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে)।

(iii) দেউলিয়া হওয়ার জন্য (by insolvent) — চুক্তিভুক্ত কোন পক্ষ যদি দেউলিয়া (insolvent) ঘোষিত হয়, তাহলে দেউলিয়া ঘোষণার পূর্বের সমস্ত দায় থেকে তিনি অব্যাহতি পান।

(iv) লিখিত চুক্তির কোন শর্তের অন্যায় ভাবে পরিবর্তন (Unauthorised alteration of the terms of the written agreement) — চুক্তির কোন এক পক্ষ অন্য পক্ষের সমর্থন ছাড়া যদি চুক্তির লিখিত কোন গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কোন রকম পরিবর্তন করেন, তাহলে চুক্তির অন্য পক্ষ ইচ্ছা করলে চুক্তি বাতিল করতে পারেন।

৫. **সময় অতিক্রমনের দ্বারা** (Discharge by Lapse of Time) —

১৯৬৩ সালের তামাদি আইন (The Limitation Act, 1963) অনুসারে কোন চুক্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে। ঐ নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। কোন ব্যক্তিকে যদি ধারে পণ্য বিক্রয় করা হয়, তাহলে ৩ বৎসর বাদে ঐ ঋণ আর আদায় করা যায় না। ঐ ৩ বৎসর পার হলে খাতক (যে ব্যক্তি ধারে পণ্য ক্রয় করেছেন) ঋণমুক্ত হন এবং পূর্বোক্ত চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়।

৬. **চুক্তি ভঙ্গের দ্বারা** (Discharge by Breach of Law) —

যদি চুক্তির কোন এক পক্ষ চুক্তি পালনে সমর্থ হন বা চুক্তি পালনে ব্যর্থ হন তাহলে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়। চুক্তি ভঙ্গের জন্য চুক্তির অপর পক্ষ ক্ষতিপূরম পেতে পারেন। (এ-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আগেই করা হয়েছে)।

৩.৮ ক্ষতিপূরণের চুক্তি (Indemnity)

চুক্তি অনুযায়ী চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা তাদের প্রতিশ্রুতি কার্য করতে বাধ্য থাকেন। কিন্তু অনেক সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য এক ব্যক্তি চুক্তি দ্বারা প্রতিশ্রুত হয় যে, চুক্তির কোন এক পক্ষের আচরণ বা কার্য জনিত ক্ষতি থেকে চুক্তির অপরপক্ষকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রক্ষা করবেন। এইভাবে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির কার্য বা আচরণের জন্য নিজেকে দায়বদ্ধ করেন। যে ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি ক্ষতিনিষ্কৃতি দাতা এবং যাকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তিনি ক্ষতিনিষ্কৃতি গ্রহীতা। উভয় পক্ষেরই নির্দিষ্ট অধিকার বর্তমান। চুক্তির ক্ষেত্রে কোন পক্ষ অপরের হয়ে জামিন দিয়ে থাকেন। জামিন একাধিক রকমের হতে পারে। নির্দিষ্ট উপায়ে জামিন আবার প্রত্যাহার করে নেওয়া যায়। যে ব্যক্তি জামিন দেন, অর্থাৎ জামিনদারের দায়মুক্তি কীভাবে ঘটে থাকে তাও এই এককের বিষয়বস্তু। তাই এই এককটি পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় চুক্তি আইন অনুসারে, যে চুক্তি দ্বারা এক পক্ষ চুক্তির অপর পক্ষকে স্বয়ং প্রতিশ্রুতিদাতার অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তির আচরণ বা কার্যজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকেই ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলে—124 ধারা।

যে ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিদাতা (Indemnifier) এবং যাকে এরূপ ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাকে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা (Indemnity Holder) বলে।

উদাহরণ :

(ক) কোন নির্দিষ্ট 1,000 টাকার জন্য C, B এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করলে B-র যা ক্ষতি হবে A তা পূরণ করার চুক্তি করল। এক্ষেত্রে A ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিদাতা (Indemnifier) এবং B ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা (Indemnity-Holder)।

(খ) A এবং B একই সঙ্গে একটি দোকানে গেল। B দোকানদারকে বললেন যে, A যা পণ্য নেবেন তার মূল্য তিনি নিজে দোকানদারকে দেবেন। এটিও একপ্রকার ক্ষতিপূরণের চুক্তি — [Goulston Discount Co. Ltd. V. Clark, (1967)]।

উপরে ক্ষতিপূরণের চুক্তির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে, (১) ক্ষতিপূরণ প্রদানের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি, (২) প্রতিশ্রুতিদাতা ও তৃতীয় পক্ষের আচরণ থেকে যে ক্ষতি হবে তা পূরণ করার জন ব্যক্তি প্রতিশ্রুতির (express promise) দ্বারা প্রতিশ্রুতিদাতা দায়ী হবে। কিন্তু অনুক্ত বা অব্যক্ত (implied) আচরণ জনিত ক্ষতি বা প্রতিশ্রুতি দাতার আচরণ জনিত নয় এরূপ ঘটনা বা দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের জন্য প্রতিশ্রুতিদাতা দায়ী হবে না। কিন্তু ভারতে একাধিক মামলায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, ব্যক্ত বা স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না থাকলেও আইনের ক্রিয়ার দ্বারা ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং, মামলার রায় থেকে একথা স্পষ্ট যে, ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত (expressed) বা অব্যক্ত (implied) হতে পারে। সুতরাং, আমরা বলতে পারি 124 ধারায় যে সংজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি দূর করতে ইংল্যাণ্ডের আইনের নীতিসমূহ অনেক সময়ই অনুসরণ করা হয়েছে। কারণ, ইংল্যান্ডের আইন এ ব্যাপারে অনেক বেশি ব্যাপক।

The Secretary of State V. Bank of India — মোকদ্দমাটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একজন শেয়ারের দালাল একখানি সরকারি প্রত্যর্থপত্রের (Govt. Promissory Note) ধারকের (holder) স্বাক্ষর নকল (জাল) করে নিজের অনুকূলে পৃষ্ঠাঙ্কিত (Endorse) করে এবং Bank of Indiaকে হস্তান্তর করে। ব্যাঙ্ক (দালালের কাজকর্মকে) সরল বিশ্বাসে ঐ G.P. Note-র পরিবর্তে সরকারি অফিস থেকে নতুন প্রত্যর্থপত্র (G.P. Note) সংগ্রহ করে। এদিকে ধারক (holder) সব বিষয় জানার পরে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করেন ও ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। তারপর সরকার Bank of India-র বিরুদ্ধে ঐ ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করে। এই মোকদ্দমার বিচারপতি Lord Hulsbury রায় দেন যে, যখন এক পক্ষের অনুরোধে কেউ সরল বিশ্বাসে, অন্যায় হতে পারে, এরূপ সন্দেহ না করে কোন কার্য করেন এবং ঐ কার্যের দ্বারা যদি তৃতীয় পক্ষের অধিকার খর্ব বা হরণ হয়, তাহলে যিনি ঐ কার্য করবেন তিনি উক্ত অনুরোধকারীর (এক্ষেত্রে Bank of India) কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন। এখানে অব্যক্ত ক্ষতিপূরণের চুক্তি হয়েছে বলা হয়। তাই এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

124 ও 125 ধারায় অসম্পূর্ণতার জন্য বোম্বাই-এর একটি বিখ্যাত মোকদ্দমায় ইংল্যান্ডের আইনের নীতি প্রয়োগ করার কথা উল্লেখ আছে—(Gajanan V. Moreshar, 1942)।

৩.৮.১ ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার অধিকার

ভারতীয় চুক্তি আইনের 125 ধারায় বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা (indemnity-holder) ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দাতার (indemnifier) কাছ থেকে নিম্নলিখিত পাওনাগুলি পেতে পারেন—

(i) যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দাতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কোন বিষয়ে কোন মোকদ্দমার ক্ষতিপূরণ বাবদ খেসারত (damages) দেবেন;

(ii) যদি তিনি ক্ষতিপূরণের চুক্তি না থাকলে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যে রকম কাজ করতেন বা প্রতিশ্রুতি দাতার আদেশ অমান্য না করেন বা প্রতিশ্রুতি দাতা কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে উক্ত মোকদ্দমার জন্য কোন খরচ করতে বাধ্য হন, তাহলে উক্ত মোকদ্দমার যাবতীয় খরচ;

(iii) প্রতিশ্রুতি দাতার ক্ষমতাবলে বা ক্ষতিপূরণের চুক্তি না থাকলে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যা করতেন, সেরকম কিছু করলে, যা প্রতিশ্রুতি দাতার আদেশ বিরুদ্ধ নয়, তাহলে উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বা আপোষের (compromise) জন্য প্রদত্ত অর্থ।

৩.৮.২ ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দাতার অধিকার

ক্ষতিপূরণের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতার অধিকার সম্বন্ধে চুক্তি আইন ভীষণ ভাবে নীরব। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, চুক্তি আইন অনুযায়ী একজন জামিনদারের (Surety) অধিকারের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দাতার অধিকারের সাদৃশ্য রয়েছে।

৩.৮.৩ ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দাতার দায়

ভারতীয় চুক্তি আইনের ১২৫ ধারায় ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দাতার দায় বা দায়ের সময়ের কোন উল্লেখ নেই। তবে দেশের বিভিন্ন আদালতে যে সমস্ত মামলা হয়েছে, সেগুলি রায় থেকে এ সম্বন্ধে স্বচ্ছ একটা ধারণা জন্মায়। বিভিন্ন মামলায় রায়ে বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন ক্ষতি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি দাতাকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী করা যায় না। আবার কোন কোন মামলায় প্রকৃত ক্ষতির পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দাতার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কথা বলা হয়েছে [Osman Jamal & Sons V. Gopal]। এই মামলায় রায়ে বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণ কথার অর্থ এমন নয় যে, তা হল অর্থ প্রদানের পর সেই অর্থ পরিশোদ করা। ক্ষতিপূরণের চুক্তির ক্ষেত্রে, যাকে ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তিনি কোন কিছুর জন্য অর্থ প্রদান করবেন এটা আশা করা হয় না ("Indemnity so not given by repayment after payment. Indemnity requires that the party to be indemnified shall never be called upon to pay")।

৩.৯ জামিনের চুক্তি (Guarantee)

'জামিনের চুক্তি' আসলে প্রতিশ্রুতি পালনের চুক্তি অথবা তৃতীয় পক্ষ ব্যর্থ হলে তার দায় পালনের প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ কোন তৃতীয় পক্ষ যদি তার প্রতিশ্রুতি পালন বা দায় পরিশোধ না

করেন তহালে ঐ প্রতিশ্রুতি পালন বা দায় পরিশোধ করা হবে, এই মর্মে কোন চুক্তি হলে তাকে জামিনের চুক্তি বা জামিন বলা হয়—126 ধারা।

যে ব্যক্তি এভাবে তৃতীয় পক্ষের ব্যর্থতার জন্য প্রতিশ্রুতি পালন বা দায় পরিশোধের জামিন দেন, তাকে জামিনদার (Surety) এবং যার কার্যের খেলাপের জন্য এরূপ জামিন দেওয়া হয় তাকে মুখ্য দেনাদার (Principal Debtor) এবং যার নিকট জামিন দেওয়া হয়, তাকে পাওনাদার (creditor) বলা হয়।

উদাহরণ :

(ক) A 10,000 টাকা Bকে ধার দেয়। C, Aকে প্রতিশ্রুতি দেয় B ধার শোধ না করলে তিনি সেই ধার (10,000 টাকা) শোধ করবেন। এখানে C জামিনদার, B মুখ্য দেনাদার এবং A হল পাওনাদার।

৩.৯.১ জামিন চুক্তির অত্যাবশ্যক উপাদান

জামিন চুক্তিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকা বাঞ্ছনীয়—

(i) জামিন চুক্তিতে জামিনদার, মুখ্য দেনাদার ও পাওনাদার সকলের মত এক হতে হবে। অন্যথায় জামিন চুক্তি কার্যকর হয় না।

(ii) জামিন চুক্তিতে প্রাথমিকভাবে জামিনদার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কোন দায় থাকতে হবে। যদি কোনরূপ দায় থাকে, তাহলে জামিনের কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নাবালকের ঋণের ক্ষেত্রে জামিনের চুক্তি এর ব্যতিক্রম।

(iii) জামিন চুক্তি লিখিত বা মৌখিক দুই-ই হতে পারে। এবং স্পষ্টভাবে ব্যক্ত (expressed) বা অব্যক্ত (implied) হতে পারে।

(iv) জামিন চুক্তি ভারতীয় চুক্তি আইনের অংশ বিশেষ। সুতরাং, চুক্তি আইনের আবশ্যকীয় উপাদানগুলিও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে দুটি বিষয় লক্ষণীয়—

(১) বৈধ চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা অতি অবশ্যই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য হবে। কিন্তু জামিন চুক্তির ক্ষেত্রে মুখ্য-দেনাদার চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য হতে পারেন। এক্ষেত্রে জামিনদারকে মুখ্য দেনাদার বলে গণ্য করা হবে এবং তিনি ব্যক্তিগত সেই দায় মেটাতে বাধ্য থাকবেন; যদিও প্রকৃত মুখ্য-দেনাদার (যেমন-নাবালক) দায়ী নাও হতে পারে। [Kashiba V. Shripat, (1895)]

(২) জামিন চুক্তিতে মূল দেনাদার যে প্রতিদান পেয়ে থাকেন, তাই জামিনদারের পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। তাই আলাদাভাবে জামিনদারকে কোন প্রতিদান দেবার প্রয়োজন হয় না।

৩.৯.২ জামিনের প্রকারভেদ

জামিন চুক্তির উদ্দেশ্যেই হচ্ছে কোন ব্যক্তিকে ঋণ গ্রহণ, বা ধারে পণ্য ক্রয় বা চাকুরির ক্ষেত্রে জামিন দ্বারা সাহায্য করা। সাধারণ ভাবে জামিন তিন ধরনের হয়ে থাকে—

(১) ঋণ পরিশোধের জামিন;

(২) পণ্যের মূল্য পরিশোধের জামিন ও

(৩) চাকরির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ব্যবহার ও সততার জামিন।

জামিন বর্তমান বা ভবিষ্যৎ দায় বা ঋণের জন্য হতে পারে। আবার জামিন একটি মাত্র নির্দিষ্ট লেনদেন সম্পর্কে হতে পারে (সরল জামিন) বা একাধিক লেনদেন সম্পর্কেও হতে পারে (অবিরাম জামিন)।

সরল বা নির্দিষ্ট জামিন (Specific guarantee) : যখন কোন জামিন কোন একটি মাত্র নির্দিষ্ট লেনদেন বা ঋণ সম্পর্কে হয়ে থাকে, তখন তাকে সরল বা নির্দিষ্ট জামিন বলে। এক্ষেত্রে, চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি পালন বা দায় পরিশোধ করা হলে সরল জামিন শেষ হয়।

অবিরাম জামিন (Continuing guarantee) : ভারতীয় চুক্তি আইনের 129 ধারায় বলা হয়েছে, যখন একাধিক লেনদেন সম্পর্কে জামিন দেওয়া হয়, তখন তাকে অবিরাম জামিন বলে। এই জামিন যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যাহার করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জামিনদারের দায় শেষ হবে না।

উদাহরণ :

(ক) A তার জমিদারীতে Bকে খাজনা আদায়ের জন্য নিযুক্ত করবে এই শর্তে C, A এর কাছে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, B কর্তৃক সঠিক খাজনা আদায় ও অর্পনের জন্য C 10,000 টাকা পর্যন্ত দায়ী থাকবেন। এটি একটি অবিরাম জামিন।

(খ) A একজন খুচরা বিক্রেতা Bকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, C সময় সময় যা ক্রয় করবেন তার 10,000 টাকা পর্যন্ত তিনি নিজে (A) দায়ী থাকবেন। বেশ কিছু দিন পর C 800 টাকা পণ্য ক্রয় করে পরিশোধ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে A-র জামিন অবিরাম হওয়ার জন্য A, Bকে ঐ 800 টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

৩.৯.৩ অবিরাম জামিন প্রত্যাহার

নিম্নলিখিত উপায়ে অবিরাম জামিন প্রত্যাহার হতে পারে :

(১) **বিজ্ঞপ্তি দ্বারা** (By notice) — অবিরাম জামিনের ক্ষেত্রে জামিনদার যে কোন সময় বিজ্ঞপ্তি (Notice) দ্বারা পাওনাদারকে ভবিষ্যৎ লেনদেন সম্পর্কে অবিরাম জামিন প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বের লেনদেন সমূহের জন্য জামিনদার অতি অবশ্যই দায়ী থাকবেন — 130 ধারা।

উদাহরণ : A, B-র সমর্থনে Cকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আগামী ১২ মাসের মধ্যে C 10,000 টাকা পর্যন্ত যা ধার দিবেন, B পরিশোধ করতে না পারলে A তা Cকে পরিশোধ করবেন। কিন্তু ৩ মাস পর A বিজ্ঞপ্তি দ্বারা Cকে অবিরাম-জামিন প্রত্যাহার করার কথা জানান। ইতিমধ্যে C, Bকে 3,000 টাকা ধার দিয়েছেন। বিচারে ধার্য হয় যে, বিজ্ঞপ্তির পরবর্তীকালে C, Bকে যে পরিমান ধার দেবেন তার জন্য A দায়ী হবেন না। কিন্তু B যদি ঐ 3,000 টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন তবে সেক্ষেত্রে A তা C পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ হবেন। [Offord V. Davies, (1862)]

(২) **জামিনদারের মৃত্যু দ্বারা** (By death of surety) — বিপরীত কোন চুক্তি না থাকলে, জামিনদারের মৃত্যুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ লেনদেন সম্পর্কে অবিরাম জামিন প্রত্যাহৃত হবে— 131 ধারা। এক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্বেকার লেনদেনের জন্য জামিনদারের সম্পত্তি দায়বদ্ধ থাকবে।

(৩) **অন্যান্য উপায়ের দ্বারা** (By other modes) —

উপরে বর্ণিত দুইটি উপায় ভিন্ন অন্যান্য কয়েকটি উপায়ে, সাধারণ চুক্তি যেভাবে প্রত্যাহৃত হয়, সেই একই ভাবে অবিরাম জামিন প্রত্যাহৃত হয়ে থাকে। যেমন—

(i) নবীকরণ—62 ধারা।

(ii) চুক্তির মুখ্য কোন শর্ত পরিবর্তন—133 ধারা।

(iii) মুখ্য দেনাদারের দায় মুক্তি বা দায় পরিশোধ—134 ধারা।

(iv) পাওনাদার ও মুখ্য দেনাদারের মধ্যে কোন আপোষ—135 ধারা।

(v) পাওনাদারের দ্বারা এমন কার্য করা বা না করা যার জন্য জামিনদারের অধিকারের কোন ক্ষতি সাধিত হয়—139 ধারা।

(vi) পাওনাদার যেক্ষেত্রে মুখ্য দেনাদার কর্তৃক বন্ধকী জিনিস হারিয়ে ফেলেন, সেক্ষেত্রে জামিনদারের দায়ের অব্যাহতি ঘটে—141 ধারা।

৩.৯.৪ জামিনদারের দায়ের সীমা

১. **জামিনদারের দায়ের প্রকৃতি**—জামিন চুক্তিতে অনুরূপ কোন শর্ত না থাকলে জামিনদারের দায় মুখ্য দেনাদারের সঙ্গে সমান হয়। অর্থাৎ বিপরীত কোন চুক্তি না থাকলে মুখ্য-দেনাদারের সমপরিমাণ দায় জামিনদারকেও বহন করতে হয়—128 ধারা।

উদাহরণ : A, B এর জামিন Cকে 10,000 টাকা ধার দেয়। নির্দিষ্ট সময় পরে C টাকা দিতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে B পুরো 10,000 টাকা Aকে পরিশোধ করতে বাধ্য হবেন।

জামিনদার পাওনাদারের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, যার জন্য ইতিমধ্যে মুখ্য-দেনাদার পাওনাদারের কাছে দায়বদ্ধ আছেন। অর্থাৎ, জামিনদারের দায় মুখ্য দেনাদারের থেকে কম বা বেশি হয় না। কিন্তু বিশেষ চুক্তি দ্বারা জামিনদারের দায় মুখ্য দেনাদারের দায় থেকে কম হতে পারে। কিন্তু কোনভাবেই বেশি হতে পারে না। চুক্তিবহির্ভুত কোন কারণের জন্যই জামিনদারকে দায়ী করা যায় না। যদি বিপরীত কোন শর্ত না থাকে, তবে পাওনাদার প্রাপ্যের জন্য প্রথমেই মুখ্য দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা না করে সরাসরি জামিনদারের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করতে পারেন। এটা অবশ্য পাওনাদারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

২. **জামিনদারের দায়ের সীমাবদ্ধতা**—যদিও সাধারণ ভাবে জামিনদারের দায় মুখ্যদেনাদারের সঙ্গে সমান, তথাপি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জামিনদার তার দায়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট মূল্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন। মুখ্য দেনাদার ব্যর্থ হলে জামিনদার সেই সীমাবদ্ধ মূল্য পর্যন্তই দায়বদ্ধ থাকবেন। মুখ্য দেনাদারের কোন কার্যের দ্বারাই জামিনদার এই সীমাবদ্ধ দায়ের চেয়ে বেশি মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন না।

উদাহরণ : A, Bকে 5,000 টাকা মূল্যের পন্য সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে B-র অনুকূলে C, Aকে 3,000 টাকা পর্যন্ত জামিন দেন। B টাকা দিতে অসমর্থ হন। এক্ষেত্রে 3,000 টাকার জন্য A-র কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৩.৯.৫ জামিনদারের দায়মুক্তি

জামিনদার যখন তার দায় পালন থেকে অব্যাহতি পান, তখন বলা হয় দায়মুক্তি ঘটেছে। নিম্নলিখিত উপায়ে জামিনদারের দায়মুক্তি ঘটে থাকে—

(১) **প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা** (by notice of revocation) — [এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।]

(২) **জামিনদারের মৃত্যু দ্বারা** (by death of surety) — [এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।]

(৩) **চুক্তির শর্ত পরিবর্তন দ্বারা** (by change in terms of contracts) — জামিনদারের বিনা সম্মতিতে যদি চুক্তির কোন শর্ত পরিবর্তন করা হয়, তবে চুক্তির শর্ত পরিবর্তনের পরবর্তী কাজ কর্মের জন্য জামিনদার দায়মুক্ত হন। কিন্তু শর্ত পরিবর্তনের পূর্ববর্তী কাজ কর্মের জন্য জামিনদার অবশ্যই দায়বদ্ধ থাকবেন। কিন্তু যেক্ষেত্রে জামিনদার অনেকগুলি কাজের জন্য দায়বদ্ধ, সেক্ষেত্রে কোন একটির চুক্তির শর্ত পরিবর্তন দ্বারা সবকটির দায় পালন করা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র যে চুক্তিটির শর্ত পরিবর্তন করা হয়েছে (জামিনদারের বিনা সম্মতিতে) সেটির দায়বদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়—133 ধারা।

(৪) **মুখ্য দেনাদারের দায়মুক্তি** (Discharge of principal) — পাওনাদার ও মুখ্য দেনাদারের মধ্যে কোন চুক্তি দ্বারা বা পাওনাদারের কোন কার্য দ্বারা মুখ্য দেনাদারের দায়মুক্তি ঘটলে জামিনদার তার প্রতিশ্রুত দায় পালন হতে অব্যাহতি পাবেন — 134 ধারা।

(৫) **মুখ্য-দেনাদারের সঙ্গে আপোষ দ্বারা** (By compounding with principal debtor) — যেক্ষেত্রে জামিনদারের বিনা সম্মতিতে পাওনাদার মূল দেনাদারকে মোট ঋণের খানিক অংশ মকুব করেন, বা ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দেন, বা মামলা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন, সেক্ষেত্রে জামিনদার দায়মুক্ত হন — 3 ধারা।

(৬) **বিলম্বের দ্বারা** (By delay) — পাওনাদার তার প্রাপ্যের জন্য মামলা করতে দেরি করলে জামিনদার দায়মুক্ত হন না। কিন্তু যদি এব্যাপারে কোন চুক্তি হয়ে থাকে তবে এরূপ বিলম্বের দ্বারা জামিনদার তার দায় পালন হতে অব্যাহতি পাবেন — 137 ধারা।

(৭) **পাওনাদারের এমন কোন কার্য বা কার্যের বিরতি যার দ্বারা জামিনদারের প্রতিকার ব্যাহত হয়** (By creditor's act or omission impairing surety's eventual remedy) — পাওনাদার যদি এমন কিছু কার্য করেন যা জামিনদারের অধিকার বিরুদ্ধ বা পাওনাদারের যে কাজ করা কর্তব্য ছিল তা থেকে বিরত ছিলেন এবং এর পরিণামে মুখ্য দেনাদারের বিরুদ্ধে জামিনদারের প্রতিকার ব্যাহত হয়, তাহলে জামিনদার দায় পালন থেকে মুক্তি পাবেন — 139 ধারা।

(৮) **জামানত নষ্টের জন্য** (By loss of security) — মুখ্য দেনাদার পাওনাদারের কাছে যে জামানত (security) রেখেছিলেন তা যদি পাওনাদার কোন নষ্ট করেন বা জামিনদারের বিনা সম্মতিতে কাউকে দিয়ে দেন তাহলে জামানতের মূল্য পর্যন্ত জামিনদারের দায় হ্রাস পাবে — 141 ধারা।

(৯) **মিথ্যাবর্ণনার দ্বারা জামিন আদায়** (Guarantee obtained by misrepresentation) — পাওনাদার যদি মিথ্যাবর্ণনার দ্বারা জামিন আদায় করে থাকেন তবে জামিনদার ঐ দায় পালন হতে অব্যাহতি পান — 143 ধারা।

(১০) **তথ্য গোপন দ্বারা** (By concealment of fact) — কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করে পাওনাদার যদি জামিন চুক্তি করে থাকেন, তবে জামিনদার দায় পালন থেকে মুক্ত হন — 143 ধারা।

(১১) **সহ-জামিন পাওয়ার ব্যর্থতা** (Failure of co-surety to join a surety) — যেক্ষেত্রে যুগ্ম বা সহ-জামিন চুক্তির শর্ত, সেক্ষেত্রে সহ-জামিন (co-surety) চুক্তিভুক্ত না হলে জামিন চুক্তি কার্যকরী হয় না। তাই এক্ষেত্রে জামিন চুক্তির কোন দায় সৃষ্টি হয় না — 144 ধারা।

৩.৯.৬ ক্ষতিপূরণের চুক্তি ও জামিনের চুক্তির মধ্যে পার্থক্য

ক্ষতিপূরণের চুক্তি	জামিনের চুক্তি
(i) এক্ষেত্রে চুক্তিতে দুটি পক্ষ থাকে, যথা— ক্ষতিপূরণ প্রতিশ্রুতি-দাতা ও ক্ষতিপূরণ প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা।	(i) এক্ষেত্রে চুক্তিতে তিনটি পক্ষ থাকে, যথা— (১) জামিনদার, (২) মুখ্য দেনাদার ও (৩) পাওনাদার।
(ii) এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রতিশ্রুতি দাতার দায় মুখ্য (Primary) এবং স্বাধীন, অর্থাৎ অন্য কারও প্রতিশ্রুতি পালনের উপর এই চুক্তি পালন নির্ভর করে না।	(ii) এক্ষেত্রে জামিনদারের দায় হল গৌণ (Secondary)। মূল দেনাদার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সেই দায় জামিনদারের উপর বর্তায়।
(iii) ক্ষতিপূরণের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার অনুরোধ অনুসারে প্রতিশ্রুতি দাতার কার্য করার প্রয়োজন হয় না।	(iii) দেনাদারের অনুরোধ অনুসারে জামিনদার জামিন দিয়ে থাকেন।
(iv) কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতাকেই ক্ষতিপূরণ বহন করতে হয়।	(iv) জামিন চুক্তির ক্ষেত্রে পাওনাদারের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করার পর জামিনদার প্রয়োজনে মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন।
(v) এক্ষেত্রে একটি মাত্র চুক্তি হয় প্রতিশ্রুতি দাতা ও প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার মধ্যে।	(v) এক্ষেত্রে তিনটি চুক্তি বর্তমান যথা— (১) জামিদার ও পাওনাদারের মধ্যে; (২) জামিনদার ও দেনাদারের মধ্যে ও (৩) দেনাদার ও পাওনাদারের মধ্যে;
(vi) যেক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতি সংঘটিত হয়, তখন ক্ষতিপূরণের চুক্তি কার্যকরী হয়, অন্যথায় নয়।	(vi) এক্ষেত্রে আগে থেকেই বর্তমান কোন দায়ের জন্যই জামিনদার জামিন দিয়ে থাকেন।

৩.৯.৭ জামিনদারের অধিকার

সাধারণত জামিনদারের তিন ধরনের অধিকার থাকে—

(১) পাওনাদারের বিরুদ্ধে; (২) মুখ্য দেনাদারের বিরুদ্ধে;

(৩) সহ-জামিনদারের বিরুদ্ধে;

(১) **পাওনাদারের বিরুদ্ধে অধিকার** (Right against creditor) — পাওনাদার যতক্ষণ না তার পাওনার জন্য মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে দাবি জানাচ্ছেন জামিনদার তার প্রতিশ্রুত দায় প্রতিশোধ করতে বাধ্য নন। তবে এক্ষেত্রে পাওনা দাবি করতে গিয়ে পাওনাদারের কোন খরচ হলে জামিনদার সেই ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য থাকবেন।

জামিনদার যে ক্ষেত্রে সততার জামিন (fidelity guarantee) দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে, যে ব্যক্তির জন্য জামিন দিয়েছেন তার কোন অসততা প্রমাণিত হলে তার নিয়োগ বাতিল করার জন্য নিয়োগকর্তাকে (employer) অনুরোধ করতে পারেন।

যে মুখ্য পাওনাদারের দেনাদারের নিকট থেকে কিছু পাওনা থাকে, সেক্ষেত্রে জামিনদার তা পাওনাদারের কাছ থেকে দাবি করতে পারেন বা দায় পরিশোধ করার সময় তা মোট পাওনা থেকে বাদ দিতে পারেন [Bechevaise V. Lewis, (1872)]।

অনেক সময় চুক্তি সম্পাদনের সময় মুখ্য দেনাদার পাওনাদারের কাছে জামানত (security) রেখে থাকেন। জামিনের চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে জামিনদার সেই জামানতের সুবিধা ভোগ করেন। জামিন চুক্তি সম্পাদনের সময় জামিনদার এই জামানত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন কিনা তা এক্ষেত্রে অবান্তর— 141 ধারা।

উদাহরণ : A, B-র জামিনের ভিত্তিতে Cকে 5,000 টাকা ধার দেয়। A, C-র থেকে ইহার পরিবর্তে নির্দিষ্ট মূল্যের সম্পতি বন্ধক (pledge) রেখেছেন। C কিছুদিন পর দেউলিয়া (insolvent) ঘোষিত হন। A প্রাপ্য অর্থের জামিনদার B-র বিরুদ্ধে মামলা করেন। বিচারে ধার্য হয়, C কর্তৃক যে সম্পতি A-র কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল, তার সমপরিমাণ মূল্য তার দায় পালন হতে অব্যাহতি পারে।

(২) **মুখ্য দেনাদারের বিরুদ্ধে অধিকার** (Right against principal debtor) — জামিনদার যখন প্রতিশ্রুতি মত তার সমস্ত দায় পরিশোধ করেন তখন তিনি পাওনাদারের সেই সকল অধিকারগুলি ভোগ করেন, ঋণ পরিশোধ করার পূর্বে যেগুলি পাওনাদার মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে ভোগ করতেন—140 ধারা।

জামিনদার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দায় পরিশোধ করার পূর্বে দেনাদারকে এই বলে জোর করতে পারেন যে, তিনি যেন পাওনাদারকে ঋণ পরিশোধ করে তাকে দায় পালন হতে মুক্ত করেন।

জামিন চুক্তির ক্ষেত্রে নিহিত (implied) প্রতিশ্রুতি থাকে যে, মুখ্য দেনাদার জামিনদারকে যথার্থ ক্ষতিপূরণ করবেন এবং জামিনদার যা যথার্থ ভাবে খরচ করবেন, তা তিনি মুখ্য দেনাদারের থেকে আদায় করতে পারবেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাওনাদারকে দায় (ঋণ) পরিশোধ করার পর তিনি মুখ্য দেনাদারের পাওনাদার হিসাবে পরিগণিত হন।

উদাহরণ : A, Bকে ধার দেন C-র উপযুক্ত জামিনের পরিপ্রেক্ষিতে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে

A, C-র থেকে টাকা ফেরত চান। C তা দিতে অস্বীকার করেন। A, C-র বিরুদ্ধে মামলা করেন। যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকার জন্য C এই মামলা লড়তে সম্মত হন। বিচারের রায় অনুসারে C মূল দাবি ও মামলার খরচ Aকে দিতে বাধ্য হন। C এই সমপরিমাণ টাকা B-র কাছ থেকে পাবার অধিকারী। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কারণে C যদি মামলা না লড়ে থাকেন, তাহলে তিনি শুধুমাত্র মূল দাবির অর্থই পাবেন, মামলা সংক্রান্ত কোন খরচ B এর কাছ থেকে আদায় করতে পারবেন না।

(৩) **সহ-জামিনদারের বিরুদ্ধে অধিকার** (Right against co-sureties) — যখন কোন ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি হিসাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি জামিন দিয়ে থাকেন, তাদের সহ-জামিনদার বলা হয়। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সহ-জামিনদাররা নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি অংশের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। অবশ্য কোনরূপ শর্ত না থাকলে সহ-জামিনদাররা সমান ভাবে দায়বদ্ধ থাকেন — 146 ধারা।

উদাহরণ : (ক) G_1, G_2 এবং G_3 তিন জন একত্রে C এর নিকট D এর জন্য জামিন দেন। C, Dকে 3,000 টাকা ঋণ দেন। নির্দিষ্ট সময়ে D টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। কোনরূপ চুক্তি না থাকায় D-র ঋণ G_1, G_2 ও G_3 তিনজনে সমপরিমাণ অর্থাৎ ১,০০০ টাকা করে দিতে বাধ্য থাকবেন।

(খ) G_1, G_2 ও G_3 তিনজনে একত্রে C এর নিকট D এর জন্য জামিন দেন। C, Dকে A 3,000 টাকা ঋণ দেন। তারা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করেন যে, G_1 — ১/৬, G_2 — ১/৩, ও G_3 — ১/২ অংশের জন্য দায়ী থাকবেন। D নির্দিষ্ট সময় পরে সেই ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন। ফলে, এই দায় গিয়ে পড়ে সহ-জামিনদারদের উপর। এক্ষেত্রে G_1 এর দায় 500 টাকা, G_2 এর দায় A 1000 টাকা, এবং G_2 এর দায় 1500 টাকা।

যেক্ষেত্রে সহ-জামিনদাররা ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের জন্য জামিন দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়ের সীমার মধ্যে তারা সমান ভাবে দায় বন্টন করে নেবেন — 147 ধারা।

যখন পাওনাদার কোন একজন সহ-জামিনদারকে দায় পালন হতে অব্যাহতি দেন, তখন অন্যান্য সহ-জামিনদাররা দায় পালন হতে অব্যাহতি পান না। আবার, যে হ-জামিনদার দায় পালন হতে অব্যাহতি পেয়েছেন তিনি কিন্তু তার সহ-জামিনদারের কাছে অন্য ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকতে পারেন — 138 ধারা।

উদাহরণ :

(ক) G_1, G_2 ও G_3 যথাক্রমে 1,000 টাকা, 2,000 টাকা এবং 4,000 টাকার জন্য D এর হয়ে C এর কাছে জামিন দেন। D তার ঋণের 3,000 টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে G_1, G_2 ও G_3 প্রত্যেকে 1,000 টাকার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

(খ) G_1, G_2 ও G_3 যথাক্রমে 1,000 টাকা, 2,000 টাকা এবং 4,000 টাকার জন্য D এর অনুকূলে C এর কাছে জামিন দেন। D তার ঋণের 4,000 টাকা পরিশোধ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে, G_1 1000 টাকা এবং G_2 ও G_3 প্রত্যেকে 1,500 টাকার দায়বদ্ধ থাকবেন।

(গ) G_1, G_2 ও G_3 যথাক্রমে 1,000 টাকা, 2,000 টাকা এবং 4,000 টাকার জন্য D এর অনুকূলে C এর নিকট জামিন দেন। D তার মোট ঋণের 6,000 টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে G_1 1000 টাকা, G_2 2,000 টাকা ও G_3 A 3000 টাকারজন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

৩.১০ গচ্ছিত প্রদানের (Bailment) সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

কোন দ্রব্যের আদান প্রদানের জন্য দুটি পক্ষের প্রয়োজন হয়। এবং দুটি পক্ষ তাদের নিজেদের কাজের মাধ্যমে উভয়ের কাছেই দায়বদ্ধ হন। যখন কোন চুক্তির মাধ্যমে দুটি পক্ষের মধ্যে কোন দ্রব্যের আদান প্রদান হয় এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যই আদান প্রদান হয় এই মর্মে, যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে পণ্যের প্রত্যর্পন হবে, তাকে গচ্ছিত প্রদান বলে। সুতরাং গচ্ছিত প্রদানে দুটি পক্ষ আবশ্যক। যে ব্যক্তি বস্তু অর্পন করেন তাকে গচ্ছিতদাতা এবং যাকে বস্তু অর্পন করা হয় তাকে গচ্ছিতগ্রহীতা বলে। গচ্ছিতদাতা এবং গচ্ছিত গ্রহীতা উভয়েই কিছু অধিকার এবং কর্তব্য ভোগ করে। আবার নির্দিষ্ট সময় পরে বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের পরে গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কোন এক পক্ষের হয়ে কোন কাজ করে দেওয়াকে প্রতিনিধিত্ব বলে। যাঁর হয়ে কাজ করা হয় তাঁকে মুখ্য ব্যক্তি (Principal) এবং যিনি কাজ করেন তাকে প্রতিনিধি (Agent) বলে। এবং মুখ্য ব্যক্তি ও প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্ককে প্রতিনিধিত্ব (Agency) বলে। বিভিন্ন প্রকারের প্রতিনিধি সমাজে রয়েছে। দালাল, নিলামদার, আড়তদার ইত্যাদি। দুই পক্ষের কার্যের দ্বারা বা আইনের ক্রিয়ার দ্বারা প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য কোন বস্তু প্রদান করেন এই চুক্তিতে যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে ঐ বস্তু আবার ফেরত দেওয়া হবে, অথবা প্রদানকারীর ইচ্ছা অনুসারে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে তাকে গচ্ছিত প্রদান বলা হয় — 148 ধারা।

যে ব্যক্তি বস্তু প্রদান করেন তাকে গচ্ছিতদাতা (Bailor) এবং যাকে বস্তু প্রদান করা হয় তাকে গচ্ছিতগ্রহীতা (Bailee) বলে। এবং এই রকম লেনদেনকেই "গচ্ছিত প্রদান" বলা হয়।

উদাহরণ : 'ক' তার একটি বই 'খ'কে কিছুদিনের জন্য পড়তে ও তার কাছে রাখতে দেয়।

এক্ষেত্রে 'ক' হলো গচ্ছিতদাতা এবং 'খ' হলো গচ্ছিত গ্রহীতা।

গচ্ছিত প্রদানের কতকগুলি উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য থাকবে। অর্থাৎ গচ্ছিত প্রদান হতে হলে নিম্নলিখিত কিছু উদ্দেশ্য পূরণ হতে হবে।

(১) অর্পন—এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বস্তু অর্পন করবে।

(২) উদ্দেশ্য—বস্তু অর্পন বা প্রদান করা হবে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

(৩) প্রত্যর্পন—গচ্ছিত প্রদানের ক্ষেত্রে এই মর্মে লিখিত চুক্তি থাকে যে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে এই বস্তু পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে বা গচ্ছিত দাতার কথা মতো ঐ বস্তুর ব্যবস্থা হবে।

(৪) মালিকানা—গচ্ছিত প্রদানের ক্ষেত্রে বস্তুর মালিকানার কোন পরিবর্তন হয় না। অর্পিত বস্তুর মালিকানা গচ্ছিতদাতার কাছেই থাকবে।

(৫) অস্থাবর সম্পত্তি—বস্তু অর্থে অস্থাবর সম্পত্তিকে বোঝায় (movable property)। অর্থকে যেহেতু অস্থাবর বস্তু বলে মনে করা হয় না তাই অর্থপ্রদান গচ্ছিত প্রদানের অন্তর্ভুক্ত নয়।

গচ্ছিত প্রদানের প্রকারভেদ—ইংরাজি আইনের একটি বিখ্যাত মামলায় (Coggs Vs. Barnard) Lord Hott গচ্ছিত প্রদানকে ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেন।

১। জমা দেওয়া, বস্তু অর্পন ও নিরাপদে রক্ষার জন্য;

২। বিনা লাভে ধার দেওয়া;

৩। বন্ধক রাখা;

৪। ভাড়া;

৫। বহন এবং মেরামত করা;

৬। বিনা পারিশ্রমিকে কোন বস্তু বহন করা বা মেরামত করা।

■ গচ্ছিতগ্রহীতার এবং গচ্ছিতদাতার কর্তব্য

গচ্ছিত প্রদানের ক্ষেত্রে গচ্ছিত গ্রহীতার কিছু কর্তব্য থাকে—

(১) **উপযুক্ত যত্ন নেওয়া**—গচ্ছিত গ্রহীতার কর্তব্য হলো গচ্ছিত দ্রব্যের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া। অর্থাৎ সাধারণ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন লোক যে প্রকার যত্ন নিয়ে থাকেন, সেই প্রকার যত্নবান হবেন গচ্ছিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে। সাধারণ যত্ন নেওয়ার পরেও যদি গচ্ছিত দ্রব্যের কোন ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে গচ্ছিত গ্রহীতা দায়ী থাকবেন না। — 152 ধারা।

(২) **ভৃত্যের অবহেলা**—গচ্ছিতগ্রহীতার ভৃত্যের অবহেলায় যদি কোন বস্তুর সঠিক যত্ন না হয় এবং তার জন্য যদি গচ্ছিতগ্রহীতার বস্তুর ক্ষতি হয় তা হলে গচ্ছিত গ্রহীতা দায়ী থাকে। সাধারণ যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা গচ্ছিত বস্তুর ক্ষতি হয় তারজন্য গচ্ছিতগ্রহীতা দায়ী হবেন না। (Sanderson V. Collins)

(৩) **অননুমোদিত ব্যবহার** — গচ্ছিতগ্রহীতা যদি এমনভাবে বস্তুটির ব্যবহার করেন যা গচ্ছিত প্রদান চুক্তির বহির্ভুত, তাহলে সকল রকমের ক্ষতির জন্য তিনি দায়ী থাকবেন। এবং তার জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

(৪) **গচ্ছিতদাতার বস্তু ও গচ্ছিতগ্রহীতার বস্তুর মিশ্রণ** — গচ্ছিতগ্রহীতা যদি নিজের বস্তুর সঙ্গে গচ্ছিতদাতার বস্তু মিশ্রিত করেন তাহলে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রযুক্ত হবে :—

(ক) যদি গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিত দাতার সম্মতিক্রমে নিজ বস্তুর সঙ্গে গচ্ছিত বস্তু মিশ্রিত করেন, তা হলে নিজ নিজ অংশের অনুপাতে ঐ মিশ্রিত বস্তুতে অধিকারী হবেন। — 155 ধারা।

(খ) যদি গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিতদাতার বিনা সম্মতিক্রমে নিজ বস্তুর সঙ্গে গচ্ছিতবস্তু মিশ্রিত করেন, তাহলে ঐ বস্তু যদি পৃথক করা যায় তাহলে ঐ পৃথক অংশের মালিকানা দুভাগে ভাগ হবে নিজ নিজ অংশের অনুপাতে। কিন্তু যদি তা পৃথক করা না যায়, তাহলে গচ্ছিত বস্তুর যদি ক্ষতি হয় তার জন্য ক্ষতিপূরণের দায় গচ্ছিত বহন করতে বাধ্য থাকবেন। — 156 ধারা।

(৫) **বস্তু প্রত্যর্পনের দায়িত্ব** — নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে বিনা দাবিতে গচ্ছিত বস্তু ফেরৎ দেওয়া বা প্রত্যর্পন করা গচ্ছিত গ্রহীতার কর্তব্য — 160 ধারা।

যদি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে ঐ দ্রব্য প্রত্যর্পন করা না হয়, এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরে যদি ঐ দ্রব্যের কোন ক্ষতি হয় তাহলে তার জন্য গচ্ছিত গ্রহীতা দায়ী থাকবেন। — 161 ধারা।

(৬) **গচ্ছিত বস্তুর পরিবৃদ্ধি** — কোন বিপরীত চুক্তি না থাকলে, গচ্ছিত বস্তু হতে যে লাভ জন্মায় বা গচ্ছিত বস্তুর পরিবৃদ্ধি হয় তাহলে ঐ লাভ গচ্ছিত গ্রহীতা গচ্ছিতদাতাকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

উদাহরণ : A তার একটি গরু দেখাশুনার জন্য B এর কাছে রাখল। পরে গরুটির একটি বাছুর জন্মায়। B গরুর সঙ্গে বাছুরটিও ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন।

গচ্ছিত প্রদানের ক্ষেত্রে গচ্ছিতদাতারও কিছু কর্তব্য থাকে :—

(১) **গচ্ছিত বস্তুর ত্রুটি প্রকাশ করা গচ্ছিতদাতার কর্তব্য** — গচ্ছিত বস্তুর যে সকল ত্রুটি আছে অর্থাৎ ঐ বস্তুর ব্যবহারে যা বাধার সৃষ্টি করে এবং গচ্ছিত গ্রহীতাকে বাধার সম্মুখীন হতে হয় তা প্রকাশ করা গচ্ছিতদাতার কর্তব্য। ঐ ব্যাপার প্রকাশ করা না হলে গচ্ছিত গ্রহীতার যদি প্রত্যক্ষভাবে কোন ক্ষতি হয় তাহলে তার জন্য গচ্ছিতদাতা দায়ী থাকবেন। যদি বস্তুটি ভাড়া দেওয়া হয়, তা হলে ঐ বস্তুর ত্রুটি সম্পর্কে গচ্ছিতদাতা অবহিত থাকুন বা না থাকুন তাকে ক্ষতির জন্য দায়ী থাকতে হবে। — 150 ধারা।

উদাহরণ : A এর একটি বাড়ি B ভাড়া করে। গাড়িটি একটু খারাপ ছিল। A তা জানতো না। সুতরাং A, Bকে বলার কোন কারণ ছিল না। B আঘাত প্রাপ্ত হয়। এই আঘাতের জন্য A দায়ী থাকবে।

(২) **গচ্ছিত বস্তুর ব্যয়বহন** — যে ক্ষেত্রে গচ্ছিত প্রদানের শর্ত অনুযায়ী গচ্ছিত গ্রহীতা কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না; যেখানে গচ্ছিত গ্রহীতা গচ্ছিত বস্তুর উপর যে ব্যয় বহন করেন তা গচ্ছিতদাতা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। — 158 ধারা।

(৩) **মালিকানার গৌন শর্ত ভঙ্গের দায়িত্ব** — গচ্ছিত বস্তু গচ্ছিত প্রদান করবার বা তা ফেরৎ নেওয়ার বা সেই সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করার অধিকার গচ্ছিত দাতার না থাকার ফলে গচ্ছিত গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে, গচ্ছিত দাতা ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবেন। — 146 ধারা।

উদাহরণ : A এর বিনা অনুমতিতে B, A এর গাড়ি Cকে ধার দেয়। A, C এর বিরুদ্ধে মামলা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করে। C, B এর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরৎ পাওয়ার অধিকারী।

■ গচ্ছিত গ্রহীতা ও গচ্ছিতদাতার অধিকার

গচ্ছিত প্রদানে গচ্ছিত গ্রহীতার কিছু অধিকার থাকে—

(১) **কর্তব্য পালনে বাধ্য করানো**—গচ্ছিত গ্রহীতা আদালতের সাহায্যে গচ্ছিতদাতাকে সকল প্রকার কর্তব্য পালনে বাধ্য করতে পারেন।

(২) **যৌথ মালিকগণ কর্তৃক গচ্ছিত প্রদান**—যদি কোন বস্তুর যৌথ মালিকগণ কোন বস্তু গচ্ছিত প্রদান করেন তা হলে বিপরীত কোন চুক্তি না থাকলে, গচ্ছিত গ্রহীতা, অপর মালিকদের বিনা অনুমতিতে কোন একজন যৌথ মালিককে বা তাঁর নির্দেশ অনুসারে ঐ বস্তু প্রদান করতে পারেন।— 165 ধারা।

(৩) **স্বত্বহীন বস্তুর উপরে গচ্ছিত গ্রহীতার কোন দায়িত্ব নেই** — যদি গচ্ছিতদাতার গচ্ছিত বস্তুর উপরে কোন স্বত্ব না থাকে এবং গচ্ছিত গ্রহীতা যদি সরল বিশ্বাসে তাকে বা তার নির্দেশ অনুসারে প্রদান করেন, তাহলে প্রত্যর্বনের জন্য গচ্ছিত গ্রহীতার কোন দায়িত্ব থাকবে না।—166 ধারা।

(৪) **গচ্ছিত গ্রহীতার পূর্বস্বত্ব**—যেক্ষেত্রে গচ্ছিত গ্রহীতা গচ্ছিত প্রদানের জন্য দক্ষতা ও শ্রম ব্যয় করেন সেক্ষেত্রে কোন বিপরীত চুক্তি না থাকলে ঐ কাজের জন্য পারিশ্রমিক না পাওয়া পর্যন্ত ঐ বস্তু আটক রাখা অধিকারী।—170 ধারা। ঐ অধিকারকে গচ্ছিত গ্রহীতার পূর্বস্বত্ব বলে।

উদাহরণ : একটি অপরিস্কার হীরা খণ্ডিত ও পালিশ করার জন্য A, Bকে প্রদান করে। B কাজটি সম্পাদন করেন। B যতদিন না তা কাজের পারিশ্রমিক পাবেন ততদিন পর্যন্ত পাথরটি আটকে রাখার অধিকারী।

গচ্ছিত প্রদানে গচ্ছিত দাতারও কিছু অধিকার থাকে—

(১) **কর্তব্য পালনে বাধ্য করানো**—গচ্ছিতদাতার আদালতের সাহায্যে গচ্ছিত গ্রহীতাকে তার সমস্ত কর্তব্য পালনে ও দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে পারেন।

(২) **শর্ত বিরুদ্ধ কার্য করলে চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য হয়** — গচ্ছিত গ্রহীতা গচ্ছিত বস্তু সম্পর্কে গচ্ছিত প্রদানের শর্ত বিরুদ্ধ কোন কাজ করলে, গচ্ছিতদাতার ইচ্ছানুসারে গচ্ছিত প্রদানের চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য হবে,—153 ধারা।

উদাহরণ : C তার ঘোড়াটি চড়ার জন্য Dকে ভাড়া দেয়। D ঘোড়াটিকে গাড়িতে ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে C এর ইচ্ছানুসারে গচ্ছিত প্রদানের শর্ত নিষ্ফলযোগ্য হবে।

(৩) **নিঃশুল্ক গচ্ছিত প্রদানের ইচ্ছানুযায়ী প্রত্যর্পনের দাবি করা যায়**—যে ক্ষেত্রে কোন বস্তু নিঃশুল্ক গচ্ছিত প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে তা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা কোন উদ্দেশ্যের জন্য হলেও গচ্ছিত দাতা তার ইচ্ছানুযায়ী ঐ বস্তুর দাবি করতে পারেন। কিন্তু গচ্ছিত গ্রহীতা যদি গচ্ছিত প্রদানের উপর নির্ভর করে কিছু করে থাকেন এবং যাতে তার দ্রব্য প্রত্যর্পন করলে তিনি যে সুবিধা ভোগ করছেন তার থেকে অধিক ক্ষতি হবে, তা হলে ঐ প্রত্যর্পনে বাধ্য করলে, গচ্ছিতদাতা তার ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবেন।—159 ধারা।

৩.১১ গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি

নিম্নলিখিত অবস্থায় সাধারণভাবে গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটে :

(১) **নির্দিষ্ট সময়কালের শেষে** — যদি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য গচ্ছিত প্রদান হয়ে থাকে তাহলে ঐ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(২) **প্রয়োজন সিদ্ধ হলে** — যদি কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গচ্ছিত প্রদান হয়ে থাকে তাহলে ঐ উদ্দেশ্য মিটে যাওয়ার পরেই গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি হয়।

(৩) **শর্ত বিরুদ্ধ কাজ করলে** — গচ্ছিত প্রদান চুক্তিতে যদি বিশেষ কোন শর্ত উল্লেখ থাকে তবে গচ্ছিত গ্রহীতা ঐ শর্ত বিরুদ্ধ কোন কাজ করলে গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটে। — 153 ধারা।

(৪) **নিঃশুল্ক গচ্ছিত প্রদানে ইচ্ছা অনুযায়ী** — নিঃশুল্ক গচ্ছিত প্রদান যেকোন সময়ে শেষ করা যায়। কিন্তু ঐ সময়ের জন্য যদি গচ্ছিত গ্রহীতার কোন ক্ষতি হয় তাহলে গচ্ছিতদাতা গচ্ছিত গ্রহীতাকে ঐ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। — 59 ধারা।

(৫) **মৃত্যু হলে** — নিঃশুল্ক গচ্ছিত প্রদানের ক্ষেত্রে গচ্ছিতদাতা বা গচ্ছিত গ্রহীতা কোন একজনের মৃত্যু হলে গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটবে। — 162 ধারা।

৩.১২ বন্ধক (Pledge)

ঋণ পরিশোধ বা প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য জামানত হিসাবে অস্থাবর সম্পত্তি গচ্ছিত দিলে তাকে বন্ধক (Pledge) বলা হয়। গচ্ছিতদাতাকে বলা হয় বন্ধকদাতা এবং গচ্ছিত গ্রহীতাকে বলা হয় বন্ধক গ্রহীতা। — 172 ধারা।

বন্ধক ও গচ্ছিত প্রদানের পার্থক্য — বন্ধক একপ্রকার গচ্ছিত প্রদান। কারণ এর দ্বারা এক ব্যক্তির কোন বস্তু অন্য এক ব্যক্তির দখলে রাখা হয়। যেমন—শেয়ার বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করলে বন্ধক গ্রহীতার কাছে তা জমা রাখতে হয়। গচ্ছিত প্রদানের বিভিন্ন উদ্দেশ্য আমরা আগেই অলোচনা করেছি। ঋণ পরিশোধ বা কোন প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য জামানত হিসাবে গচ্ছিত প্রদান করলে তাকে বন্ধক বলে।

৩.১২.১ বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতার অধিকার

বন্ধকৃত দ্রব্যের উপরে বন্ধক গ্রহীতার কিছু অধিকার জন্মায়—

(১) **আটকে রাখা**—বন্ধক গ্রহীতা কেবলমাত্র ঋণ পরিশোধ বা প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই নয়, ঐ ঋণের সুদের বা বন্ধকী দ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য তার যে প্রয়োজনীয় ব্যয় হয়েছে তা সম্পূর্ণ রূপে আদায় না হওয়া পর্যন্ত বন্ধকী বস্তু আটক রাখতে পারে।—173 ধারা।

(২) **নতুন ঋণের আটক** — বন্ধক গ্রহীতা বিশেষ পূর্ব স্বত্বের অধিকারী, অর্থাৎ বিপরীত কোন চুক্তি না থাকলে, যে ঋণের জন্য জামানত হিসাবে কোন বস্তু বন্ধক প্রদান করা হয়েছে তিনি কেবলমাত্র সেই বস্তুটিই আটক করতে পারবেন। বন্ধক গ্রহীতা যদি নতুন কোন ঋণ প্রদান করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, নতুন ঋণের জন্য ঋণগ্রহীতা বন্ধকী বস্তুর উপর নতুন পূর্ব স্বত্ব সৃষ্টি করতে রাজি আছেন। — 174 ধারা।

(৩) **বিশেষ ব্যয় হলে** — বন্ধকী বস্তুর যদি বিশেষ কোন রক্ষনাবেক্ষনের জন্য বন্ধক গ্রহীতার কোন ব্যয় হয় তাহলে বন্ধক দাতার কাছ থেকে বন্ধক গ্রহীতা তা আদায় করতে পারবেন। — 175 ধারা।

(৪) **ঋণ পরিশোধ বা অঙ্গীকার পালন না করলে মামলা বা বস্তু বিক্রয়** — যে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার করা হয়েছে তা নির্ধারিত সময়ে পালন করা না হলে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধক দাতার বিরুদ্ধে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে বা বন্ধক দাতাকে যুক্তি সঙ্গত বিজ্ঞপ্তি (Notice) প্রদান করে বন্ধকী বস্তু বিক্রয় করতে পারে। — 176 ধারা।

(৫) **বিক্রয় লব্ধ অতিরিক্ত অর্থ** — বিক্রয় লব্ধ অর্থের দ্বারা বন্ধক গ্রহীতার প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ না হলে বাকি টাকার জন্য বন্ধক দাতা ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবেন এবং ঐ জন্য মামলা করতে পারবেন। কিন্তু যদি বিক্রয় লব্ধ অর্থ প্রাপ্য অর্থ হতে অধিক হয় তা হলে বন্ধক গ্রহীতা তার প্রাপ্য বুঝে নিতে বাকি টাকা বন্ধক দাতাকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। — 176 ধারা।

বন্ধক গ্রহীতার ন্যায় বন্ধক দাতারও কিছু অধিকার থাকে :—

(১) **খালাস করা** — ঋণ পরিশোধ বা অঙ্গীকার পালনের নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও বন্ধকদাতা জামানতী বস্তুটি বিক্রয় হওয়ার পূর্বে যে কোন সময়ে তা খালাস করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তার খেলাপ হেতু যদি বন্ধকগ্রহীতার কোন ব্যয় হয় তা তাকে দিতে হবে। — 177 ধারা।

(২) **সংরক্ষণ** — বন্ধকী বস্তু সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা বন্ধক গ্রহীতার কর্তব্য। বন্ধক দাতা এই কর্তব্য পালন করতে পারেন।

(৩) **স্বার্থ রক্ষা** — ঋণগ্রহীতার স্বার্থরক্ষার জন্য প্রণীত বিধি (Statutes) অর্থাৎ মহাজনী অধিনিয়ম (Money lenders Act) অনুসারে বন্ধক দাতা একাধিক অধিকার ভোগ করে থাকেন।

৩.১৩ প্রতিনিধিত্ব (Agency)

অপরের হয়ে কাজ করাকে প্রতিনিধিত্ব বলে। A তার পক্ষে ৫০ বস্তা গম কেনার জন্য B কে নিয়োগ করেন। এখানে A হল মুখ্য ব্যক্তি বা প্রধান (Principal) বা যে ব্যক্তির হয়ে কাজ করা হয় বা যার প্রতিনিধিত্ব করা হয়। B হলেন প্রতিনিধি (Agent) অর্থাৎ যিনি অপর ব্যক্তির হয়ে কাজ করছেন। মুখ্য ব্যক্তি এবং প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্ককে প্রতিনিধিত্ব (Agency) বলে।

প্রতিনিধির কাজ — সাধারণত মুখ্য ব্যক্তি বা তৃতীয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা প্রতিনিধির কাজ। প্রতিনিধি নিয়োগ করার সময়ে তার কাজের একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এবং প্রতিনিধিকে সেই সীমার মধ্যে থেকেই কাজ করার অধিকার প্রদান করা হয়। ঐ সীমার মধ্যে থেকে প্রতিনিধি যে কাজ করবেন তার জন্য মুখ্য ব্যক্তি দায়বদ্ধ হবেন, এবং ঐ কাজ মুখ্য ব্যক্তির দ্বারা হয়েছে বলে গণ্য হবে। অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি তিন প্রকারের হয়। যথা—১. বিশেষ প্রতিনিধি, ২. সাধারণ প্রতিনিধি, ৩. বিশ্বজনীন প্রতিনিধি।

কে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন — যে কোন সাবালক এবং সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন। — 183 ধারা। সুস্থ মস্তিষ্ক কথার অর্থ হলো তিনি পাগল বা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি নন। কিন্তু কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন না। কয়েকজন মুখ্য ব্যক্তি একত্রে একটি প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে সকল মুখ্যব্যক্তিরই কোন না কোন স্বার্থ থাকবে।

কে প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য — নাবালক হলেও প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়া যায়। নাবালক প্রতিনিধি মুখ্য ব্যক্তিকে তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ করতে পারে, কিন্তু সে নিজে মুখ্য ব্যক্তির নিকট আইনত দায়ী হবে না। — 184 ধারা।

প্রতিনিধিত্বের প্রকারভেদ (Kind) — কয়েকটি বিশেষ ধরনের প্রতিনিধিত্ব বনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। নীচে কতকগুলো প্রতিনিধিত্বের বিবরম দেওয়া হলো।

(১) **দালাল** (Broker) — দালাল ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেন। উভয় পক্ষের পরিচয় হলে দালালের কর্তব্যের সমাপ্তি ঘটে। দুই পক্ষ সরাসরি ভাবে ক্রয় এবং বিক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। তার জন্য দালাল তার দস্তুরি বা Commission ভোগ করে থাকেন, তবে পণ্য বা মুখ্য ব্যক্তির কোন সম্মতি নিজের দখলে রাখার কোন অধিকার দালাল ভোগ করেন না।

(২) **আড়তদার** (Factor) — আড়তদারের কাছে দ্রব্য বা পণ্য বিক্রয়ের জন্য মজুত থাকে। কোন তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে পণ্য বিক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণ তার ইচ্ছাধীন। প্রতিনিধি হিসাবে কোন টাকা পাওনা থাকলে মজুত পণ্যের উপর তার সাধারণ পূর্বস্বত্ব থাকে।

(৩) **দস্তুরী ভোগী প্রতিনিধি** (Commission Agent) — দস্তুরী ভোগী প্রতিনিধি দস্তুরীর বিনিময়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। দস্তুরী ভোগী প্রতিনিধির পণ্যের উপর দখল থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। এই প্রতিনিধির অধিকার প্রায় দালালের সমান।

(৪) **নিলামদার** (Auctioneer) — নিলামদার নিলামের মাধ্যমে মুখ্য ব্যক্তির পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। পণ্য বিক্রয়ের জন্য পণ্যের উপরে তার পূর্বস্বত্ব থাকে। নিলামদার দ্বৈত ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। পণ্য বিক্রয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বিক্রেতার প্রতিনিধি কিন্তু পণ্য একবার বিক্রয় হয়ে গেলে তিনি ক্রেতার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। দ্রব্য বিক্রয়ের উপরে তিনি পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তিনি অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেন। এমনকি মালিক যা দাম স্থির করে দেন তার থেকে কম দামেও নিলামদার পণ্য বিক্রয় করলে মালিককে তা মানতে হয়।

(৫) **আশ্বাসী প্রতিনিধি** (Del Credere Agent) — এই প্রকার প্রতিনিধি অতিরিক্ত দস্তুরীর বিনিময়ে আশ্বাস প্রদান করেন যে, চুক্তিবদ্ধ অপর পক্ষ যথাযথভাবে চুক্তি পালন করবেন। চুক্তিবদ্ধ পক্ষ যদি মূল্য প্রদানে অসমর্থ হন বা অন্য কোন প্রকারে মুখ্য ব্যক্তির কোন ক্ষতি করে থাকেন তাহলে আশ্বাসী প্রতিনিধি ঐ ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য থাকবেন।

৩.১৩.১ প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি পদ্ধতি

নিম্নলিখিত যেকোন ভাবে প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি করা যায়—

(১) **ব্যক্ত চুক্তির মাধ্যম** (Express Agreement) : যেভাবে অন্যান্য সাধারণ চুক্তি সম্পাদিত হয় সেইভাবে প্রতিনিধিত্বের চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই রকম চুক্তি লিখিত বা মৌখিক উভয় প্রকারে হতে পারে।

(২) **ধারণামূলক চুক্তির মাধ্যমে** (Implied Agreement) : মৌখিক বা লিখিত চুক্তি না থাকলেও অনেক সময় ঘটনাচক্রে প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক আসতে পারে। একে ধারণামূলক প্রতিনিধিত্ব বলা হয়ে থাকে।

(৩) **স্বীকৃতির বাধার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব** (Agency by Estoppel) : যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির আচরণ দ্বারা অপর একজনকে তার প্রতিনিধি বলে মনে করা হয় বা কারো মনে বিশ্বাস উৎপাদন করেন,সে পরবর্তীকালে ঐ প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। এই রকম প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃতির বাধার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়।

উদাহরণ : A তাঁর ভৃত্য Bকে প্রত্যহ ধারে পণ্য কেনার জন্য পাঠান। একদিন B কিছু পণ্য ক্রয় করলেন যা A তাকে আদেশ করেন নি। A বিক্রেতার কাছে পণ্যের জন্য দায়ী হবেন। কারণ A অস্বীকার করতে পারেন না যে, B তাঁর প্রতিনিধি নয়।

(৪) **আবশ্যকতা থেকে সৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব** (Agency of Necessity) : কোন কোন সময়ে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অধিকার ছাড়াই তার প্রতিনিধির কার্য করতে বাধ্য হন। এইরকম আবশ্যকতা থেকে প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ : একটা জাহাজের কাপ্টেন বহু দূরের কোন বন্দরে গিয়ে চূড়ান্ত অর্থাভাব দেখতে পান। জাহাজের মালিককে তা জানানো সম্ভব না হওয়ায় তিনি জাহাজটি অর্থের বিনিময়ে বন্ধক দিতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে, আবশ্যকতা থেকেই ক্যাপ্টেনের প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

(৫) **অনুসমর্থন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব** (Agency of Ratification) : নির্দেশ বা প্রাধিকার বহির্ভূত কোন কাজ সম্পাদিত হওয়ার পরে তাকে স্বীকৃতি প্রদান করাকে অনুসমর্থন বলে।

অনুসমর্থন ব্যক্তি (express) বা অনুক্ত (Implied) হতে পারে, অর্থাৎ মৌখিক বা লিখিত স্বীকৃতি দ্বারা বা আচরণ দ্বারা অনুসমর্থন হতে পারে। — 197 ধারা।

উদাহরণ : A এর প্রধিকার ছাড়া B এর জন্য পণ্য ক্রয় করে। পরে B নিজের হিসাবে তা C এর নিকট বিক্রয় করে। B এর আচরণ A কর্তৃক পণ্য ক্রয়ে তার অনুসমর্থন ইঙ্গিত করে।

৩.১৩.২ মুখ্য ব্যক্তি, প্রতিনিধি ও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক

মুখ্য ব্যক্তি, প্রতিনিধি ও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্ককে দুভাগে ভাগ করা যায়—

(i) মুখ্য ব্যক্তির প্রতি প্রতিনিধির কর্তব্য।

(ii) প্রতিনিধির প্রতি মুখ্য ব্যক্তির কর্তব্য।

(i) **মুখ্য ব্যক্তির প্রতি প্রতিনিধির কর্তব্য—**

মুখ্য ব্যক্তির প্রতি প্রতিনিধির কর্তব্যগুলি হল —

(ক) মুখ্য ব্যক্তির নির্দেশ মতো অথবা প্রচলিত রীতি অনুসারে কাজ করা (ধারা 211)।

(খ) যুক্তিসংগত দক্ষতা ও পরিশ্রম সহকারে কার্য সম্পাদন করা (ধারা 212)।

(গ) সঠিক হিসাব দাখিল করা (ধারা 213)।

(ঘ) মুখ্য ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা (ধারা 214)।

(ঙ) নিজস্ব হিসাবখাতে মুখ্য ব্যক্তির কোনো লেনদেন অন্তর্ভুক্ত না করা (ধারা 215)।

(চ) নিজস্ব হিসাবখাত থেকে উদ্ভুত লাভ ফেরত দেওয়া (ধারা 216)।

(ছ) প্রাপ্য অর্থ মুখ্য ব্যক্তিকে দেওয়া (ধারা 218)।

(জ) মুখ্য ব্যক্তির মৃত্যু বা মস্তিষ্কবিকৃতি হলে তার স্বার্থ রক্ষা করা (ধারা 209)।

(ii) **প্রতিনিধির প্রতি মুখ্য ব্যক্তির কর্তব্য—**

প্রতিনিধির প্রতি মুখ্য ব্যক্তির কর্তব্যগুলি হল—

(ক) আইনসঙ্গত কাজের জন্য প্রতিনিধিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া (ধারা 222)।

(খ) প্রতিনিধি দ্বারা সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ করা (ধারা 223)।

(গ) প্রতিনিধির অপরাধমূলক কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ না করা (ধারা 224)।

মুখ্য ব্যক্তির পক্ষে সম্পাদিত চুক্তি প্রতিনিধি নিজে বলবৎ করতে পারে না। এবং ঐ চুক্তি তাঁর কোন ব্যক্তিগত দায় জন্মায় না। কিন্তু যদি প্রতিনিধির চুক্তিতে ব্যক্ত বা অনুক্ত শর্ত থাকে তাহলে প্রতিনিধি নিজে ঐ চুক্তির দ্বারা দায়বদ্ধ থাকেন। — 230 ধারা।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, চুক্তিতে অনুক্ত শর্ত আছে যার ফলে প্রতিনিধি নিজেই চুক্তি বলবৎ করতে পারেন এবং চুক্তির দ্বারা দায়বদ্ধ থাকেন :—

(১) **বিদেশী মুখ্য ব্যক্তি** — যে ক্ষেত্রে অন্য দেশে বসবাসকারী ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি হিসাবে কোন পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়।

(২) **নাম গোপন** — যেক্ষেত্রে প্রতিনিধি মুখ্য ব্যক্তির নাম গোপন রাখেন।

(৩) **যাকে অভিযুক্ত করা যায় না** — যেক্ষেত্রে মুখ্য ব্যক্তির নাম জানা গেলেও তাকে অভিযুক্ত করা যায় না।

(৪) **যদি মুখ্য ব্যক্তির অস্তিত্ব না থাকে** — নিবন্ধীকৃত হয় নি এমন কোন কোম্পানির জন্য যদি কোন প্রবর্তক অন্য ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করে।

(৫) **প্রাধিকারহীন কার্য** — মুখ্য ব্যক্তির প্রাধিকারসীমা ছাড়িয়ে কোন কাজ করলে প্রতিনিধি নিজে দায়ী হন। — 227, 228 ধারা।

(৬) **ভান করা প্রতিনিধি** — মিথ্যা জাহির করে কোন চুক্তি করলে ভান করা প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন। — 235 ধারা।

৩.১৩.৩ প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি (Termination of Agency)

উভয় পক্ষের কাজের দ্বারা বা আইনের ক্রিয়ার দ্বারা প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি হয়ে থাকে। যে অবস্থায় প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে তা উল্লেখ করা হলো —

(১) **পক্ষ সমূহের কাজের দ্বারা পরিসমাপ্তি** — মুখ্য ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধির প্রাধিকার রদ করতে পারেন। আবার প্রতিনিধিত্ব অনুরূপ ভাবে তার কাজ সমাপ্ত করতে পারে। যেক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব কিছুকাল ধরে চলবে বলে কোন ব্যক্ত বা অনুক্ত কোন চুক্তি থাকে সেখানে উপযুক্ত কারণ ছাড়া প্রতিনিধিত্ব রদ বা প্রত্যাখ্যান করা হলে, ক্লিষ্ট পক্ষ ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী। — 205 ধারা।

(২) **আইনের ক্রিয়ার দ্বারা পরিসমাপ্তি** — নিম্নলিখিত যে কোন কারণে আইনের ক্রিয়া দ্বারা প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি হতে পারে।

(ক) **প্রতিনিধিত্বের কাল বা সময় শেষ হলে** — প্রতিনিধিত্বের জন্য যদি নির্দিষ্ট কোন কালের উল্লেখ থাকে, তার সমাপ্তি হলে প্রতিনিধিত্বে পরিসমাপ্তি হবে।

(খ) **উদ্দেশ্য পালনের পরে** — যদি কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পালনের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে ঐ কাজ সমাধা হলেই প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি হয়ে থাকে।

(গ) **বিষয় বস্তুর বিনাশে** — প্রতিনিধিত্বের বিষয়বস্তু বিনাশে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

(ঘ) **মুখ্য ব্যক্তি বা প্রতিনিধির মৃত্যু বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে** — মুখ্য ব্যক্তি বা প্রতিনিধির মৃত্যু হলে বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠান উঠে গেলে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

(ঙ) **মুখ্য ব্যক্তি দেউলিয়া হলে** — আদালত কর্তৃক মুখ্য ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হলে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু প্রতিনিধি দেউলিয়া ঘোষিত হলে প্রতিনিধিত্ব চলতে পারে এবং পরিসমাপ্তি ঘটবে না।

(চ) **মুখ্য ব্যক্তি বিদেশী শত্রু হলে** — মুখ্য ব্যক্তি এবং প্রতিনিধি দুই দেশের লোক হলে এবং দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

(ছ) **উপ-প্রতিনিধির প্রাধিকারের পরিসমাপ্তি** — প্রতিনিধির প্রাধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটলে উপ-প্রতিনিধির প্রাধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

৩.১৪ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কার্যকরী জ্ঞান অর্জন করলাম :

- চুক্তি পালন কী, কে এবং কীভাবে চুক্তি পালন করে থাকেন;
- চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি পালন করতে হয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই চুক্তি আর পালন করতে হয় না;
- চুক্তি পালনের ক্ষেত্রে স্থান ও সময়ের গুরুত্ব;
- প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন পক্ষ যদি কার্য সম্পন্ন করতে না পারে, তখন বলা হয় চুক্তি ভঙ্গ হল। নির্দিষ্ট কিছু কিছু কারণের জন্য চুক্তিভঙ্গ হয়;
- চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকেন;
- কিভাবে বা কী কী কারণে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে;
- জামিনদার কীভাবে দায়মুক্ত হন;
- গচ্ছিত প্রদান হতে হলে কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ হতে হয়;
- গচ্ছিত প্রদানে গচ্ছিতদাতা এবং গচ্ছিতগ্রহীতা কিছু অধিকার ও কর্তব্য ভোগ করে যা তাদের কার্য সম্পাদনে সাহায্য করে;
- গচ্ছিত প্রদান পরিসমাপ্তির বিভিন্ন কারণ;
- বন্ধক দাতা ও বন্ধক গ্রহীতার অধিকার;
- প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি বিভিন্ন পদ্ধতি;
- প্রতিনিধিত্ব পরিসমাপ্তির বিভিন্ন কারণ।

৩.১৫ অনুশীলনী

(ক) এম সি কিউ প্রশ্ন :

১. চুক্তির দ্বারা আইনগত ____ সৃষ্টি হয়

(ক) দায়

(খ) খরচ

(গ) লাভ

(ঘ) সম্পদ

উত্তর : (ক)

২. Jones V Barkley মামলায় রায় দান করেন কে?

(ক) Lord Mansfield

(খ) Lord Canning

(গ) Lord Clive

(ঘ) Lord Karjon

উত্তর : (ক)

৩. চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে যথার্থ ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ দেওয়া হলে তাকে _______ বলে

(ক) নামমাত্র খেসারত

(খ) প্রতিহিংসামূলক খেসারত

(গ) ক্ষতিপূরণমূলক খেসারত

(ঘ) শাস্তিমূলক শিক্ষণীয় খেসারত

উত্তর : (গ)

৪. চুক্তিতে যা দেওয়ার কথা প্রতিশ্রুতি ছিল তা অপেক্ষা কিছু কম গ্রহণ করতে স্বীকৃত হওয়াকে ________ বলে

(ক) মুকুব

(খ) পরিহার

(গ) রদকরণ

(ঘ) নবীকরণ

উত্তর : (ক)

৫. চুক্তিভুক্ত কোন ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় চুক্তিগত প্রাপ্য অধিকার ত্যাগ করেন, তখন তাকে ________ বলে

(ক) পরিহার

(খ) মুকুব

(গ) রদকরণ

(ঘ) পরিবর্তন

উত্তর : (ক)

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) চুক্তির পালনের ধারণা দু-এক কথায় লিখুন।

(২) দাখিলের সংজ্ঞা দিন।

(৩) পরস্পর প্রতিশ্রুতি বলতে কী বোঝেন?

(৪) চুক্তির পরিসমাপ্তি কখন হয়?

(৫) 'পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ' বলতে কী বোঝেন?

(৬) চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে খেসারত বলতে কী বোঝেন?

(৭) উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার ধারণা দু-এক কথায় লিখুন।

(৮) ক্ষতিপূরণের চুক্তি কাকে বলে?

(৯) প্রতিশ্রুতিদাতা বলতে কাকে বোঝায়?

(১০) প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা কাকে বলা হয়?

(১১) জামিন চুক্তি বলতে কী বোঝায়?

(১২) জামিনদার বলা হয় কাকে?

(১৩) জামিন কত রকমের হতে পারে?

(১৪) অবিরাম জামিন বলতে কী বোঝায়?

(১৫) গচ্ছিত প্রদান বলতে কী বোঝেন?

(১৬) গচ্ছিতদাতা ও গচ্ছিতগ্রহীতা কাকে বলে?

(১৭) বন্ধক বলতে কী বোঝেন?

(১৮) প্রতিনিধিত্ব বলতে কী বোঝায়?

(১৯) নিলামদার এবং দস্তুরীভোগী প্রতিনিধির সংজ্ঞা দিন।

(২০) ব্যক্ত এবং লিখিত চুক্তি বলতে কী বোঝায়?

(গ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) দাখিল কাকে বলে? বৈধ দাখিলের শর্তসমূহ আলোচনা করুন।

(২) পরস্পর প্রতিশ্রুতি কাকে বলে? ইহার প্রকারভেদ উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

(৩) পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়মাবলী আলোচনা করুন। কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তিপালন হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়?

(৪) চুক্তিভঙ্গকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? চুক্তিভঙ্গের প্রতিকারগুলি বর্ণনা করুন।

(৫) কোন কোন ক্ষেত্রে এটা বলা হয় যে চুক্তির পরিসমাপ্তি হল?

(৬) উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতি ও এই নীতির ব্যতিক্রমগুলি আলোচনা করুন।

(৭) **টীকা লিখুন :** (ক) দাখিল, (খ) পরস্পর প্রতিশ্রুতি, (গ) নবীকরণ, (ঘ) বিলীয়ন, (ঙ) অর্জিত পরিমাণ, (চ) পরিহার, (ছ) চুক্তি ভঙ্গ

(৮) খেসারত কি এবং কয় প্রকার?

(৯) ক্ষতিপূরণের চুক্তি কখন ও কীভাবে গঠিত হয় বর্ণনা করুন।

(১০) ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিদাতা ও গ্রহীতার অধিকার ও দায়গুলি আলোচনা করুন।

(১১) জামিন চুক্তি কাকে বলে? এই ধরনের চুক্তির প্রয়োজনীয়তা কী?

(১২) বৈধ জামিন চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদানগুলি আলোচনা করুন।

(১৩) জামিনদার কাকে বলে? তিনি কীভাবে দায়মুক্ত হতে পারেন?

(১৪) ক্ষতিপূরণের চুক্তি ও জামিন চুক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

(১৫) জামিনদারের অধিকার সমূহ বর্ণনা করুন।

(১৬) গচ্ছিত প্রদান হতে হলে কী কী উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া প্রয়োজন?

(১৭) গচ্ছিতদাতার অধিকার ও কর্তব্যগুলি আলোচনা করুন।

(১৮) গচ্ছিতগ্রহীতার অধিকার ও কর্তব্যগুলি আলোচনা করুন।

(১৯) কোন কোন অবস্থায় গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটে?

(২০) বন্ধক দাতার অধিকারগুলি আলোচনা করুন।

(২১) কি কি কারণে প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হয়? যে কোন দুটি প্রতিনিধিত্বের বিবরণ দিন।

(২২) মুখ্য ব্যক্তির প্রতি প্রতিনিধিক কিভাবে দায়বদ্ধ হন?

(২৩) প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তির বিভিন্ন কারণগুলি আলোচনা করুন।

একক ৪ ❑ পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০ (Sale of Goods Act, 1930)

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ পণ্য বিক্রয় চুক্তির প্রকৃতি

৪.৩ বিভিন্ন সংজ্ঞাসমূহ

৪.৪ পণ্যের শ্রেণীবিভাগ

৪.৫ চুক্তি গঠন

৪.৫.১ পণ্য বিক্রয়ের চুক্তির অপরিহার্য উপাদানসমূহ

৪.৬ মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্ত

৪.৬.১ মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্তের মধ্যে পার্থক্য

৪.৬.২ অনুক্ত মুখ্য শর্ত

৪.৭ পণ্যের মালিকানা বা স্বত্ব হস্তান্তর

৪.৭.১ মালিক নয় এমন ব্যক্তি দ্বারা মালিকানার হস্তান্তর

৪.৮ অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার

৪.৯ পণ্য বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার

৪.১০ নিলাম বিক্রয়

৪.১১ সারাংশ

৪.১২ অনুশীলনী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- পণ্য বিক্রয় আইন কী ও এর প্রয়োজনীয়তা
- স্বত্ব হস্তান্তর কী
- নিলাম বিক্রয় কী

৪.১ প্রস্তাবনা

পণ্য বিক্রয় একটি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনটি ১৯৩০ সালের পয়লা জুলাই চালু হয় এবং এর নাম হয় "ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০", পরে ১৯৬৩ সালে ভারতীয় শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। এই আইনে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি যেমন বিভিন্ন পণ্যের সংজ্ঞা, মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্ত, নিলাম বিক্রয় ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

৪.২ পণ্য বিক্রয় চুক্তির প্রকৃতি

পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় এই আইনে আলোচনা করা হয়েছে। পণ্য বিক্রয় চুক্তি অন্যান্য সাধারণ চুক্তির মতোই এক ধরনের চুক্তি। অবশ্য সাধারণ চুক্তির সঙ্গে পণ্য বিক্রয় চুক্তির কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

১। পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি সাধারণত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তি, কিন্তু সাধারণ চুক্তি যে কোনো বিষয়ে সম্পাদিত হতে পারে।

২। পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি সাধারণত মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতার নিকট মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। সাধারণ চুক্তিতে ইহা নাও হতে পারে।

৩। প্রদত্ত অর্থ বা প্রতিশ্রুত অর্থ সর্বদাই পণ্য বিক্রয় চুক্তির প্রতিদান, কিন্তু সাধারণ চুক্তিতে এরূপ নাও হতে পারে।

এই সব পার্থক্য থাকার জন্যে ১৯৩০ সালে ভারতীয় চুক্তি আইন থেকে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত ধারাসমূহ প্রত্যাহার করে একটি সম্পূর্ণ আলাদা আইন তৈরী করা হয়। এই আইনের নাম পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০।

৪.৩ বিভিন্ন সংজ্ঞাসমূহ

ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছে।

১। ক্রেতা [2(1) ধারা] — যে ব্যক্তি পণ্য ক্রয় করে বা ক্রয় করার জন্য অঙ্গীকার করে তাকে ক্রেতা বলে।

২। বিক্রেতা [2(13) ধারা] — যে ব্যক্তি পণ্য বিক্রয় করে বা বিক্রয় করবার জন্য অঙ্গীকার করে তাকে বিক্রেতা বলে।

৩। মূল্য [2(10) ধারা] — পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ বা প্রতিশ্রুত অর্থকে প্রতিদান বলা হয়।

৪। স্বত্ব [2(11) ধারা] — পণ্যের উপর সাধারণ মালিকানাকেই স্বত্ব বলা হয়।

৫। অর্পণ [2(2) ধারা] — এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির নিকট দখলের স্বেচ্ছা প্রদত্ত হস্তান্তরকে অর্পণ বলা হয়।

৬। পণ্য [2(7) ধারা] — অর্থ এবং মোকদ্দমাযোগ্য দাবি ছাড়া অন্যান্য সব রকমের অস্থাবর সম্পত্তিকে পণ্য বলা হয়। যেমন সম্ভার (Stock), শেয়ার ও জমিতে যে সব দ্রব্য, জন্মায়, বাণিজ্য চিহ্ন (Trade Mark), গ্রন্থ-স্বত্ব (Copy-right),সুনাম (Goodwill), জল, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক শক্তিকে পণ্য হিসাবে অভিহিত করা হয়।

৪.৪ পণ্যের শ্রেণীবিভাগ

পণ্য বিক্রয় চুক্তির প্রধান বিষয় পণ্য নিম্নলিখিত তিন প্রকারের হতে পারে।

১। বিদ্যমান পণ্য (Existing Goods) ২। ভবিষ্যৎ পণ্য (Future Goods)

৩। ঘটনাসাপেক্ষ পণ্য (Contingent Goods)।

১। **বিদ্যমান বা অস্তিত্বশীল পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের সময় যে সব পণ্যের মালিকানা ও দখল বিক্রেতার হাতে থাকে সেই সব পণ্যকে বিদ্যমান পণ্য বলা হয়। [ধারা 6(1)]

বিদ্যমান পণ্য আবার দুই প্রকারের যেমন —

ক) **নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি যে সব পণ্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যার সম্পর্কে সম্মতি পাওয়া গেছে তাকে নির্দিষ্ট পণ্য বলা হয়। [ধারা 2(14)]

খ) **অনির্দিষ্ট বা অনির্ধারিত পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি কালে যে সব পণ্য নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি, শুধুমাত্র সাধারণ বর্ণনা দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকে তাকে অনির্দিষ্ট পণ্য বলা হয়।

২। **ভবিষ্যৎ পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তির পর বিক্রেতা কর্তৃক যে পণ্য উৎপাদিত, সংগৃহীত, অর্জিত বা নির্মিত হয় তাকে ভবিষ্যৎ পণ্য বলে। [ধারা 2(6)]

উদাহরণ :

ক, খ এর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করল যে আগামী জানুয়ারী মাসে ক-এর কারখানায় যত দ্রব্য উৎপন্ন হবে তা খ নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করবে।

৩। **ঘটনা সাপেক্ষ পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তিতে বিক্রেতা কর্তৃক যে পণ্যের সংগ্রহ এমন একটি ঘটনার উপর নির্ভর করে যা ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে তাকে ঘটনা সাপেক্ষ পণ্য বলা হয়। [ধারা 6(2)]

উদাহরণ :

ক একটি মেশিন খ-কে বিক্রয় করতে সম্মত হল যদি ক ঐ মেশিনটির বর্তমান মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারে। ইহাই ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তি।

৪.৫ চুক্তি গঠন

4(1) ধারা অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় চুক্তি বলতে বোঝায় যেখানে বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্যের বিনিময়ে পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত করে বা করতে রাজি হয়। একজন আংশিক মালিক এবং অন্যের সঙ্গেও পণ্য বিক্রয় চুক্তি হতে পারে। পণ্য বিক্রয় চুক্তি শর্তসাপেক্ষ বা নিঃশর্ত হতে পারে।

বিক্রয় ও বিক্রয়ের সম্মতি ঃ পণ্য বিক্রয় চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত হলে তাকে বিক্রয় বলে। কিন্তু পণ্যের মালিকানা ভবিষ্যতে বা শর্তসাপেক্ষে হস্তান্তরের জন্য রাজি হলে তাকে বিক্রয়ের সম্মতি বলা হয়।

সুতরাং, পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর কখন ঘটছে তার উপরেই বিক্রয় বা বিক্রয়ের সম্মতি তা নির্ধারিত হয়। বিক্রয়ের সম্মতির ক্ষেত্রে, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলে বা মালিকানা হস্তান্তরের শর্তাদি পূরণ হলে বিক্রয়ের সম্মতি বিক্রয়ে পরিণত হবে। বিক্রয় হল সম্পাদিত চুক্তি কিন্তু বিক্রয়ের সম্মতি একটি সম্পাদ্য চুক্তি।

৪.৫.১ পণ্য বিক্রয়ের চুক্তির অপরিহার্য উপাদানসমূহ

পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি অপরিহার্য যেমন —

১। **দুই পক্ষ ঃ** পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ ক্রেতা এবং অপরপক্ষ বিক্রেতা। ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে অবশ্যই চুক্তি করার উপযুক্ত হতে হবে।

২। **পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয় চুক্তির মুখ্য বিষয় হল অস্থাবর পণ্য। বিক্রেতা ক্রেতার কাছে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত করে এই চুক্তির মাধ্যমে।

৩। **মূল্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে পণ্য বিনিময়ের চুক্তি হতে হবে। পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের লেনদেন পণ্য বিক্রয় বলে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে বা আংশিক টাকার বিনিময়ে এই লেনদেন হতে হবে।

৪। **বৈধ চুক্তির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি ঃ** পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে ভারতীয় চুক্তি আইনে বৈধ চুক্তির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি থাকতে হবে। যেমন প্রস্তাব ও স্বীকৃতি, স্বাধীন দায়, চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা, আইনগত প্রতিদান ও আইনগত উদ্দেশ্যসহ নয়টি উপাদান থাকা দরকার।

৫। **পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তর ঃ** বিক্রেতার পণ্যে যে স্বত্ব রয়েছে, তা অবশ্যই ক্রেতাকে হস্তান্তর করতে হবে।

৪.৬ মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্ত (Condition and Warranties)

পণ্য বিক্রয়ের চুক্তিতে বিভিন্ন শর্তগুলোকে 12(1) ধারায় দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে—১। মুখ্য শর্ত এবং ২। গৌণ শর্ত।

১। মুখ্য শর্ত [ধারা 12(2)] ঃ পণ্য বিক্রয়ের চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত, যা না মানলে চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকে।

২। গৌণ শর্ত [ধারা 12(3)] ঃ পণ্য বিক্রয় চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যের পক্ষে একটি আনুষঙ্গিক শর্ত, যা না মানলে ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকার জন্মায় কিন্তু চুক্তি বাতিল করার বা পণ্য গ্রহণ না করার অধিকার জন্মায় না।

কোনো একটি পণ্য বিক্রয়ের চুক্তির শর্ত মুখ্য শর্ত কী গৌণ শর্ত তা প্রতিটি ক্ষেত্রে চুক্তি গঠনের উপর নির্ভর করে। চুক্তিতে গৌণ শর্ত বলে উল্লেখ থাকলেও ঐ শর্ত মুখ্য শর্ত বলে বিবেছিত হতে পারে। আদালত পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে স্থির করবেন যে কোন্ শর্ত মুখ্য হবে এবং কোন্ শর্ত গৌণ হবে।

মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্তের মধ্যে পার্থক্য নিচের উদাহরণে ব্যাখ্যা করা হল।

রাম শ্যামের সঙ্গে একটি গাড়ি বিক্রয়ের চুক্তি করল এই মর্মে যে গাড়িটি এক লিটার ডিজেলে ৬০ কিমি. যেতে পারে। পরে দেখা গেল যে গাড়িটি এক লিটার ডিজেলে ৫০ কিমি. যায়। এই ক্ষেত্রে গৌণ শর্ত পালিত হয় নি বলে ধরা হবে। কিন্তু শ্যাম যদি রামকে বলে যে গাড়িটি এক লিটার ডিজেলে ৬০ কিমি. না গেলে সে গাড়িটি কিনবে না তবে রাম মূল শর্ত ভঙ্গের জন্য দায়ী হবে। প্রথম ক্ষেত্রে গৌণ শর্ত পালিত না হওয়ায় শ্যাম চুক্তি প্রত্যাখান করতে পারবে না। শুধু ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করতে পারবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুখ্য শর্ত ভঙ্গ হওয়ায় শ্যাম চুক্তি বাতিল করতে পারবে এবং গাড়ি বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য আদায় করতে পারবে।

৪.৬.১ মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্তের মধ্যে পার্থক্য

১। মুখ্য শর্ত চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যের পক্ষে অপরিহার্য। চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য পালন মুখ্য শর্তের পালনের উপর নির্ভর করবে। অন্যদিকে গৌণ শর্ত হল চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যের আনুষঙ্গিক।

২। মুখ্য শর্ত না মানলে ক্রেতা চুক্তি বাতিল করে দিতে পারে। অন্যদিকে গৌণ শর্ত না মানলে ক্রেতা চুক্তি বাতিল করতে পারে না কিন্তু ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

৩। শর্ত মুখ্য হবে না গৌণ হবে তা চুক্তিভুক্ত পক্ষদ্বয়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। চুক্তিতে শর্ত গৌণ বলে উল্লিখিত হলেও মুখ্য বলে গণ্য হতে পারে।

৪। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ইচ্ছা করলে মুখ্য শর্ত ভঙ্গকে গৌণ শর্ত ভঙ্গ বলে গণ্য করতে পারে কিন্তু গৌণ শর্ত ভঙ্গ হলে একে মুখ্য শর্ত হিসাবে গণ্য করা যায় না এবং চুক্তিও বাতিল করতে পারে না।

■ **কোন কোন ক্ষেত্রে মুখ্য শর্তকে গৌণ শর্ত বলে ধরা হয়**। [ধারা 13]

১। শর্ত পরিহার ঃ— যেখানে বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রেতাকে কোন মুখ্য শর্ত পূরণ না করে তাহলে ক্রেতা মুখ্য শর্তের ভঙ্গকে গৌণ শর্তের ভঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করতে পারে। অর্থাৎ মুখ্য শর্তের ভঙ্গকে চুক্তি প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসাবে গ্রহণ না করে ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারে। চুক্তি বর্জনের অধিকার ক্রেতার নিজের ইচ্ছাধীন। অবশ্য শর্ত পরিহার করে থাকলে পরে শর্ত পালন দাবি করতে পারবে না।

২। ইচ্ছাকৃত পরিহার ঃ— চুক্তিতে যদি বিক্রেতার মুখ্য শর্ত পালনের প্রতিশ্রুতি থাকে এবং বিক্রেতা যদি এটি পালন করতে না পারে তবে ক্রেতা ইচ্ছা করলে ঐ মুখ্য শর্তকে গৌণ শর্ত হিসাবে গণ্য করে চুক্তি বাতিল করার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

৩। স্বয়ংক্রিয় পরিহার ঃ— ক্রেতা যদি পণ্য বা পণ্যের কিছু অংশ গ্রহণ করে থাকে তবে সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য শর্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিহার করা হয়। ক্রেতার তখন চুক্তি বাতিল করবার ক্ষমতা লোপ পায়।

যখন পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং ক্রেতা সব পণ্য বা তার অংশবিশেষ গ্রহণ করেছে অথবা নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে তখন বিক্রেতা কোনো মুখ্য শর্ত পূরণ না করলে ঐ শর্ত গৌণ শর্তরূপে ধরা হবে।

৪.৬.২ অনুক্ত মুখ্য শর্ত

চুক্তিতে অন্য কোন বিধান না থাকলে, পণ্য বিক্রয় আইন ১৯৩০ অনুসারে নিচের শর্তগুলিকে অনুক্ত শর্ত বলে ধরা হয়। কতকগুলি শর্ত প্রকাশ্যভাবে লেখা বা বলা না থাকলেও তা চুক্তিতে অন্তর্নিহিত রয়েছে বলে ধারণা করতে হবে।

১। **পণ্যের মালিকানা ঃ** ক) বিক্রয়ের চুক্তিতে বিক্রেতার পণ্য বিক্রয়ের অধিকার থাকে বলে ধরা হয়। পণ্য বিক্রয় করার সম্মতি বা অঙ্গীকার ইহা অনুমানযোগ্য যে মালিকানা হস্তান্তরের সময় বিক্রেতার বিক্রয় করবার অধিকার থাকবে।

যেমন ঃ ক) রাম শ্যামের কাছ থেকে একটি গাড়ি কিনে কিছুকাল ব্যবহার করার পর জানতে পারল শ্যাম গাড়ির প্রকৃত মালিক নয় অথবা তার বিক্রয় করার কোনো অধিকার নেই। সেক্ষেত্রে রাম প্রকৃত মালিককে গাড়িটি ফেরত দিতে বাধ্য হয়। এখানে রাম গাড়িটি ব্যবহার করা সত্ত্বেও তিনি তার ক্রয়মূল্য ফেরত পাবার অধিকারী। শ্যাম গাড়িটার ক্রয় মূল্য রামকে ফেরত দিতে বাধ্য। [Rowland Vs. Divall, (1923)]

খ) ট্রেড মার্ক ভঙ্গ করে পণ্য বিক্রয় করে থাকলে বিক্রেতা মালিকানা সম্বন্ধে মুখ্য শর্ত ভঙ্গ করেছে ধরা হবে।

২। **বর্ণনা দ্বারা বিক্রয়** (ধারা 15) ঃ যেক্ষেত্রে বর্ণনার দ্বারা পণ্য বিক্রয় করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে পণ্যটি বর্ণনার সঙ্গে মিলবে।

উদাহরণ ঃ মারুতি Alto হিসাবে একটি গাড়ি বিক্রয় করা হয়। পরে দেখা যায় গাড়িটি Alto গাড়ি নয়। এক্ষেত্রে ক্রেতা গাড়ি ফেরত দিতে পারে, কারণ সে বাধ্য নয় এটি গ্রহণ করতে। [Shephered Vs. Kain, 1821]

৩। **নমুনা দ্বারা বিক্রয়** (ধারা 17) ঃ নমুনা দ্বারা বিক্রয়ে নিম্নলিখিত অনুক্ত শর্ত থাকে ঃ—

ক) মোট পণ্যের পরিমান নমুনার মতো হবে।

খ) নমুনার সঙ্গে পণ্য মিলিয়ে দেখবার যুক্তিসম্মত সুযোগ ক্রেতাকে দিতে হবে।

গ) পণ্যে এমন কোনো ত্রুটি থাকবেনা, যার ফলে এটি বিক্রয়ের অযোগ্য হয় এবং যা নমুনার যুক্তিসম্মত পরীক্ষা দ্বারা ধরা পড়বে না কিন্তু যদি পণ্যে এমন দোষ থাকে যা নমুনার যুক্তিসম্মত পরীক্ষা দ্বারা ধরা যায় কিন্তু এমন ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি পণ্য পরিদর্শনের সময় বা নমুনা পরীক্ষার সময় এমন ত্রুটি আবিষ্কার করতে না পারে তার জন্য সে চুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না, এক্ষেত্রে সকল দায় ক্রেতার। [James Drummond and Sons Vs. E. H. Van Ingen & Co., (1887)]

৪। **পণ্যের উৎকর্ষ বা উপযোগিতা ঃ** 16 ধারায় বলা হয়েছে যে, পণ্য বিক্রয় আইনে বা অন্য কোনও আইনে কোথাও অন্যরূপ উল্লেখ না থাকলে পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি অনুসারে যে পণ্য বিক্রি করা হয় তাতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্যে উৎকর্ষ বা উপযোগিতা সম্পর্কে কোনো শর্ত থাকে না। এই পণ্য সম্পর্কে যাবতীয় ঝুঁকি ক্রেতাকে বহন করতে হয়। এটি "ক্রেতা সাবধান নীতি" কিন্তু নিচের উল্লিখিত ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে।

'ক্রেতা সাবধান নীতি'র ব্যতিক্রম —

১। **ক্রেতার বিশেষ উদ্দেশ্যের উপযোগী ঃ** ক্রেতা পণ্য ক্রয় করার চুক্তির সময় যদি বিক্রেতাকে তার

পণ্য ব্যবহারের বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা অবগত করায় এবং যে ধরণের পণ্যের প্রয়োজন তা যদি বর্ণনা দ্বারা বলে, সেক্ষেত্রে পণ্যের উপযোগিতার জন্য বিক্রেতা দায়ী থাকবে।

২। **বিক্রয়ের উপযোগী পণ্য ঃ** যে ব্যবসায়ী যে ধরণের পণ্য বিক্রয় করে, সেখান থেকে যদি ঐ ধরণের পণ্যের বর্ণনা দিয়ে পণ্য কেনা যায়, তবে পণ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে সেজন্য ক্রেতা দায়ী থাকবে।

৩। **বিশেষ ব্যবসায়ের রীতি অনুযায়ী পণ্য ঃ** বিশেষ কোনো ব্যবসায়ের রীতি অনুযায়ী যে পণ্য ব্যবহার করা হয়, সেই পণ্য ক্রয়ের চুক্তি থাকলে পণ্য সরবরাহ না করলে বিক্রেতা দায়ী থাকবে।

৪। **প্রতারণা দ্বারা চুক্তিতে সম্মতি আদায় করলে ঃ** যখন দেখা যায় যে, বিক্রেতা প্রতারণা দ্বারা ক্রেতাকে বিক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ করেছে কিংবা পণ্যের যে ত্রুটি পরীক্ষা করলেও প্রকাশ পায় না সেই ত্রুটি পণ্যে থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে না জানায়, তবে বিক্রেতা ক্রেতার কাছে দায়ী থাকবে এবং ক্রেতার ক্ষয় ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য থাকবে।

এছাড়াও পণ্য পুষ্টিকর হওয়ার শর্ত (খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে) ও স্থানীয় রীতিনীতির শর্ত প্রযোজ্য হয়।

পণ্য বিক্রয় আইনের 14 ও 16 ধারায় অনুক্ত গৌণ শর্তের বিষয়গুলির উল্লেখ রয়েছে। সেগুলি হল—

(i) পণ্যের নির্বিরোধ অধিকার [ধারা 14(b)],

(ii) দায়মুক্ত ও দাবিহীন পণ্য পাওয়ার অধিকার [ধারা 14(c)],

(iii) পণ্যের উৎকর্ষ ও উপযুক্ততা সংক্রান্ত শর্ত [ধারা 16(4)],

(iv) পণ্যের বিপজ্জনক প্রকৃতি প্রকাশ করার শর্ত।

৪.৭ পণ্যের মালিকানা বা স্বত্ব হস্তান্তর

ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের 18-25 ধারায় পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তর সম্পর্কীয় বিধানসমূহ নীচে উল্লেখ করা হল।

১। **অনির্ধারিত পণ্য ঃ** অনির্দিষ্ট বা অনির্ধারিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ধারিত না হয় ততক্ষণ পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত হবে না। [Busk Vs. Davis, (1874)]

২। **নির্দিষ্ট পণ্য ঃ** নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির পক্ষদ্বয়ে ইচ্ছামত সময়ে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে পক্ষগণের ইচ্ছা নির্ণয় করবার জন্য চুক্তির শর্তাবলী, পক্ষগণের আচরণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করতে হবে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের ভিন্ন প্রকারের ইচ্ছা না থাকলে হস্তান্তরের সময় সম্পর্কে 20 থেকে 24 নং ধারায় বর্ণিত বিধানগুলি প্রয়োগ করে ঐ সম্পর্কে তাদের ইচ্ছা নির্ণয় করতে হবে। ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের 20 থেকে 24 নং ধারার বিধানসমূহ নীচে দেওয়া হল।

ক) নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যটি যদি অর্পণযোগ্য অবস্থায় থাকে তা হলে চুক্তি সম্পাদনার সময় পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়। এইক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের বা পণ্য অর্পনের সময় অথবা উভয়ই স্থগিত রাখা হয়েছে কিনা তা পণ্যের হস্তান্তর সম্পর্কে অবান্তর (20 ধারা)।

ক, খকে তাহার বাড়িটি দুই মাসের জন্য ধারে বিক্রয় করিতে রাজি হয়ে প্রস্তাব দিল। খ এই প্রস্তাব গ্রহণ করল। চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির স্বত্ব খ এর নিকট হস্তান্তরিত হল।

খ) নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি হলে এবং অর্পণযোগ্য অবস্থায় আনতে বিক্রেতাকে কোনো কিছু করতে হলে বিক্রেতা তা না করা পর্যন্ত এবং করা হলে ক্রেতা নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় না। (21 ধারা)

গ) পণ্য অর্পণযোগ্য অবস্থায় থাকলেও পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে, পণ্যের ওজন, মাপ, পরীক্ষা অথবা অন্য কোনো কাজ করতে বিক্রেতা যদি বাধ্য থাকেন, তা হলে সব কাজ না হওয়া পর্যন্ত এবং সম্পন্ন করা হলে সেই সম্পর্কে ক্রেতাকে নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত হয় না। (22 ধারা)

ঘ) অনুমোদন সাপেক্ষে বা বিক্রয় বা ফেরত সাপেক্ষে যখন কোনো পণ্য অর্পণ করা হয়ে থাকে তখন নিম্নরূপে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়।

i) যখন ক্রেতা তার অনুমোদন বা স্বীকৃতি বিক্রেতাকে জানায় বা লেনদেনটিকে স্বীকার করে কোনো কাজ করে।

ii) যখন ক্রেতা তার অনুমোদন বা স্বীকৃতি বিক্রেতাকে না জানায় অথচ অস্বীকৃতির নোটিশ না দিয়ে পণ্য রেখে দেয়। তা হলে পণ্য ফেরতের সময় নির্দিষ্ট থাকলে, সময় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং যদি ঐরূপ কোন সময় নির্দিষ্ট না থাকে, তা হলে, যুক্তি সঙ্গত সময় শেষ হবার পর।

বিলি ব্যবস্থার অধিকার সংরক্ষণ ঃ অনেক ক্ষেত্রে বিক্রেতা চুক্তিতে উল্লিখিত উদ্দেশ্য প্রয়োগের শর্ত দ্বারা বা অন্য কোনো শর্ত সাপেক্ষে পণ্যের বিলি ব্যবস্থার সংরক্ষণ করতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্যটি ক্রেতার নিকট অর্পন করা হলেও অথবা ক্রেতার নিকট পণ্যটি পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে কোনো বাহক বা গচ্ছিত গ্রহীতার নিকট পণ্য অর্পণ করা হলেও বিক্রেতা কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী পূরণ না হলে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত হবে না।

যেমন ঃ চালানী রসিদ ও বাণিজ্যিক হুণ্ডি অনেক সময় ক্রেতার নিকট একত্রে এই শর্তে প্রেরণ করা হয় যে বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে স্বীকৃত জ্ঞাপন না করলে বা এর অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত চালানী রসিদটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হবে না। (25 ধারা)।

ঝুঁকি হস্তান্তর ঃ ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের 26 নং ধারায় বলা হয়েছে যে বিপরীত মর্মে কোনো সম্মতি না থাকলে ক্রেতার নিকট পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা ঐ পণ্যের ঝুঁকি বহন করে। কিন্তু ক্রেতার নিকট পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত হলে ক্রেতাকে অর্পণ করা হক বা না হক, ক্রেতা পণ্যের ঝুঁকি বহন করবে। ঝুঁকি স্বত্বের অনুগামী। স্বত্ব যার ঝুঁকি তার। কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

১। ক্রেতা বা বিক্রেতার দোষে পণ্য অর্পণে বিলম্ব হলে এবং এর দরুন কোনো লোকসান হলে, যে পক্ষের দোষে ঐ বিলম্ব ঘটেছে, সেই পক্ষ ঐ বিলম্বের ঝুঁকি বহন করবে।

২। ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের মধ্যে এমন শর্তে সম্মত হতে পারে যে, স্বত্ব হস্তান্তরের সময় ছাড়া অন্য কোনো সময়ে পণ্যের ঝুঁকি ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হবে।

৪.৭.১ মালিক নয় এমন ব্যক্তি দ্বারা মালিকানার হস্তান্তর

পণ্যের মালিকানা ও স্বত্ব হস্তান্তরের সাধারণ নিয়ম এই যে, শুধুমাত্র পণ্যের মালিকই পণ্য বিক্রয় করবার অধিকারী, অন্য কেউ নয়। যে ব্যক্তি পণ্যের মালিক নয়, সে যদি পণ্য বিক্রয় করে অথবা

মালিক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার বলে তার সম্মতি না নিয়ে পণ্য বিক্রয় করে, তা হলে উক্তি পণ্যের ক্রেতা ঐ পণ্যের বিক্রেতা অপেক্ষা উন্নততর স্বত্ব লাভ করতে পারে না। একটি ল্যাটিন কথায় এটি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে— 'Nemo dat qui non habet' এর অর্থ হল "যার যা নেই সে তা দিতে পারে না" অর্থাৎ পণ্যের উপর বিক্রেতার যেমন স্বত্ব আছে সে তার বেশী উৎকৃষ্টতর স্বত্ব দিতে পারে না। এই নীতি স্থাবর অস্থাবর সর ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের 27 থেকে 30 নং ধারায় এই নীতির কতকগুলি ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। সেগুলি হল ঃ—

১। **স্বীয় আচরণের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতায় মালিকানা ঃ** যেক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত মালিকের আচরণে বা কথাবার্তা দ্বারা ক্রেতার মনে এরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, পণ্যের বিক্রেতাই মালিক। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ক্রেতা উক্ত দ্রব্য ক্রয় করে, সেক্ষেত্রে সে তার আচরণের দরুন পণ্য বিক্রেতার পণ্যে কোনো মালিকানা ছিল না, এরূপ অজুহাত তুলতে পারে না। (27 ধারা)

উদাহরণ ঃ P তার নিজের একটি যন্ত্র Q এর নিকট রাখতে দেয়। R নামক এক ব্যক্তি Q এর বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করে যন্ত্রটি ক্রোক করল। P বহুদিন যাবৎ ঐ যন্ত্রটির কোনো খোঁজ খবর নিল না। সে R এর উকিলের সঙ্গে ডিক্রি জারি সম্পর্কে কথাবার্তা বলল কিন্তু যন্ত্রে তার স্বত্ব সম্পর্কে কোনো উল্লেখ করল না। R ই যন্ত্রটি ডিক্রি জারি করে বিক্রি করল। আদালত রায় দিলেন যে P তার আচরণের ফলে আর এই অজুহাত তুলতে পারবে না যে যন্ত্রটি মালিক নহে।

২। **বাণিজ্যিক প্রতিনিধির দ্বারা বিক্রয় ঃ** মুখ্য ব্যক্তির সম্মতিতে পণ্য অথবা পণ্যের স্বত্বের দলিল যদি বাণিজ্যিক প্রতিনিধির নিকট থাকে, তা হলে উক্ত পণ্য বিক্রয় করবার ক্ষমতা না পেলে ব্যণিজ্যিক প্রতিনিধি উহা বিক্রয় করলে ক্রেতা উক্ত পণ্যের বিক্রেতা অপেক্ষা পণ্যের উন্নততর মালিকানা লাভ করবে যদি (ক) বিক্রেতা উহা ব্যবসায়ের সাধারণ কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসাবে বিক্রয় করে থাকে। (খ) পণ্যটি বিক্রয় করবার সময় পণ্য বিক্রেতার যে পণ্যটি বিক্রয় করবার অধিকার ছিল না তা না জেনে ক্রেতা যদি উহা সৎ বিশ্বাসে ক্রয় করে থাকে।

৩। **একজন যৌথ মালিক কর্তৃক বিক্রয় ঃ** কোনে যৌথ মালিকানাপ পণ্য যদি যৌথ মালিকগণের সম্মতি অনুসারে উহাদের একজন যৌথ মালিকের একক দখলে থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ যৌথ মালিকের কাছ থেকে কেউ যদি সদ্বিশ্বাসে উহা ক্রয় করে এবং যদি পণ্য বিক্রয়ের সময় বিক্রেতার বিক্রয়ের কোনো অধিকার ছিল না একথা তার জানা না থাকে, তা হলে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হবে।

৪। **বাতিলযোগ্য চুক্তির দ্বারা দখলদার ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রয় ঃ** ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের 29 নং ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতীয় চুক্তি আইনের 19 নং ধারা অনুযায়ী যে সমস্ত চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হয় সেই সকল চুক্তিতে পণ্যের ক্রেতা পণ্যের দখল নিয়ে থাকলে এবং বিক্রয়ের সময় ঐ চুক্তি রদবদল না হয়ে থাকলে ক্রেতা সরল বিশ্বাসে এবং বিক্রেতার স্বত্ব ত্রুটিযুক্ত কি না জেনে কিনলে ঐ পণ্যের নির্দায় স্বত্ব লাভ করবে।

৫। **বিক্রয়ের পরেও পণ্যের দখলদার বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় ঃ** ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের 30(1) ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি যদি পণ্য বিক্রয়ের পরও পণ্য বা পণ্যটির মালিকানার দলিল নিজের কাছে রেখে দেয় এবং বিক্রেতা ঐ পণ্য বা উহার মালিকানার দলিল পুনরায় অপর কারও নিকট বিক্রয় করে দেয় সেক্ষেত্রে নূতন ক্রেতা পণ্য ক্রয়ের সময় বিক্রেতার মালিকানার ত্রুটি সম্পর্কে অবগত না হয়ে উহা সরল বিশ্বাসে ক্রয় করে।

৬। **বিক্রয়ের পরে পণ্যের দখলদার ক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় ঃ** পণ্য বিক্রয় আইনের 30(2) ধারায় বলা হয়েছে যে যখন ক্রেতা কোনো পণ্য ক্রয় করে বিক্রেতার সম্পত্তিতে তার দখল পেয়েছে, কিংবা পণ্যের মালিকানার দলিল পেয়েছে, সেক্ষেত্রে ক্রেতা যদি ঐ পণ্য অন্য ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে, তবে যে ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে আগের কোনো লেনদেনের ঘটনা না জেনে তা ক্রয় করে, পণ্যের প্রকৃত মালিকের ঐ পণ্যে কোনো স্বত্ব থাকলেও সে ঐ পণ্যে উত্তর মালিকানা স্বত্ব পাবে।

৭। **অপরিশোধিত বিক্রেতা কর্তৃক পুনর্বিক্রয় ঃ** যে ক্ষেত্রে বিক্রেতা তার পণ্যের মূল্য পায় নি সেক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি পণ্যে তার পূর্বস্বত্ব প্রয়োগ করে পণ্য পুনরায় বিক্রয় করে, তবে ক্রেতা আদি ক্রেতা থেকে উত্তম মালিকানা পাবে।

৮। **প্রাপ্ত দখলদার কর্তৃক বিক্রয় ঃ** প্রাপ্ত বস্তুর দখলদার পণ্যের মালিক না হয়েও যদি প্রকৃত মালিককে খুঁজে না পায় কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক দখলদারকে পণ্যের জন্য যে টাকা খরচ হয়েছে, তা যদি না দিতে পারে অথবা যদি পণ্য নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়, তবে প্রাপ্তবস্তুর দখলদার তার হেফাজতে যে পণ্য থাকে তা প্রকৃত মালিক না হয়েও বিক্রয় করতে পারে।

৯। **বন্ধক গ্রহীতা কর্তৃক পণ্য বিক্রয় ঃ** বন্ধকদাতা যদি চুক্তি অনুসারে বন্ধকগ্রহীতার পাওনা মিটিয়ে দিতে না পারে, তবে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী পণ্য বিক্রয় করে ক্রেতাকে উত্তম মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারে।

৪.৮ অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার

পণ্য বিক্রয় আইন 1930 অনুসারে বিক্রেতাকে অপরিশোধিত বিক্রেতা বলে যখন—

(i) পণ্য বিক্রয়ের সময় সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করা হয়নি, বা

(ii) হুণ্ডি পেলেও পরে সেটি বাতিল হয়।

এই আইনের 45(1) ধারায় অপরিশোধিত বিক্রেতার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং 45(2) ধারায় বলা হয়েছে বিক্রেতা মানে শুধু প্রকৃত বিক্রেতা নয়, যে ব্যক্তি বা যারা তার হয়ে কাজ করে তাকেও বিক্রেতা বলে। অর্থাৎ, বিক্রয় প্রতিনিধি, চালান প্রাপক ইত্যাদি।

অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার ঃ তাঁর অধিকার দুই রকমের (১) পণ্যের উপর এবং (২) ব্যক্তিগতভাবে ক্রেতার বিরুদ্ধে।

পণ্যের উপর অধিকার ঃ

১) **বিক্রেতার পূর্বস্বত্ব ঃ** পূবস্বত্ব (lien) বলতে কোনো ব্যক্তির দখলে অপর কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি থাকলে কোনো নির্দিষ্ট দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দখলকারী ব্যক্তি কর্তৃক নিজ দখলে রাখবার অধিকারকে বোঝায়। মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত পাওনাদার কর্তৃক পণ্য নিজ দখলে রাখার অধিকারকে অপরিশোধিত বিক্রেতার পূর্বস্বত্ব বলে। পণ্য বিক্রয় আইনের 47-49 ধারাসমূহে অপরিশোধিত বিক্রেতার পূর্বস্বত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

২) **পরিবহনাধীন পণ্য আটকের অধিকার** [50-52 ধারা] ঃ পণ্য বিক্রয় আইনের 50 ধারায় বলা হয়েছে যে, ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে পড়লে, যে অপরিশোধিত বিক্রেতা পণ্যের দখল ত্যাগ করেছে এবং যখন ঐ পণ্য ক্রেতার অভিমুখে পরিবহনাধীন অবস্থায় রয়েছে, সে সময় তা আটক করার বা পুনরায় নিজ

দখলে নেওয়ার ও যে পর্যন্ত না তার মূল্য সে পাচ্ছে সে পর্যন্ত তা নিজের কাছে রাখার অধিকার ঐ বিক্রেতার রয়েছে। ঐ অধিকার প্রয়োগ করতে হলে নিম্নলিখিত শর্ত পালিত হওয়া চাই ঃ ১) পণ্যের সম্পূর্ণ বা অংশ প্রদত্ত হয় নি; ২) পণ্য পরিবহনাধীন অবস্থায় রয়েছে; ৩) পণ্য বিক্রয় আইনের অন্য কোনো ধারায় বিক্রেতা কর্তৃক এই অধিকার প্রয়োগের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নি।

পণ্য পরিবহনাধীন আছে না ঐ অবস্থা শেষ হয়েছে তা নির্ধারণ করার জন্য 51 ধারায় নিয়মাবলী নির্দেশ করা হয়েছে।

৩) **পুনর্বিক্রয়ের অধিকার ঃ** নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে অপ্রদত্ত মূল্য বিক্রেতা তার দখলাধীন বিক্রীত পণ্য পুনর্বিক্রয়ের অধিকার ভোগ করে (54 ধারা) যদি —

ক) পণ্য পচনশীল প্রকৃতির হয়।

খ) বিক্রেতা তার পূর্বোক্ত অধিকারদ্বয় প্রয়োগপূর্বক ক্রেতাকে নোটিশ দিয়ে ঐ পণ্য পুনর্বিক্রয়ের ইচ্ছা জানানো সত্ত্বেও, ক্রেতা তার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পণ্যের মূল্য প্রদান বা দাখিল করেন নি।

গ) ক্রেতা পণ্যের মূল্য প্রদানে সক্ষম হলে পণ্য পুনর্বিক্রয়ের অধিকার বিক্রেতা চুক্তির সাহায্যে সংরক্ষিত হয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে ক্রেতার বিরুদ্ধে অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার

১) পণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য মোকদ্দমা ঃ যে ক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্যের মূল্য প্রদান করতে অস্বীকার করে, সেক্ষেত্রে অপরিশোধিত বিক্রেতা মূল্য আদায়ের জন্য ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন। (ধারা 55)

২) **ক্ষতিপূরণের মামলা ঃ** যদি ক্রেতা মূল্যপ্রদানে অস্বীকার করে তবে অপরিশোধিত বিক্রেতা ক্রেতার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে। (ধারা 56)

৩) **সুদ আদায়ের মামলা ঃ** অনেক সময় পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে এই মর্মে শর্ত থাকে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতা পণ্যের মূল্য প্রদান না করলে, ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্যের মূল্য বাবদ পাওনা টাকার উপর অতিরিক্ত সুদ দেবে। (ধারা 61(2)(a)।

৪) **চুক্তি বাতিল করা ঃ** যদি পণ্য পাঠাবার নির্দিষ্ট দিনের আগেই ক্রেতা চুক্তি খারিজ করে, তাহলে অপরিশোধিত বিক্রেতা পণ্য পাঠাবার দিন অবধি চুক্তি রয়েছে বলে মনে করতে পারে ও চুক্তিটিকে বাতিল করে চুক্তিভঙ্গ করার জন্য ক্রেতার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবির মোকদ্দমা করতে পারে (60 ধারা)।

৪.৯ পণ্য বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার

পণ্য বিক্রয় আইন, 1930 অনুসারে পণ্য বিক্রয় চুক্তিভঙ্গ বলে ক্রেতা ও বিক্রেতা কীভাবে প্রতিকার পাবেন তা হল নিম্নরূপ—

১. **বিক্রেতার প্রতিকারসমূহ** (ধারা 55-56) ঃ ক্রেতার দোষে যদি বিক্রয় চুক্তিভঙ্গ হয় তাহলে বিক্রেতা পণ্য বিক্রয় আইন অনুসারে যেসব প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে সেগুলি হল —

(i) **পণ্য সংক্রান্ত প্রতিকারসমূহ ঃ** বিক্রেতার পূর্বস্বত্ব প্রয়োগ, পথের মধ্যে আটক করে পুনর্দখল করা, ক্রেতাকে পণ্য অর্পণ স্থগিত রাখা ও চুক্তিভুক্ত পণ্য পুনর্বিক্রয় করা।

(ii) **ক্রেতার বিরুদ্ধে প্রতিকারসমূহ ঃ** দামের জন্য মামলা করা, পণ্য গ্রহণ না করার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করা, সুদ ও বিশেষ ক্ষতির জন্য দাবি পেশ করা ইত্যাদ।

২. **ক্রেতার প্রতিকারসমূহ ঃ** অন্যদিকে বিক্রেতার দোষে যদি বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গ হয় তাহলে ক্রেতা যেসব প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে সেগুলি হল —

(i) পণ্য অর্পণ না করার জন্য ক্রেতার যে ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করা (ধারা 57);

(ii) চুক্তি পালনের আদেশ দেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করা (ধারা 58);

(iii) পণ্যের গৌণ শর্ত ভঙ্গ হলে তার প্রতিবিধান করা (ধারা 59); এবং

(iv) চুক্তি বর্জন করা এবং 16 নং ধারা অনুসারে মূল্য ফেরতের মামলা করা।

৪.১০ নিলাম বিক্রয়

কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে পণ্যের মালিক বা তার প্রতিনিধি জনসাধারণের কাছে তার পণ্য নিলামে বিক্রয় করতে ইচ্ছুক হয়। এই ব্যাপারে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বেশি মূল্য দেওয়ার কথা প্রকাশে ঘোষণা করে, তার কাছে পণ্য বিক্রয় করা হয়। পণ্য বিক্রয় আইনের 64 নং ধারায় নিলাম বিক্রয়ের নিয়মাবলীর নির্দেশ আছে।

৪.১১ সারাংশ

এই এককে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে, এখানে বিভিন্ন ধরনের পণ্য যেমন — ঘটনা সাপেক্ষ পণ্য, ভবিষ্যত পণ্য সম্পর্কে জেনেছেন, আবার বিভিন্ন শর্তের মধ্যে মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্ত আলেচনা করা হয়েছে। মুখ্য শর্ত হল অবশ্য পালনীয় শর্ত। মুখ্য শর্ত পালিত না হলে চুক্তি বাতিল হয়।

৪.১২ অনুশীলনী

(ক) এম সি কিউ প্রশ্ন :

১. পণ্য বিক্রয় আইন প্রনয়ণ করা হয় ______ সালে

(ক) 1920

(খ) 1925

(গ) 1930

(ঘ) 1940

উত্তর : (গ)

২. পণ্য বিক্রয় আইনে ক্রেতার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ______ ধারায়

(ক) 2 (1)

(খ) 2 (13)

(গ) 2 (10)

(ঘ) 2 (11)

উত্তর : (ক)

৩. পণ্য বিক্রয় আইনে নীচের কোনটি পণ্য নয় _____

(ক) বাড়ি

(খ) স্টক

(গ) বাণিজ্য চিহ্ন

(ঘ) সুনাম

উত্তর : (ক)

৪. পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে সাধারণত ______ পক্ষ থাকে

(ক) দুটি

(খ) চারটি

(গ) ছয়টি

(ঘ) আটটি

উত্তর : (ক)

৫. পণ্য বিক্রয় আইনে মূল্য-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে _______ ধারায়

(ক) 2 (10)

(খ) 2 (11)

(গ) 2 (13)

(ঘ) 2 (7)

উত্তর : (ক)

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। পণ্য কাকে বলে?

২। পণ্য কয় প্রকার ও কী কী?

৩। মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্তের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৪। অপরিশোধিত বিক্রেতা বলতে কী বোঝেন?

৫। অপরিশোধিত ক্রেতার বিরুদ্ধে অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকারগুলি লিখুন।

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। বিক্রয় চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলি কী কী?

২। পণ্য বিক্রয় আইনে ক্রেতার অধিকারগুলি কী কী?

৩। পণ্য বিক্রেতার পণ্যের উপর যে স্বত্ব আছে তা অপেক্ষা উন্নততর স্বত্ব সে পণ্য ক্রেতাকে দিতে পারে না। ব্যতিক্রমগুলিসহ আলোচনা করুন।

৪। কিস্তিবন্দী বিক্রয় ও বিক্রয় চুক্তির মধ্যে পার্থক্যগুলি লিখুন।

৫। পণ্য বিক্রয় চুক্তি বলতে কী বোঝেন? পণ্য বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গের পরিণাম কী।

একক ৫ ❑ অংশীদারী আইন, ১৯৩২ (Partnership Act, 1932)

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ অংশীদারী কারবার এবং কারবারের প্রকারভেদ

৫.৪ অংশীদারী কারবারের নিবন্ধন

৫.৫ অংশীদারের অধিকার ও কর্তব্য

৫.৬ অংশীদারদের সম্পর্ক

 ৫.৬.১ অংশীদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক

 ৫.৬.২ তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে অংশীদারদের সম্পর্ক

 ৫.৬.৩ অংশীদারের নিকট বিজ্ঞপ্তি

 ৫.৬.৪ অংশীদার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান

 ৫.৬.৫ ব্যক্ত বা অনুক্ত ক্ষমতা

 ৫.৬.৬ অংশীদারের কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানের দায়

 ৫.৬.৭ প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য অংশীদারের দায়

৫.৭ অংশীদারী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন

৫.৮ অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সমাপ্তি ও বিলোপসাধন

 ৫.৮.১ প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির কারণ

 ৫.৮.২ প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির পরিণতি

 ৫.৮.৩ প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির পরে হিসাবের নিষ্পত্তির পদ্ধতি

৫.৯ নাবালক অংশীদারী

 ৫.৯.১ অধিকার

 ৫.৯.২ দায়

৫.১০ সারাংশ

৫.১১ অনুশীলনী

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পরে বুঝতে পারবেন—

- অংশীদারী কারবার কী এবং কত প্রকারের
- অংশীদারী কারবারে নিবন্ধনের ভূমিকা
- অংশীদারী কারবার পুনর্গঠনের সম্ভাবনা;
- অংশীদারী কারবারের সমাপ্তির কারণ ও প্রভাব;
- নাবালক অংশীদারের কারবারে স্থান এবং তার দায় ও কর্তব্য।

৫.২ প্রস্তাবনা

বিভিন্ন ব্যবসায়ে একাধিক ব্যক্তি মিলিত হয়ে ব্যবসায় সংগঠন করতে পারেন। যে সকল ব্যবসায়ী অংশীদারগণ কোন সম্মতি দ্বারা অংশীদারী ব্যবসায় সংগঠন করেন, সেই সকল ব্যবসায়ের জন্য ১৯৩৯ সালে ভারতীয় অংশীদারী আইন প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে ঐ আইনের সংবিধান বলে সমস্ত অংশীদারী কারবার প্রবর্তিত হয় এবং পরিচালিত হয়। এই আইনটি অবশ্য যৌথ হিন্দু পারিবারিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

অংশীদারী কারবার কিছুদিন বা দীর্ঘদিন চালানোর পরে পুনর্গঠিত হতে পারে। অংশীদারগণ কারবারের স্বার্থে ফার্মের পুনর্গঠন করতে পারেন। যদি কোন অংশীদার কারবারে যোগদান করে, যদি কোন অংশীদার কারবার ছেড়ে চলে যায়, বা কোন অংশীদারের মৃত্যু হয়, তাহলে কারবার পুনর্গঠন করা হয়। ক্ষেত্রে সাধারণত কারবারের সম্পত্তি ও দায়ের পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু পুনর্গঠনের ফলে ফার্মের সত্বা বিলোপ হয় না।

এছাড়া কিছু নির্দিষ্ট কারণ হেতু ফার্মের বিলোপসাধন করা হয়। সেক্ষেত্রে একজন বা দুজন অংশীদার কারবার বিলোপ করতে পারে না। সকল অংশীদার এক হয়ে নিজেদের মধ্যে সম্মত হলে তবেই কারবার বিলোপসাধন করা হয়। এবং বিলোপসাধনের পরে ফার্মের সম্পত্তি ও দায় অংশীদারদের মধ্যে বন্টন হয়। বিলোপসাধনের ফলে ব্যবসায়ের সত্বার আর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

৫.৩ অংশীদারী কারবার এবং কারবারের প্রকারভেদ

অংশীদারী কারবার হলো এমন একটা কারবার, যা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়। সুতরাং, অংশীদারী কারবার সব অংশীদার দ্বারা বা সবার পক্ষ থেকে যেকোন একজন দ্বারাও পরিচালিত হতে পারে। ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইন অনুসারে এটি গঠিত হয়। ভারতীয় অংশীদারী আইনের 4 ধারা অনুযায়ী অংশীদারীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ঃ

সকল ব্যক্তির দ্বারা বা সকলের পক্ষ থেকে যেকোন একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের লাভ বা মুনাফা নিজেদের মধ্যে ভাগ বা বন্টন করার জন্য চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে তাকে অংশীদারী কারবার বলে।

যে সকল ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে এইরকম সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে তাদের প্রত্যেককে **'অংশীদার'** এবং তাদেরকে একসঙ্গে **'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান'** বলে। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, এইরকম অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে :

১। প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক, ২। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তি,

৩। চলমান ব্যবসায়, ৪। লাভ অর্জনের উদ্দেশ্য।

অংশীদারী কারবারের প্রকারভেদ [Kinds of Partnership] :

নির্দিষ্ট অংশীদারী (Particular Partnership) [8 ধারা]

কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার জন্য যে অংশীদারী গঠন করা হয় তাকে নির্দিষ্ট অংশীদারী বলা হয়। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, কাজটি শেষ হওয়ার পরে সাধারণত অংশীদারীর বিলুপ্তি ঘটে।

ঐচ্ছিক অংশীদারী (Partnership at will) [7 ধারা]

যে অংশীদারী কারবার কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠন করা হয় না এবং দীর্ঘকাল ব্যবসায় করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে কারবার গঠিত হয় এবং যার বিলুপ্তির কোন আগাম পরিকল্পনা থাকে না তাকে ঐচ্ছিক অংশীদারী বলে।

সীমাবদ্ধ অংশীদারী (Limited Partnership) ঃ

যে অংশীদারী কারবার একজন বাদে বাকি সকল অংশীদার সীমাবদ্ধ দায় বহন করেন সেই অংশীদারকে সীমাবদ্ধ অংশীদারী কারবার বলে। তবে সেইসঙ্গে একজন অংশীদারকে অসীম দায় (Unlimited Liability) বহন করতে হয়। কিন্তু ভারতে এইরকম অংশীদারীর কোন স্থান নেই। এখানে সকল অংশীদারকে অসীম দায় বহন করতে হয়। কিন্তু ২০০৮ সালে প্রবর্তিত সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারী আইনের বলে সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী সংস্থা গঠন করা যায়।

৫.৪ অংশীদারী কারবারের নিবন্ধন

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি (৫০ জনের অনধিক) মুনাফা বা লাভ অর্জনের জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পারেন। এই অনুমান করা যায় যে, চূড়ান্ত বিশ্বাসই অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি। অংশীদারী চুক্তি লিখিত বা মৌখিক হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে কোন বিরোধের মোকাবিলা করার জন্য এবং সেই সঙ্গে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্দেশ্যে অংশীদারী চুক্তিপত্র (Partnership Deed) লিখিত হওয়াই কাম্য। অংশীদারী চুক্তিপত্রে লাভ লোকসান বন্টনের অনুপাত, অংশীদারদের কর্তব্য ও অধিকার, পুঁজির পরিমাণ, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, বিবাদের মীমাংসা পদ্ধতি ইত্যাদির উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়, যার ফলে ভবিষ্যতের যে কোন বিরোধের সহজেই নিষ্পত্তি করা যায়।

নিবন্ধন (Registration) ঃ অংশীদারী কারবারে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে নিবন্ধন করা যায়, নাও করা যায়। অংশীদাররা ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিবন্ধন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে নির্দিষ্ট ফী (Fee) সহ অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধক (Registrar of Firms) এর কাছে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হয়।

আবেদন পত্রে কিছু বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন (১) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নাম; (২) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রধান বা মুখ্য কার্যস্থল; (৩) অন্য কোন জায়গায় কারবার চললে তার নাম এবং ঠিকানা; (৪) প্রত্যেক অংশীদারদের পূর্ণ নাম এবং ঠিকানা; (৫) প্রত্যেক অংশীদারদের পুঁজির পরিমাণ এবং কারবারে যোগদানের তারিখ; (৬) প্রতিষ্ঠানের সময় ও মেয়াদ [58 ধারা]

এই চুক্তিপত্রে সব অংশীদার বা তাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করবে। এবং এই সম্পর্কে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে এবং নির্ধারিত ফী পেলে ফার্মের নিবন্ধক (Registrar of Firms) নিবন্ধন বইতে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও বিবরণ লিখবেন এবং প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত হলো বলে বিবেচিত হবে।

পরবর্তীকালে প্রদত্ত বিবরণীতে কোন পরিবর্তন হলে তা নিবন্ধককে জানাতে হয় এবং সেই অনুযায়ী তিনি নিবন্ধন বইতে লিখে নেন।

নিবন্ধন না করার পরিণাম **(Consequences of non-registration)** ঃ অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের

নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কিছু অসুবিধা ভোগ করতে পারে [69 ধারা]। যেমন—

(ক) কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বা অপর কোন অংশীদারের বিরুদ্ধে চুক্তিজাত বা অংশীদারী আইন দ্বারা কোন অধিকার দাবি করার জন্য আদালতের কাছে মামলা করতে পারবেন না।

(খ) অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান চুক্তিজাত অধিকার দাবির জন্য আদালতে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন না।

(গ) কোন মামলায় ঐ প্রতিষ্ঠান পাল্টা পাওনা (Set off) দাবি করতে পারবেন না। অর্থাৎ মামলায় বাদীপক্ষের থেকে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কমানোর জন্য যে দাবি থাকে তাকে পাল্টা পাওনা বলে।

উপরে বর্ণিত 69 ধারার কিছু ব্যতিক্রম আছে **[Exceptions to the Above Rules]**

(১) অনিবন্ধিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধনের জন্য এবং বিলুপ্ত ফার্মের হিসাবের জন্য কোন অংশীদার মামলা দায়ের করে থাকতে পারেন।

(২) বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি থেকে নিজের সম্পত্তির অংশ উদ্ধারের জন্য কোন অংশীদার মামলা দায়ের করতে পারবেন।

(৩) কোন অংশীদার যদি বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেন তবে অন্যান্য অংশীদার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন।

(৪) সরকারি স্বত্বনিয়োগী (Official Assignee) [বা দেউলিয়া সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী] এবং আদালত কর্তৃক নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী (Receiver) অনিবন্ধিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া অংশীদারের সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

(৫) ছোট আদালতের অধীন অঞ্চলে অনিবন্ধিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে ১০০ টাকা পর্যন্ত দাবির জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন।

৫.৫ অংশীদারের অধিকার ও কর্তব্য

অংশীদারী চুক্তি ও আইনের ভিত্তিতে অংশীদারদের অধিকার নির্ধারিত হয়। অংশীদারী চুক্তিতে কোন বিপরীত শর্ত উল্লেখ না থাকলে অংশীদারী কারবারের অংশীদারগণ এইসকল অধিকার ভোগ করেন।

(১) কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ)

অংশীদারী আইনে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক অংশীদারের কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। **[12(a) ধারা]**।

(২) নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার ঃ

কারবার সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রত্যেক অংশীদার নিজের মত প্রকাশ করতে পারবেন। এবং সকলে একমত হলেই সেই সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে। **[12(c) ধারা]**।

(৩) হিসাবপত্র দেখা, পরীক্ষা এবং প্রতিলিপি পাওয়ার অধিকার ঃ

প্রত্যেক অংশীদার কারবারের খাতাপত্র দেখাতে পরীক্ষা করতে এবং তাঁর প্রয়োজনে কোন প্রতিলিপি (copy) নেওয়ার পূর্ণ অধিকার ভোগ করেন। **[12(d) ধারা]**।

(৪) সমান হারে লাভের বন্টন ঃ

কারবারের অংশীদারগণের সমান হারে লাভ বন্টনের অধিকার আছে। যদি অংশীদারী চুক্তিপত্রে কোন লাভ বন্টনের ভাগ অব অনুপাতের উল্লেখ থাকে তবে সেই অনুপাতেই বাগ করা হবে। **[13(b) ধারা]**।

(৫) মূলধনের উপর সুদ পাওয়ার অধিকার ঃ

কারবারের অংশীদারগণ যে হারে কারবারে মূলধন সরবরাহ করবেন তার জন্য তাঁরা মূলধনের উপরে সুদ পেতে পারেন। তবে সেই সুদের টাকা কেবলমাত্র লাভ থেকেই দিতে হবে। **[13(c) ধারা]**।

(৬) মূলধনের অতিরিক্ত অর্থের উপর সুদ পাওয়ার অধিকার ঃ

কারবারের অংশীদারগণ কারবার গঠনের সময় যে অর্থ দিয়ে থাকেন প্রয়োজনে তার বেশি অর্থ কারবারকে দিতে পারেন Advance হিসাবে। যদি কারবারের প্রয়োজনের বেশি অর্থ দিয়ে থাকেন তবে ঐ অতিরিক্ত অর্থের জন্য বার্ষিক ৬% সুদ পাবেন। **[13(d) ধারা]**।

(৭) ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার ঃ

অংশীদারী আইনে বলা হয়েছে যে, কারবার পরিচালনার সময়ে বা আকস্মিক কোন বিপদের সময়ে যদি কোন অংশীদার কোন অর্থ প্রদান করে বা কোন দায় মেটানোর দায়িত্ব নিয়ে থাকে তবে ঐ অংশীদার কারবার থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার ভোগ করেন। **[13(e) ধারা]**।

(৮) সম্পত্তি ব্যবহার করার অধিকার ঃ

কারবারের সম্পত্তি কেবলমাত্র কারবারের প্রয়োজনে রাখা ও ব্যবহার করা হয়। অংশীদারগণ তাঁদের নিজস্ব কাজে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবেন না।

(৯) অংশীদারের ব্যক্তি অধিকার ঃ

অংশীদারী আইন অনুযায়ী অংশীদারগণ চুক্তিপত্র অনুসারে প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করার অধিকার পেয়ে থাকেন। **[18 ধারা]**।

(১০) অংশীদারদের অব্যক্ত বা ধারণামূলক অধিকার ঃ

অংশীদারী আইন অনুযায়ী অংশীদারী প্রতিষ্ঠান যে ধরনের কারবারে লিপ্ত সেই ধরনের কারবারের প্রচলিত নিয়মকানুন মেনে কোন কাজ করলে প্রতিষ্ঠান ঐ কাজের জন্য আবদ্ধ হবেন। ঐরূপ

ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসাবে অংশীদারের কাজ করার অধিকার বলবৎ হয়। **[19 ধারা]**।

(১১) জরুরি অবস্থায় প্রতিষ্ঠান রক্ষা ঃ

জরুরি অবস্থার সময় কারবারের স্বার্থরক্ষার জন্য সাধারণ বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন, সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করার অধিকার অংশীদারগণ ভোগ করে থাকেন। **[21 ধারা]**।

(১২) নতুন অংশীদার গ্রহণের অধিকার ঃ

অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের সম্পত্তির ভিত্তিতে অংশীদারী কারবারে নতুন অংশীদার গ্রহণের অধিকার প্রত্যেক অংশীদারের আছে। **[31 ধারা]**।

(১৩) অংশীদারের অবসর গ্রহণের অধিকার ঃ

অংশীদারী কারবার থেকে প্রত্যেক অংশীদারের অবসর গ্রহণের অধিকার আছে। **[32 ধারা]**।

(১৪) কারবারের বিলোপসাধনের পর অধিকার ঃ

কারবারের বিলোপসাধন হলে অংশীদারগণ কিছু অধিকার পায়। যেমন : হিসাব গুটিয়ে ফেলার অধিকার, বাকি সম্পত্তির অধিকার, বিলোপসাধনের পরে মুনাফা অর্জনের অধিকার, সেলামী ফেরতের অধিকার।

অংশীদারী কারবারের অংশীদারগণ বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য পালন করেন। অংশীদারী চুক্তিতে বিপরীত কোন শর্ত উল্লেখ না থাকলে অংশীদারগণ নিম্নলিখিত কর্তব্য পালন করেন।

(১) ন্যায়সঙ্গত আচরণ এবং বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করার কর্তব্য ঃ

প্রত্যেক অংশীদার নিজেদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবেন এবং একে অপরের কাজের প্রতি বিশ্বাস রাখবেন, সমস্ত সংবাদ পরিবেশন করবেন এবং কারবারের সমস্ত হিসাব দেবেন। **[9 ধারা]**।

(২) ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকা ঃ

কারবার পরিচালনার সময়ে যদি কোন অংশীদার কোন প্রতারণামূলক কাজ করেন বা তাঁর কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তিনি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। **[10 ধারা]**।

(৩) নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করা ঃ

কারবার পরিচালনার প্রত্যেক অংশীদার তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। **[12(b) ধারা]**।

(৪) পারিশ্রমিক দাবি না করা ঃ

কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণের জন্য কোন অংশীদার পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবেন না। **[10(a) ধারা]**।

(৫) লোকসানের সমান ভাগ ঃ

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে যদি ক্ষতি হয় তাহলে অংশীদার সমান ভাগে ক্ষতিপূরণ দেবেন। **[13(b) ধারা]**।

(৬) ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য ক্ষতিপূরণ ঃ

কোন অংশীদারের ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য যদি কারবারের ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে তিনি ঐ ক্ষতি বহন করতে বাধ্য থাকবেন। **[13(f) ধারা]**।

(৭) ব্যক্তিগত মুনাফা ফিরিয়ে দেওয়া ঃ

কোন অংশীদার যদি কারবারের লেনদেন থেকে বা উহার নাম বা সম্পত্তি ব্যবহার করে যদি কোন মুনাফা অর্জন করেন তবে তিনি তার হিসাব দাখিল করবেন এবং ঐ মুনাফা প্রতিষ্ঠানকে অর্পন করবেন। **[16(a) ধারা]**।

(৮) প্রতিযোগিতামূলক কারবারের লাভ ফিরিয়ে দেওয়া ঃ

যদি কোন অংশীদার অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ বা প্রতিযোগী কোন কারবার থেকে ব্যক্তিগত গোপন লাভ অর্জন করেন। তবে ঐ অংশীদার তার হিসাব দাখিল করবেন এবং ঐ গোপন লাভ প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দেবেন। **[16(b) ধারা]**।

(৯) কারবারের সম্পত্তির ব্যবহার ঃ

অংশীদারী চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারগণ শুধু ফার্মের কাজেই কারবারের সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবেন। **[15 ধারা]**।

(১০) অসীম দায় বহন ঃ

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন কারবারের সব কাজের জন্য সমস্ত অংশীদারগণ অসীম দায় বহন করবেন। **[25 ধারা]**।

৫.৬ অংশীদারদের সম্পর্ক

৫.৬.১ অংশীদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনের 13 ধারায় অংশীদারগণের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা আছে। তবে, এই সমস্ত আইন সবক্ষেত্রেই সমান ভাবে ব্যবহার করা যায় না। অংশীদারগণ ইচ্ছা করলে চুক্তির দ্বারা এর পরিবর্তন করতেপারেন। অংশীদারদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য নীচে আলোচনা করা হল :

(ক) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ফার্মের কোন অংশীদার কোন পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবেন না। **[13(a) ধারা]**।

(খ) ফার্মের সমস্ত অংশীদার লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ সমান অনুপাতে বহন করবেন। **[13(b) ধারা]**।

(গ) অংশীদারগণ কারবারে যে মূলধন সরবরাহ করেছেন তার উপরে সুদ পাওয়ার যোগ্য এবং মূলধনের উপর সুদ কেবলমাত্র ফার্মের অর্জিত লাভের উপরেই দিতে হবে। **[13(c) ধারা]**।

(ঘ) অংশীদারগণ কারবারে মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ দাদন হিসাবে প্রদান করলে সেই অতিরিক্ত অর্থের উপরে বার্ষিক ৬% হারে সুদ পাওয়ার যোগ্য। **[13(b) ধারা]**।

(ঙ) কারবার পরিচালনার সময়ে যদি কারবারের কোন বিপদ উপস্থিত হয় এবং কোন অংশীদার যদি কোন ব্যয় করেন বা দায় স্বীকার করেন, তবে ঐ অংশীদার কারবার থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন।

(চ) কোন অংশীদারের ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য যদি কারবারের কোন ক্ষতি হয়, তবে ঐ অংশীদারকে ক্ষতির ভার বহন করতে হবে। অর্থাৎ তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

৫.৬.২ তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে অংশীদারদের সম্পর্ক (Relation with third parties)

প্রতিনিধিত্ব ঃ ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইন অনুসারে একজন অংশীদার হলেন প্রতিষ্ঠানের এবং অন্যান্য অংশীদারের প্রতিনিধি। সুতরাং বলা যায়, প্রত্যেক অংশীদার অপর সকল অংশীদারের প্রধান এবং অপর সকলের প্রতিনিধি। অংশীদারগণ তাঁদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য অনুযায়ী ফার্মের কাছে আবদ্ধ থাকেন। এই কারণের জন্য অংশীদারী আইনকে প্রতিনিধিত্ব আইনের শাখা বলে। ব্যবসায়ের সাধারণ কাজকর্মের মাধ্যমে কোন অংশীদার কোন কাজ করলে বা কোন লেনদেন করলে, তিনি অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে এবং অন্যান্য অংশীদারকে তৃতীয়পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ করবেন। এইভাবে দায়বদ্ধ করতে হলে কারবারের লেনদেনে নিম্নলিখিত শর্তগুলো থাকা প্রয়োজন :

(১) স্বাভাবিক কার্যকলাপের মধ্যেই থাকতে হবে। উদাহরণ : 'ক' ও 'খ' চিনির অংশীদারী ব্যবসায়ী। 'খ' চাল কেনার জন্য তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে চুক্তি করলেন। এরজন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা 'ক' দায়ী হবেন না। কারণ চিনি ব্যবসায়ের সঙ্গে চালের ব্যবসার কোন সম্পর্ক নেই।

(২) স্বাভাবিক রীতির মধ্যেই হওয়া প্রয়োজন।

(৩) প্রতিষ্ঠানের নামে হওয়া প্রয়োজন। অথবা অংশীদার এমন ভাবে চুক্তি করবেন যাতে প্রতিষ্ঠানকে শর্ত দ্বারা আবদ্ধ করার অভিপ্রায় বোঝা যায়। [15 ধারা]

(৪) লেনদেনটি হওয়ার সময়ে অংশীদার যেন তার ক্ষমতার (দায়িত্ব ও কর্তব্য) মধ্যেই থাকেন।

৫.৬.৩ অংশীদারের নিকট বিজ্ঞপ্তি

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের কোন অংশীদারকে যদি কোন বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়, তবে ঐ বিজ্ঞপ্তি

প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু কোন অংশীদার যদি নিজে বা তাঁর সহায়তায় প্রতারণার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন বিজ্ঞপ্তি জারি করেন এবং তার যদি উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তবে ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রতিষ্ঠানকে আবদ্ধ করবে না। [24 ধারা]

৫.৬.৪ অংশীদার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান

ব্যবসায়ের সাধারণ কাজকর্ম চলার সময়ে ফার্মের অংশীদার যদি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে কোন স্বীকৃতি অথবা কোন বিবৃতি প্রদান করেন, তবে একে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। [23 ধারা]

৫.৬.৫ ব্যক্ত বা অনুক্ত ক্ষমতা

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করার জন্য অংশীদারের ক্ষমতাকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা— ব্যক্ত ক্ষমতা এবং অনুক্ত ক্ষমতা। যে ক্ষেত্রে চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারদের ক্ষমতা দেওয়া হয় তাকে ব্যক্ত ক্ষমতা বলে। খুব স্বাভাবিক ভাবে ঐ ব্যক্ত ক্ষমতায় বলে ফার্মের অংশীদার কোন কাজ করলে ফার্ম এবং অন্যান্য অংশীদারগণ তৃতীয়পক্ষের নিকট দায়ী থাকেন।

যে ক্ষেত্রে অংশীদারী আইনের দরুন অংশীদারগণের কোন ক্ষমতার সৃষ্টি হয় তাকে অনুক্ত ক্ষমতা বলে। 13(e) এবং 22 ধারা অনুসারে বলা যায়, কারবার যে ব্যবসায় রয়েছে সেই ব্যবসায় অংশীদার স্বাভাবিক ভাবে যে কাজ করে থাকেন প্রতিষ্ঠান তার জন্য দায়বদ্ধ হয়। এইভাবে অংশীদার যে ক্ষমতা লাভ করেন তাকে অনুক্ত ক্ষমতা বলে।

৫.৬.৬ অংশীদারের কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানের দায়

ফার্মের কোন অংশীদার সাধারণভাবে ব্যবসা পরিচালনা কালে অন্যায় ভাবে কোন কাজ করলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল করলে যার জন্য তৃতীয়পক্ষের কোন ক্ষতি হলে বা দণ্ড হলে তার জন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকেন। [26 ধারা]

যদি কোন অংশীদার ফার্মের সাধারণ ক্ষমতাবলে তৃতীয়পক্ষের থেকে যদি কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেন এবং তা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেন, তবে প্রতিষ্ঠান ঐ অর্থ বা সম্পত্তির জন্য দায়ী হবেন। [27 ধারা]

উদাহরণ ঃ (১) একটি অংশীদারী জুতো তৈরির প্রতিষ্ঠানের এক অংশীদার 'ক' নামক ফার্মের থেকে ধারে কিছু চামড়া ক্রয় করেন। এইক্ষেত্রে ঐ ফার্ম চামড়ার দাম মেটাতে বাধ্য থাকবে।

(২) 'ক' নামক একটি অংশীদারী জুতো তৈরির ফার্মের অংশীদার অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের থেকে চিনির বস্তা ক্রয় করেন। অন্যান্য অংশীদারদের যদি কোনরূপ সম্মতি না থাকে তাহলে ঐ চিনির দামের জন্য ফার্ম দায়ী হবে না। কারণ চিনি কেনাটা জুতো তৈরি ফার্মের সঙ্গে জড়িত নয়।

৫.৬.৭ প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য অংশীদারের দায়

ফার্মের প্রত্যেক অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সকল কাজের জন্য অন্যান্য অংশীদারগণের সঙ্গে যৌথভাবে এবং পৃথক পৃথক ভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন। সুতরাং, বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য অংশীদারদের দায় সীমাহীন। তৃতীয়পক্ষ, ইচ্ছা করলে তাঁর প্রাপ্য অর্থ যেকোন একজন অংশীদারের থেকে আদায় করতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য সেই অংশীদার তার দেয় অর্থ বাদে বাকি অংশ আনুপাতিক হারে অন্যান্য অংশীদারদের থেকে আদায় করতে পারেন অথবা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হারেও আদায় করতে পারেন।

নিষ্ক্রিয় অংশীদার বা সুপ্ত অংশীদার (যে অংশীদার সরাসরিভাবে কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন না।) বা কার্যকর অংশীদার সকলের পক্ষ থেকেই তৃতীয়পক্ষের কাছে দায়ী থাকবেন। সুতরাং সুপ্ত অংশীদারও প্রতিষ্ঠানের সমস্ত রকম কাজের জন্য সমান ভাবে এবং সীমাহীন ভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৫.৭ অংশীদারী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন

মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে বজায় রেখে কেবলমাত্র অংশীদারী বিভিন্নভাবে পুনর্গঠন হতে পারে। কোন নতুন অংশীদার গ্রহণ, কোন অংশীদারের মৃত্যু, অবসর গ্রহণ প্রভৃতি কারণে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের গঠন পরিবর্তিত হতে পারে। এইক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হবে না, ব্যবসায় ঠিক মতো চলবে, শুধুমাত্র অংশীদারদের মধ্যে অধিকার ও দায় পুনর্গঠিত হবে। সাধারণত নিম্নলিখিতভাবে অংশীদারী কারবারের পুনর্গঠন হতে পারে ঃ

(ক) নতুন অংশীদার গ্রহণ (Introduction of a New Partner) ঃ

অংশীদারদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে এবং সকল অংশীদারগণের সম্মতি নিয়ে কারবারে নতুন অংশীদার গ্রহণ করা যায়। নতুন অংশীদার গ্রহণের সময়ে তাঁর মূলধন এবং লাভের অনুপাত ঠিক করে নিতে হয়। অংশীদারীতে যোগদানের পরে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাজের জন্য নতুন অংশীদার দায়বদ্ধ হবেন। কিন্তু যোগদানের আগে কোন কাজের জন্য তিনি দায়ী হবেন না। **[31 ধারা]**

(খ) অংশীদারের অবসর গ্রহণ (Retirement of a Partner) ঃ

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনে বলা হয়েছে যে একজন অংশীদার তিনভাবে অবসর গ্রহণ করতে পারেন (১) অন্যান্য অংশীদারের সম্মতি নিয়ে, (২) অংশীদারী চুক্তিতে কিছু উল্লেখ থাকলে এবং তা পালন করে, (৩) ইচ্ছাধীন অংশীদারীর ক্ষেত্রে সকল অংশীদারকে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা লোক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে (Public Notice)।

কোন অংশীদারের অবসর নেওয়ার আগে প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত কাজ করেন তার জন্য বিদায়ী অংশীদার, অবসর গ্রহণের লোক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে না দেওয়া পর্যন্ত তৃতীয় পক্ষের কাছে দায়ী থাকবেন। বিদায়ী অংশীদার বা পুনর্গঠিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের যেকোন অংশীদার এই লোক বিজ্ঞপ্তি দিতে পারেন। তবে লোক বিজ্ঞপ্তি (Public Notice) প্রদান করার পরে বিদায়ী অংশীদারকে কোনমতেই প্রতিষ্ঠানের কোন কাজের জন্য দায়ী করা যায় না। তবে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে, তৃতীয় পক্ষ এবং পুনর্গঠিত প্রতিষ্ঠানের

অংশীদারদের সম্মতি থাকলে, বিদায়ী অংশীদার, অংশীদার থাকাকালীন প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত কাজ করেছিল, তার দায় থেকে ছাড় পাবেন। **[32 ধারা]**

(গ) অংশীদার বিতাড়ন (Expulsion of Partner) ঃ

অংশীদারগণের অধিকাংশ একমত হলেই কোন অংশীদারকে বিতাড়ন করা যায় না। **[33 ধারা] [Green V. Howell (1910)],** কোন অংশীদার বিতাড়ন করতে গেলে নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন ঃ

১) অংশীদারী চুক্তিপত্রে বিতাড়নের বিধান এবং তার শর্তাবলীর উল্লেখ থাকলে এবং ঐ শর্ত পূর্ণ হলে;

২) অংশীদারকে বিতাড়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সরল বিশ্বাসে অধিকাংশ অংশীদার থেকে প্রয়োগ করা হলে;

৩) বিতাড়িত অংশীদারকে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি জানালে এবং অভিযোগের উত্তরদানের সুযোগ দেওয়া হলে;

[Carmichael V. Evans (1940)]

অংশীদারী চুক্তিনামায় কোন অংশীদারের বিতাড়ন সম্পর্কে কোন বিধান না থাকলেও সমস্ত অংশীদার একমত হয়ে যেকোন অংশীদারকে বিতাড়ন করতে পারেন। কিন্তু সকলরে গৃহীত সিদ্ধান্তই যথেষ্ট নয়।

(ঘ) অংশীদারের দেউলিয়া অবস্থা (Insolvency of a Partner) ঃ

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনের **৩৪ ধারায়** বলা হয়েছে যে, আদালত দ্বারা দেউলিয়া ঘোষিত হলে সেই ঘোষণার তারিখ হতে তার অংশীদারীত্বের অবসান হবে। কিন্তু তার জন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন হবে কিনা তা অংশীদারী চুক্তিপত্রের উপর নির্ভর করবে। যদি অংশীদারী চুক্তিপত্রে এইরূপ শর্ত থাকে যে, একজন অংশীদারের দেউলিয়া হলে অংশীদারী ভঙ্গ হবে না, তাহলে আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে সেই তারিখ থেকে দেউলিয়া অংশীদারের কোন সম্পত্তি প্রতিষ্ঠানের কোন কাজের জন্য দায়বদ্ধ হবে না। এবং প্রতিষ্ঠানেও কোনভাবে ঐ দেউলিয়া অংশীদারীর জন্য দায়বদ্ধ হবে না।

কোন প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া হওয়ার দরুন যদি প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন হয়, তাহলে বিলোপসাধনের পদ্ধতি অনুসারে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করে এবংপাওনা টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের দেনা শোধ করতে হবে। দেনা মিটিয়ে যদি কিছু অতিরিক্ত অর্থ থাকে এবং তাতে দেউলিয়া অংশীদারদের কিছু প্রাপ্য থাকলে সেই অর্থ তার স্বত্বনিয়োগী (Assignee) বা আদালত কর্তৃক সরকারী ব্যবস্থাপকের (Official Receiver) নিকট জমা দিতে হয়। কোন অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পরে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে কারবারের কোন কাজের জন্য দায়বদ্ধ করা যায় না। আবার, ঐ অংশীদারের কোন কাজের জন্য কারবারকেও দায়বদ্ধ করা যায় না।

(ঙ) অংশীদারের মৃত্যু (Death of a Partner) ঃ

অংশীদারী চুক্তিপত্রের বিপরীত কোন শর্ত উল্লেখ না থাকলে অংশীদারের মৃত্যু হলে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন হয়। কিন্তু যদি অংশীদারী চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকে যে, অংশীদারের মৃত্যু হলে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হবে না, তাহলে কারবার চলতে থাকবে। সেই ক্ষেত্রে অংশীদারের মৃত্যুর পরে

প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য মৃত অংশীদারের সম্পত্তি কোনভাবে দায়বদ্ধ হবে না। **[35 ধারা]**

(চ) অংশীদারের স্বত্ব হস্তান্তর (Transfer of Partner Interest) ঃ

অংশীদারী কারবারের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কোন ব্যক্তিকে কোন একজন অংশীদার তার অংশের আংশিক বা পুরো হস্তান্তর করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে আদালত তৃতীয় পক্ষের নিকট দেনার জন্যও অংশীদার তার স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারেন। কিন্তু এইরূপ হস্তান্তরের ফলে হস্তান্তরগ্রহীতাকে (Transferee) কারবারটির অংশীদার বলে গণ্য করা হবে না। অংশীদারী কারবারের উপরে তার কয়েকটি সীমাবদ্ধ অধিকার বর্তায় ঃ

১) তিনি শুধুমাত্র হস্তান্তরকারী অংশীদারের অংশ অনুপাতে লাভের ভাগ পাবেন। কিন্তু অন্য অংশীদারের মুনাফার হিসাবে কোন দাবি করতে বা অন্য অংশীদার মুনাফার যে হিসেব দেবেন তাই মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

২) তিনি প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অংশ নিতে পারবেন না এবং কারবারের কোন হিসাবপত্র দেখতে বা চাইতে পারবেন না।

৩) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান যদি ভেঙ্গে যায় এবং হস্তান্তরগ্রহীতা যদি আর প্রতিষ্ঠানের অংশীদার না থাকেন তবে হস্তান্তরকারীর যে অংশ ছিল তিনিও ঐ অংশের অধিকারী হবেন। পরবর্তী সময়ে তার হিসাব নির্ধারণের জন্য তিনি অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অবসানের তারিখ হতে অংশীদারীর সম্পত্তি হিসাব দাবি করার অধিকারী হবেন। **[29 ধারা]**

যেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী তার অংশের আংশিক হস্তান্তর করেন, সেক্ষেত্রে হস্তান্তরগ্রহীতাকে প্রতিষ্ঠানের উপঅংশীদার বলে (Sub-Partner)। অংশীদারী কারবারে উপঅংশীদারের অধিকার হস্তান্তরগ্রহীতার অধিকারের মতোই হবে।

৫.৮ অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সমাপ্তি বা বিলোপসাধন

একটি অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে অংশীদারদের মধ্যে অংশীদারী সম্পর্কের বিলোপ হওয়াকে প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন বলে **[39 ধারা]**। শুধুমাত্র একজন অংশীদারী অন্য একজন অংশীদারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে কারবারের বিলোপসাধন নাও হতে পারে; কারণ অপর অংশীদার কারবার চালিয়ে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে কারবার পুনর্গঠন বলে।

৫.৮.১ প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির কারণ

নিম্নলিখিত যেকোন একটি কারণে অংশীদারী কারবারের বিলোপসাধন হতে পারে ঃ

(ক) সকল অংশীদার সম্মতিক্রমে বা অংশীদারদের মধ্যে চুক্তি অনুসারে অংশীদারী কারবারের বিলোপসাধন ঘটতে পারে। **[39 ধারা]**।

(খ) যদি সকল অংশীদার অথবা একজন ভিন্ন অন্য সকল অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হলে অথবা এমন কোন ঘটনার দ্বারা প্রতিষ্ঠান যদি অবৈধ হয়ে যায় তাহলে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রতিষ্ঠান বন্ধ হবে।

(গ) কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঘটলে অংশীদারী চুক্তিপত্রের মাধ্যমে কারবারের বিলোপসাধন হবে ঃ

(১) অংশীদারী কারবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থাপন করা হলে এবং ঐ সময় অতিবাহিত হলে;

(২) কারবারটি এক বা একাধিক কারবারের জন্য স্থাপিত হলে, ঐ কাজ সম্পাদনের পরে;

(৩) কোন অংশীদারের মৃত্যু হলে;

(৪) কোন অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হলে;

অবশ্য অংশীদারগণ যদি চুক্তিতে এই শর্ত রাখেন যে, উপরের কোন কারণের জন্য কারবার বিলোপসাধন হবে না, তাহলে চুক্তি বৈধ এবং কার্যকর হবে।

(ঘ) আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন ঃ— কোন অংশীদার আদালতে আবেদন করলে নিম্নের কোন একটি কারণে (Court) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধনের আদেশ দেন ঃ

১) কোন অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে;

২) কোন অংশীদার তাঁর কর্তব্য পালনে চিরতরে অক্ষম হলে।

যেমন ঃ দুরারোগ্য কোন ব্যধিতে আক্রান্ত হলে তিনি যদি অক্ষম হয়ে পড়েন। [Whitwill V. Arthur (1865)] মামলায় একজন অংশীদার পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রমাণ হয় যে, অংশীদারের আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং আদালতের নির্দেশে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৩) কোন অংশীদারের অসদাচরণের জন্য যদি ব্যবসায়ের উপর প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি হয়, তবে অন্য কোন অংশীদারের আবেদনের ভিত্তিতে আদালত অপ্রতিষ্ঠান ভঙ্গের আদেশ দিতে পারেন। (তবে আদালত এক্ষেত্রে বিচার করবেন তাঁর ব্যবহারের জন্য কারবারে প্রকৃতই ক্ষতি হচ্ছে কিনা)।

উদাহরণ ঃ একটি সলিসিটর প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ করার জন্য অভিযুক্ত হন। আদালতের রায় অনুসারে ধরা হয়, যেহেতু, প্রবঞ্চনার জন্য সেই অংশীদারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, সুতরাং এটা সলিসিটর কারবারের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের আবেদন মঞ্জুর হয়। [Carmichael V. Evans (1940)]

৪) আবেদনকারী ছাড়া অন্য কোন অংশীদার দ্বারা ইচ্ছাকৃত ভাবে কারবার পরিচালনা সম্পর্কে চুক্তিভঙ্গ করলে অথবা এইরকম আচরণ করলে যার দ্বারা অন্যান্য অংশীদারের পক্ষে তাঁর সঙ্গে অংশীদারী ব্যবসা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। **[Bhagawan Ram Kairi V. Radhika Ranjan Das [1953)]**

৫) আবেদনকারী অংশীদার ছাড়া অন্য কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানে তাঁর সম্পূর্ণ স্বত্ব তৃতীয় পক্ষের কাছে হস্তান্তরিত করলে অথবা তাঁর এইরূপ স্বত্ব কোন ডিক্রীর নিষ্পাদনে (in execution of a decree) বিক্রি হয়ে গেলে।

৬) লোকসান ব্যতীত অংশীদারী ব্যবসায় চালানো অসম্ভব বলে মনে করলে। লাভ করার জন্য অংশীদারী কারবার গঠন করা হয়। সুতরাং আদালত যদি মনে করেন যে, ক্ষতি স্বীকার না করে কারবার চালানো অসম্ভব, তাহলে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের আবেদন মঞ্জুর করা হবে।

৭) অন্য কোন কারণে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত এবং সুবিচারমূলক বলে যদি আদালত মনে করেন (যেমন, পরিচালনায় অচলাবস্থা, অংশীদারদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ, ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য লোপ ইত্যাদি) তবে আদালত কারবার বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারেন।

৫.৮.২ প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির পরিণতি

1. গণ বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত অংশীদারদের দায় (Liability of Partner untill public notice):

গণ বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত অংশীদারগণ সংস্থার কাজকর্মের জন্য তৃতীয়পক্ষের কাছে দায়ী থাকবে।

মামলার রায় (Case laws) : Tower Cabinet Co. Ltd. Vs. Ingram (1949)

2. ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার অধিকার (Right of enforcing winding-up) :

প্রতিষ্ঠান সমাপ্তি পর্ব সম্পূর্ণ হলে, প্রতিষ্ঠানের কাজ যত দ্রুত সম্ভব গুটিয়ে ফেলতে হবে। যে কোনো একজন অংশীদার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ দুটি নেওয়ার অধিকারী—

(a) সংস্থার নানা সম্পদ থেকে পাওয়া অর্থ প্রথমত সংস্থার দেনা পরিশোধে ব্যয় করবে।

(b) তারপর কোনো উদ্‌বৃত্ত থাকলে, সেই উদ্‌বৃত্ত অর্থ অংশীদারদের পারস্পরিক অধিকার অনুযায়ী তাদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

3. অংশীদারগণের প্রাধিকারের পরিধি চলতে থাকবে (Extent of continuing authority of the partners) :

অংশীদারি সংস্থা ভেঙে দেওয়ার পর, অংশীদারি সংস্থাটিকে দায়ে আবদ্ধ রাখার জন্য যে দুটি ক্ষেত্রে অংশীদারদের প্রাধিকার ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়দায়িত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে। যেগুলি হল —

(a) সংস্থার কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলার জন্য।

(b) যে সব লেনদেন সংস্থা ভেঙে দেওয়ার আগে শুরু হয়েছিল কিন্তু শেষ হয়নি, সে সব লেনদেন সম্পূর্ণ করার জন্য।

উপরোক্ত ক্ষেত্র দুটি ছাড়া, অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংস্থা ভাঙার পর, অংশীদারগণ তাদের কাজকর্মের জন্য সংস্থা আবদ্ধ হবে না।

4. অংশীদারি সংস্থা সমাপ্তির পর হিসাব নিষ্পত্তি (Settlement of partnership accounts) :

প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির পর, প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি অংশীদারি আইনের 48 নং ধারাতে বর্ণিত হয়েছে। সেই পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ —

(a) ক্ষতি (Loss) পরিশোধ করতে হবে প্রথমে লাভ হতে, তারপর মূলধন হতে এবং পরিশেষে অংশীদারগণের লভ্যাংশের সমানুপাত।

(b) সম্পদ থেকে পাওয়া টাকা এবং মূলধন ক্ষয়ক্ষতি বাবদ প্রদত্ত অর্থ নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে দায় পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে —

(i) তৃতীয়পক্ষের পাওনা পরিশোধ।

(ii) মূলধন ছাড়া, অংশীদারগণ প্রদত্ত অগ্রিম, যথানুপাতে পরিশোধ।

(iii) অংশীদারগণের মূলধন পরিশোধ।

(iv) কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকলে, তা অংশীদারগণের মধ্যে লভ্যাংশ অনুযায়ী বন্টন।

5. প্রতিষ্ঠান ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী ব্যক্তিগত মুনাফা (Personal profits earned after dissolution) : [Section 51]

কোনো অংশীদারের মৃত্যুর জন্য প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলা হলে, কোনো অংশীদার যদি প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত লেনদেন থেকে কোনো মুনাফা লাভ করে, তাহলে সে ওই মুনাফা অন্যান্য অংশীদার ও মৃত অংশীদারের আইনগত প্রতিনিধির সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে নেবে।

6. প্রতিষ্ঠানের অকাল ভঙ্গের জন্য সেলামি প্রত্যর্পণ (Return of premium of premature dissolution) : [Section 51]

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত অংশীদারিতে যোগদান করার সময় যদি কোনো ব্যক্তি সেলামি দেয়, সেক্ষেত্রে কোনো অংশীদারের মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে অংশীদারী সংস্থা ভেঙে যায়, তাহলে সেই ব্যক্তি তার দেওয়া সেলামির ন্যায়সঙ্গত অংশ ফেরত দেওয়ার জন্য দাবি করতে পারবে। শুধুমাত্র দুটি ক্ষেত্রে সেলামি ফেরত হবে না। যদি—

(a) তার অশোভন আচরণের জন্য যদি প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হয় ও

(a) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের চুক্তিতে যদি সেলামি ফেরতের শর্ত না থাকে।

৫.৮.৩ প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির পরে হিসাবের নিষ্পত্তির পদ্ধতি

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সমাপ্তির পরে ফার্মের হিসাব নিকাশ কীভাবে করা হবে এই সম্পর্কে অংশীদারী চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করা থাকে। কিন্তু যদি অংশীদারী চুক্তিতে এই সম্পর্কে কিছু বলা না থাকে তাহলে অংশীদারী আইনের 48 এবং 49 ধারা অনুসারে হিসাবের নিষ্পত্তি হবে। যেমন ঃ

১) যাবতীয় লোকসান প্রথমে লাভ থেকে, পরে তাদের মূলধন থেকে তাতে না হলে, অংশীদারগণ তাদের মুনাফাভোগের অনুপাতে অবশ্যই লোকসান পূরণ করবেন। এক্ষেত্রে মূলধনের ঘাটতি লোকসান হিসাবে গণ্য হবে। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে, কোন অংশীদার দেউলিয়া হলে, ঐ অংশীদারের থেকে প্রাপ্য অর্থের দরুন লোকসান সচ্ছল অংশীদার (Solvent Partner) তাদের মূলধনের অনুপাতে বহন করবে। **[48 ধারা]**। [Garner V. Murray (1904)]

২) ঐ লোকসান পূরণের জন্য অংশীদারদের দ্বারা দেয় অর্থ নিম্নলিখিত ভাবে এবং ক্রমানুসারে প্রয়োগ করা হবে ঃ **[48(b) ধারা]**

ক) তৃতীয়পক্ষের কাছে প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধের জন্য;

খ) অংশীদারগণ পুঁজির অর্থ ছাড়া অগ্রিম বাবদ যে অর্থ দিয়েছেন, তা আনুপাতিক হারে পরিশোধের জন্য;

গ) অংশীদারগণ মূলধন বাবদ যে অর্থ দিয়েছেন, তা আনুপাতিক হারে পরিশোধের জন্য;

ঘ) এই সমস্ত পরিশোধের পরে যদি কোন উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে, তবে তা অংশীদারদের মধ্যে লাভের অংশের অনুপাতে বন্টন করা হবে।

৩) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের দেনা অর্থাৎ অংশীদারদের যৌথ দেনা থাকতে পারে আবার অংশীদারদের

নিজস্ব দেনাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দিয়ে প্রথম যৌথ দেনা বা প্রতিষ্ঠানের দেনা মেটাতে হবে এবং তারপর উদ্বৃত্ত থাকলে অংশীদারদের নিজস্ব দেনা মেটাতে হবে। একইভাবে অংশীদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দিয়ে প্রথমে ব্যক্তিগত দেনা ও পরে প্রতিষ্ঠানের দেনা শোধ করতে হবে। **[49 ধারা]**।

৪) অংশীদারী কারবারের বিলোপসাধনের পরে কারবারের সুনাম (Goodwill) অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে যোগ করে অথবা আলাদাভাবে অন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করা যায়। সুনামের ক্রেতা নিজেকে পুরাতন কারবারের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত করতে পারবেন এবং পুরাতন কারবার ব্যবহার করার অধিকার শুধু তারই থাকবে। কিন্তু পুরাতন কারবারের কোন অংশীদার যদি কারবারের সুনাম ক্রয় করেন তার জন্য তিনি কারবার চালাতে পারবেন এবং তার জন্য বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। কিন্তু নতুন কারবারে পুরাতন প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করতে পারবেন না, ঐ কারবারই চালাচ্ছেন বলে প্রচার করতে পারবেন না, কোন বিপরীত চুক্তি না থাকলে প্রতিষ্ঠান বিলোপসাধনের আগে পুরাতন প্রতিষ্ঠানের কোন গ্রাহককে ব্যবসায়ে আমন্ত্রণ করতে পারবেন না।

৫) পুরাতন ফার্মের কোন অংশীদার সুনাম ক্রেতার সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করতে পারেন যে, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি পুরাতন ব্যবসায়ের অনুরূপ কোন কারবার চালাতে পারবেন না। ভারতীয় চুক্তি আইনের 27 ধারা অনুসারে এইরূপ চুক্তি কারবারের প্রতিবন্ধকতার জন্য বাতিল হলেও এটা যদি ন্যায়সঙ্গত হয় তবে তা বৈধ চুক্তি হবে। **[55(3) ধারা]**।

৫.৯ নাবালক অংশীদারী

অংশীদারী কারবারের প্রধান ভিত্তি হলো চুক্তি। চুক্তি আইনের 11 ধারায় বলা হয়েছে যে, নাবালক (১৮ বছরের কম) চুক্তি করতে পারবে না। সুতরাং নাবালক অংশীদার হতেও পারবে না। কিন্তু ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি তার দেশের আইন অনুসারে নাবালক হলে অংশীদার হতে পারে না। কিন্তু সকল অংশীদার সম্মত হলে নাবালককে অংশীদারীর সুবিধা দেওয়া যায়। **[30 ধারা]** এই অংশীদারী সুবিধাভোগের জন্য নাবালক অংশীদারের কিছু দায় ও অধিকার রয়ে যায়। এই দায় ও অধিকার নীচে আলোচনা করা হলো ঃ

৫.৯.১ অধিকার

১) অন্য অংশীদার দ্বারা স্বীকৃত অংশীদার লাভের অংশ এবং সম্পত্তির অংশ পাওয়ার অধিকার ভোগ করে।

২) প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র পরিদর্শন করার এবং ঐ হিসাবের প্রতিলিপি বা Copy পাওয়ার অধিকার নাবালকের থাকবে।

৩) নাবালক অংশীদার তার মুনাফার এবং সম্পত্তির ভাগ আদায় করার জন্য অন্য অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি যদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান তাহলে তার জন্য মামলা করতে পারবেন।

৪) সাবালকত্ব পাওয়ার পর ঐ নাবালক অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে বা অংশীদাররূপে কারবারে যোগদান করতে পারে। সাবালকত্ব লাভের ৬ মাসের মধ্যে বা অংশীদারী সুবিধা পাওয়ার ৬ মাস পর—এই দুয়ের মধ্যে যেটা পরে ঘটবে সেই সময়ের মধ্যে সে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগদান বা সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত লোকবিজ্ঞপ্তি (Public Notice) দ্বারা জানাবে। যদি সে কোন বিজ্ঞপ্তি না দেয় তাহলে ৬ মাস পরে সে পূর্ণ অংশীদার বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু সেখানে নাবালক অংশীদার হবে না বলে লোক-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকরে সেখানে বিজ্ঞপ্তির সময় পর্যন্ত নাবালক হিসাবে তার দায় ও অধিকার থাকবে। তারপরে কোন দায় বা অধিকার নাবালক গ্রহণ করবে না।

৫.৯.২ দায়

১) প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য নাবালকের কোন ব্যক্তিগত দায় জন্মাবে না। কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানে তার যে সম্পত্তি বা লাভের অংশ আছে, তার জন্য সে দায়বদ্ধ হবে কিন্তু তার ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি কখনই দায়বদ্ধ হবে না।

২) নাবালক অংশীদার রূপে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিলে যেদিন থেকে তিনি অংশীদারীর সুবিধা ভোগ করছেন সেদিন থেকে প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য ও দেনার জন্য তৃতীয়পক্ষের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

৫.১০ সারাংশ

এই একক পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারলাম ঃ

- অংশীদারী কারবারের ধারণা;
- অংশীদারী কারবারের প্রকারভেদ;
- অংশীদারী কারবারে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা;
- অংশীদারদের অধিকার ও কর্তব্য;
- অংশীদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক; এবং
- তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে অংশীদারদের সম্পর্ক।
- মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হতে যখন কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করেন বা নতুন কোন অংশীদার মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন বা মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠান থেকে কোন অংশীদারকে বিতাড়ন করা হলে বা কোন অংশীদার দেউলিয়া হয়ে গেলে বা অংশীদারের মৃত্যু হলে মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে একই রেখে সম্পত্তি ও দায়ের পুনর্মূল্যায়ন করা হয়;
- অংশীদারী কারবারের বিলুপ্তির বা সম্পত্তির কারণ ও প্রভাব;
- কারবার বিলুপ্তির পরে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়ের হিসাবের নিষ্পত্তির পদ্ধতি;
- অংশীদারী কারবারে নাবালকের স্থান ও তার দায় ও কর্তব্য;

৫.১১ অনুশীলনী

(ক) এম সি কিউ প্রশ্ন :

১. ভারতে অংশীদার আইন প্রনয়ণ করা হয় _____

(ক) 1920

(খ) 1925

(গ) 1932

(ঘ) 1940

উত্তর : (গ)

২. যে অংশীদারী কারবার কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠন করা হয় না তাকে বলে ______

(ক) সীমাবদ্ধ অংশীদারী

(খ) ঐচ্ছিক অংশীদারী

(গ) নির্দিষ্ট অংশীদারী

(ঘ) সীমাহীন অংশীদারী

উত্তর : (খ)

৩. যে অংশীদারী কারবারে একজন বাদে বাকি সকল অংশীদার সীমাবদ্ধ দায় বহন করেন তাকে বলে _______

(ক) সীমাবদ্ধ অংশীদারী

(খ) সীমাহীন অংশীদারী

(গ) ঐচ্ছিক অংশীদারী

(ঘ) নির্দিষ্ট অংশীদারী

উত্তর : (ক)

৪. অংশীদারী কারবার গঠনে সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা হল ________

(ক) 8

(খ) 6

(গ) 4

(ঘ) 2

উত্তর : (ঘ)

৫. মূলধনের অতিরিক্ত অর্থের উপর বার্ষিক সুদ হল অংশীদারী কারবারে _______

(ক) 4%

(খ) 5%

(গ) 6%

(ঘ) 10%

উত্তর : (গ)

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(১) অংশীদারীর সংজ্ঞা কী?

(২) অংশীদারী কারবার কত প্রকার ও কী কী?

(৩) অংশীদারী চুক্তিপত্র কী?

(৪) ঐচ্ছিক অংশীদারী বলতে কী বোঝেন?

(৫) উপর অংশীদার বলতে কী বোঝায়?

(৬) আদালত কর্তৃক বিলোপসাধনের দুটি কারণ উল্লেখ করুন।

(৭) নাবালক অংশীদার বলতে কী বোঝায়?

(৮) অংশীদারের স্বত্ব-হস্তান্তর বলতে কী বোঝায়?

(৯) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির পরিণতি কি?

(গ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(১) অংশীদারগণের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

(২) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন কী বাধ্যতামূলক? এই নিবন্ধন না হলে তার পরিণাম বর্ণনা করুন।

(৩) অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদারদের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা করুন।

(৪) অংশীদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

(৫) ফার্মের অংশীদারদের সঙ্গে তৃতীয়পক্ষের সম্পর্ক কিরূপ বর্ণনা করুন।

(৬) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধনের কারণগুলি আলোচনা করুন।

(৭) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ বলতে কী বোঝায়? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আদালত অংশীদারদের আবেদনের ভিত্তিতে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপের আদেশ দিতে পারেন?

(৮) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন বলতে কী বোঝায়? কী কী কারণের জন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠিত হতে পারে?

(৯) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের পরে অংশীদারদের মধ্যে কীভাবে হিসাবের নিষ্পত্তি হয় তা আলোচনা করুন।

(১০) কোন নাবালক কী অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারেন? যদি হন, তাহলে তার কী কী অধিকার ও দায় থাকবে?

একক ৬ ❑ সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট অংশীদারী আইন, ২০০৮ (The Limited Liability Partnership Act, 2008)

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য
৬.২ প্রস্তাবনা
৬.৩ সংজ্ঞা
৬.৪ বৈশিষ্ট্য
৬.৫ সুবিধা ও অসুবিধা
৬.৬ অংশীদারী কারবার এবং কোম্পানীর সাথে পার্থক্য
৬.৭ নিগমভুক্তিকরণ
৬.৮ সারাংশ
৬.৯ অনুশীলনী

৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- এই আইন সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা ও সংজ্ঞা
- সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারী (LLP) কারবারের সুবিধা, অসুবিধা ও বৈশিষ্ট্য
- LLP এর সাথে অংশীদারী কারবারের পার্থক্য
- LLP নিগমভুক্তিকরণের প্রাথমিক ধারণা

৬.২ প্রস্তাবনা

সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট অংশীদারী আইন অনুসারে অংশীদারীর চিরন্তন অস্তিত্ব আছে। অর্থাৎ এই আইনে অংশীদারী কারবারের একটি পৃথক আইনগত সত্তা বিদ্যমান। এই এককটির মাধ্যমে আমরা সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট অংশীদার, কারবারি সম্পর্কে একটা সুন্দর ধারণা লাভ করতে পারব।

৬.৩ সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারীর সংজ্ঞা (Definition of Limited Libility of Partnership)

ভারতবর্ষে, সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারী আইন, ২০০৮ এর 2(1)(n) ধারা অনুযায়ী সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারী বলতে বোঝায় "এই আইন অনুসারে গঠিত ও নিবন্ধিত অংশীদারী"। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এই

আইনের 2(1)(n) ধারায় অংশীদারীর আসল অর্থ প্রকাশ করে না। সহজে বলা যায় এই ধারায় সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর প্রবর্তন ও নিগমভুক্তিকরণের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়।

সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারীর কিছু বিশেষ উপাদান রয়েছে সেগুলি নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

উপাদানসমূহ ঃ

1. সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারী আইন দ্বারা প্রবর্তিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথ প্রচেষ্টায় গঠিত একটি অংশীদারী বা নিগমবদ্ধ সংস্থা।
2. LLP আইন অনুযায়ী অংশীদারীর চিরন্তন অস্তিত্ব আছে।
3. এই নিগমবদ্ধ সংস্থার একটি সম্পূর্ণ পৃথক, নিজস্ব আইনসম্মত সত্তা আছে।
4. কোনো অংশীদার তার নিজস্ব ক্ষমতার বাইরে কোনো কাজ করলে তার জন্য অন্য অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে দায়ী হবে না।
5. সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর কোনো অংশীদারী পরিবর্তনের ফলে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব অধিকার বা দায়ের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না।
6. বিপরীত মর্মে কিছু উল্লেখ না থাকলে ভারতীয় অংশীদারী আইন 1932 এর নিয়মবিধি সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

৬.৪ সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারীর বৈশিষ্ট্য (Features of Limited Liability Partnership)

1. **নিবন্ধন (Registration) :** সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর ক্ষেত্রে নিবন্ধকের কাছে উপযুক্তমূল্য সহ প্রয়োজনীয় দলিল ও কাগজপত্র দাখিল করে নিগমভুক্ত হয়।
2. **সম্মতি থেকে উদ্ভূত (Result of an agreement) :** দুই বা তার বেশি ব্যক্তির মধ্যে লিখিত সম্মতির মাধ্যমেই এই ধরণের অংশীদারীর সৃষ্টি হয়। এই লিখিত সম্মতি সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর মধ্যে হতে পারে বা প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারদের মধ্যেও হতে পারে। অর্থাৎ অংশীদারী সম্পর্ক সৃষ্টি হয় চুক্তিগত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যেখানে অংশীদারদের পারস্পরিক দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়।
3. **সদস্যপত্র (Membership) :** এই কারবারের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সদস্য বা অংশীদারের সংখ্যা হল ২ জন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যার কোনো উর্ধ্বসীমা নেই। তবে মনোনীত অংশীদারকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মনোনীত অংশীদারের পরিচয় নিদেশক সংখ্যা (বর্তমানে DPIN এর বদলে DIN) সংগ্রহ করতে হয়।
4. **আইনীসত্তা (Legal entity) [Sec 3(2)] :** LLP আইন অনুযায়ী অংশীদারী কারবারের স্বাধীন ও সম্পূর্ণ নিজস্ব সত্তা রয়েছে ও এটি অংশীদারদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

5. **নিগমবদ্ধ সংস্থা (Body Corporate) [Sec 3(1)] :** দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথ প্রচেষ্টায় আইনদ্বারা সৃষ্ট সংস্থাকে নিগমবদ্ধ সংস্থা বলে। কিন্তু নিগমবদ্ধ সংস্থা বলতে শুধুমাত্র ভারতে নিবন্ধিত সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারকে বোঝায় না। বিদেশে নিবন্ধিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ও এর অর্ন্তভুক্ত।

6. **সাধারণ সিলমোহর (Common Seal) :** সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের বস্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব আছে। এর কোনো জৈব অস্তিত্ব নেই। ফলে অংশীদারী নিজে কোনো কাজ করতে পারে না অংশীদারীর কাজের প্রমাণ স্বরূপ অংশীদারীর নামাঙ্কিত সাধারণ সিলমোহর নানাবিধ প্রাসঙ্গিক দলিল ও কাগজপত্র ব্যবহার করা হয়।

7. **কারবার (Business) :** মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য অংশীদারীর কারবার থাকা আবশ্যক। সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীতে কারবার না থাকলে তাকে অংশীদারী বলা যায় না।

8. **মুনাফা অর্জন ও বন্টন (Earning and Sharing of Profit) :** মুনাফা অর্জন LLP কারবারের প্রধান উদ্দেশ্য অংশীদাররা অংশীদারী লাভ বা ক্ষতি কী অনুপাতে নিজেদের মধ্যে ভাগ করবে তা একটি চুক্তিতে স্থির করে থাকে।

9. **সীমাবদ্ধ দায় (Limited Liability) :** সীমিত অংশীদারদের দায় তাদের বিনিয়োগ করা মূলধনের পরিমান পর্যন্ত সীমিত থাকে। শুধুমাত্র কোন অংশীদার যদি বেআইনিভাবে কারবার পরিচালনা করে তখন ওই অংশীদারের দায় অসীম হয়।

10. **নিবন্ধিত কার্যালয় (Registered Office) :** সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর সর্বদা নির্দিষ্টস্থানে একটি নিবন্ধিত কার্যালয় থাকে। এর ফলে কোনোব্যক্তি বা অন্যকোনো নিগমবদ্ধ সংস্থা সংশ্লিষ্ট দায়যুক্ত অংশীদারীর সঙ্গে প্রয়োজনে ওই স্থানে যোগাযোগ করতে পারে।

11. **মূলধন (Capital) :** সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর মূলধন অংশীদাররা বিনিয়োগ করেন এবং অংশীদারীর সম্পত্তি অংশীদারীর নিজস্ব সম্পত্তি বলে ধরা হয়।

৬.৫ সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারীর সুবিধা

সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারীর সুবিধাগুলি নীচে আলোচনা করা হল —

1. **সহজ গঠন (Easy to form) :** সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারী গঠন করা খুবই সহজ। কোম্পানি তৈরী করতে কিছু জটিলতা থাকে কিন্তু LLP কারবারের জন্য কোনো আইনি জটিলতা নেই।

2. **আইনি সত্তা (Legal entity) :** LLP আইন অনুযায়ী প্রতিটি সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী নিবন্ধিত হতে হয় এর ফলে সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী পৃথকসত্তা লাভ করে। এর সুবিধা হল—

   (i) নিজের নামে LLP সম্পত্তি কেনা-বেচা করতে পারে।

(ii) নিজের নামে কিংবা অপর অংশীদারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

3. **গঠনের খরচ কম (Low Cost of Formation) :** খরচের নিরিখে বলা যায় যে সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী খুব কম খরচে নিগমবদ্ধ করা যায়।

4. **সীমিত দায় (Limited Liability) :** সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর অংশীদারদের দায় সীমিত। অংশীদারদের বিনিয়োগের বা মূলধনের পরিমাণ যতটুকু ঋণের জন্য দায় ততটুকুই থাকে।

5. **সাধারণ সিলমোহর (Common Seal) :** প্রত্যেকটি সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর একটি সাধারণ সিলমোহর থাকে। সিলমোহর এর উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্বকীয়তা গড়ে তোলা।

6. **বার্ষিক হিসাবনিকাশ (Annual Accounts) :** সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর মালিকানা ও পরিচালনা পৃথক হওয়ার ফলে LLP আইন অনুসারে হিসাব রাখতে হয় এবং বিধিবদ্ধ নীরিক্ষক দ্বারা নীরিক্ষা করতে হয়।

7. **প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক (Relationship of Agency) :** LLP এর কোনো অংশীদার ওই অংশীদারীর প্রতিনিধি হলেও প্রতিনিধিরূপে তার কাজকর্মের দ্বারা যে কোন অংশীদারকে কোনো দায়বদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ করতে পারে না।

8. **বাধ্যতামূলক নিরীক্ষা নয় (No Mandatory audit requirement) :** সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীতে কোনো বাধ্যতামূলক নিরীক্ষা বিষয়ক আইন নেই নিরীক্ষার জন্য, বিনিয়োগের বা মূলধনের পরিমান 25 লাখ টাকা এবং বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ 40 লাখ টাকার বেশি হলে তবেই নিরীক্ষার প্রয়োজন।

9. **স্থায়িত্ব (Stability) :** আইনগতভাবে সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী একটি নিজস্ব সত্তা থাকায় এই কারবার দীর্ঘস্থায়ী হয়। কেবলমাত্র আইন দ্বারা এর বিলোপসাধন হতে পারে। কোনো অংশীদারের মৃত্যুতে কারবার বন্ধ হয়ে যায় না।

10. **আন্তর্জাতিক সুনাম (International Goodwill) :** সীমিত দায়যুক্ত কারবার এর কর্মক্ষেত্র শুধুমাত্র দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। দেশের বাইরেও এদের কার্যকলাপ থাকে, তাই কারবার বিদেশে ছড়িয়ে পড়ায় কারবারের ক্ষেত্র এরূপ অংশীদারী হল উপযুক্ত সংগঠন।

সীমিত দায়যুক্ত অংশদারীর অসুবিধা (Disadvantages of LLP) :

এই কারবারের কিছু সুবিধা থাকলেও কিছু অসুবিধাও লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

1. **পরিচালনায় আমলাতন্ত্র (Bureaucracy in management) :** কারবার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা কয়েকজন মুষ্ঠিমেয়র হাতে থাকে, এর ফলে অংশীদারদের স্বার্থ নষ্ট হয়।

2. **তদন্ত (Investigation) :** অনেক সময় সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর কাজকর্ম যাচাই করার

জন্য সরকার পরিদর্শক নিয়োগ করে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন। এতে অংশীদারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হয়।

3. **সরকারি নিয়ন্ত্রণ (Goverment Control) :** সীমিত অংশীদারী কারবারের উপর সরকারি নিয়মবিধি আরোপ করা হয়। ভারতবর্ষে সরকারি প্রশাসনে নানা সমস্যা থাকার জন্য অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এতে অংশীদারদের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়।

4. **গোপনীয়তার অভাব (Lack of Secrecy) :** প্রতিযোগীদের কাছে সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর কাজকর্ম সম্পর্কে কোনো গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব নয়, হিসাবপত্র দলিলপত্র, বিবরণী সবই একথা করতে হয় সুতরাং কারবারের ক্ষেত্রে এটি একটা দূর্বলতার দিক।

5. **নতুন অংশীদারের প্রবেশন (Admission of new partner) :** নতুন অংশীদারের যোগদানের ফলে নতুন করে মুনাফা বন্টনের চুক্তি দ্বারা অংশীদারদের দায়ের পরিবর্তন হয়। তাই নতুন করে নিগমবন্ধের প্রয়োজন হয় আর এই প্রক্রিয়াটি খুব সময় নেয়।

6. **মূলধন বৃদ্ধিতে বাধা (Limitation to increase capital) :** সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারে অংশীদাররা বাইরে থেকে অর্থাৎ বিদেশের কোনো অংশীদার থেকে ঋণ নিতে পারবে না। সেইহেতু অংশীদার মূলধন বৃদ্ধি করতে পারে না তাদের কারবারের জন্য।

মনোনীত অংশীদার সংজ্ঞা (Definition of designated partner) :

প্রতিটি সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর নূন্যতম ২ জন মনোনীত অংশীদার থাকবে কিন্তু তাদের মধ্যে নূন্যতম একজন ভারতের আবাসিক হতে হবে।

ব্যাখ্যা : এই ধারার উদ্দেশ্য বিষয়ে বলা যায় যে ভারতের আবাসিক (Resident of India) বলতে বোঝায় যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী বছরে নূণ্যতম 182 দিন ভারতে ছিলেন।

কারা মনোনীত অংশীদার হবে (Who are to be designated partner) [Sec 7(2)1 (i) and (ii)]

(i) নিগমভুক্তির সময় মনোনীত অংশীদার হিসাবে যোগ্য ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ii) সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর প্রতিটি অংশীদারকে নানা সময়ে মনোনীত অংশীদার হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়।

৬.৫ সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী ও অংশীদারী কারবারের মধ্যে পার্থক্য (Difference between LLP and Partnership)

পার্থক্যের বিষয়	অংশীদারী কারবার (Partnership Firm)	সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী (LLP)
1. নিয়ন্ত্রক আইন (Prevailing Law)	1932 সালের অংশীদারী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।	2008 সালের সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পার্থক্যের বিষয়	অংশীদারী কারবার (Partnership Firm)	সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী (LLP)
2. গঠন (Formation)	দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজেদের পরিচালনায় কারবার গঠন করলে তাকে অংশীদারী কারবার বলে।	সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী আইন স্বীকৃত ও নিবন্ধীবন্ধ যার নির্দিষ্ট নাম, চিরন্তন অস্তিত্ব ও সিলমোহর আছে
3. সদস্য সংখ্যা (No. of members)	অংশীদারী কারবারের নূন্যতম সদস্য সংখ্যা 2 জন ও 2013 সালের কোম্পানির আইনের 464 ধারা অনুযায়ী 50 জন সর্বোচ্চ সংখ্যা	সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী নূন্যতম সদস্য সংখ্যা 2 জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা অসীম।
4. নিবন্ধন (Registration)	নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু নিবন্ধন করলে কিছু সুবিধা থাকে	সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীতে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।
5. দায় (Liability)	প্রতিটি অংশীদারীর দায় অসীম। এর জন্য এই প্রকার কারবারের ঝুঁকি, দ্বায়িত্ব এবং দায় সীমাহীন।	সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর অংশীদারদের দায় সীমিত তাই ঝুঁকির পরিমান অনেক কম থাকে।
6. পরিচালনা (Management)	অংশীদারগণ সকলে বা সকলের হয়ে একজন কারবার পরিচালনা করে।	এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ধরনের।
7. সম্পত্তি (Property)	অংশীদারী কারবারে সম্পত্তি অংশীদারদের যৌথ সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়।	সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীর সম্পত্তি অংশীদারীর নিজস্ব সম্পত্তি বলে গন্য হয় তা কোনো অংশীদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গন্য হয় না।
8. প্রতিনিধিত্ব (Agency)	অংশীদারী কারবারের একজন অংশীদার অন্য অংশীদারের প্রতিনিদ বলে মনে হয় আবার একজন অংশীদারের কাজের জন্য অন্যান্য অংশীদারগন দায়বদ্ধ থাকে।	সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কোনো অংশীদার ওই অংশীদারীর প্রতিনিধি হিসেবে তার কাজের দ্বারা সে অন্য অংশীদারদের দায়বদ্ধ করতে পারে না।
9. নাম Name	অংশীদারী কারবার কোনো নিয়মের উল্লেখ নেই যে অংশীদারী কারবারের নাম, অংশীদার তাদের মনের মতো যে কোনো নাম রাখতে পারবে।	সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারীতে নির্দিষ্ট নাম ঠিক করে তারার নামটি উল্লেখ করা হয়। এটিও আইন ও নিয়ম মেনে করা হয়।
10. হিসাবখাত নিরিক্ষা Audit of Accounts	হিসাবখাত তখনই নিরীক্ষা করা হবে যখন অংশীদারী কারবারের বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ 1 কোটি টাকার বেশি হবে।	সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারকে বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ 40 লক্ষ টাকার বেশি হলে হিসাবখাত নিরীক্ষা করাতে হবে এবং যদি বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমান 2500 লক্ষ টাকার বেশি হয় তাহলে হিসাবখাত নিরিক্ষা বাধ্যতামূলক

৬.৭ সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারীর নিগমভুক্তকরণ (Incorporation of LLP)

সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী নিগমবদ্ধ সংস্থা (Body Corporate) নিবন্ধিত না হলে সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী সত্তা ও পৃথক ব্যক্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করে না। সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী আইনের 11 এবং 12 ধারায় নিগমভুক্তি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পর্যায়ের উল্লেখ আছে যা নীচে আলোচনা করলাম।

1. নিগমভুক্তির দলিলিপত্র (Incorporation of Documents) [ধারা 11(1)] :

(i) দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মিলিতভাবে কোনো আইনসংগত কারবার করার জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ও কারবারটি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য গঠিত। এছাড়া সদস্যদের নামের তালিকা নিগমভুক্তির জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

(ii) এই কারবারের জন্য নিযুক্ত উকিল বা চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা কোম্পানি সেক্রেটারি এবং একজন গ্রাহক যে কিনা নিগমভুক্তির জন্য তার নাম নথিভুক্ত করেছে। তাদের মর্মে একটি বিবরণপত্র দাখিলা করতে হবে যে নিবন্ধনের জন্য আইন মেনে চলা হয়ে থাকে।

(iii) রাজ্য নিবন্ধকের কাছে আইন মোতাবেক সহ নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে দলিলপত্র দাখিল করতে হবে।

2. নিগমভুক্তির দলিল পত্রের বিষয়বস্তু (Element of Incorporation documents)

(i) সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের নাম (Name of Liability Partnership)

(ii) অংশীদারীদের নাম ও ঠিকানা (Name and address of partners)

(iii) মুনাফা বন্টন (Profit sharing ration)

(iv) অংশীদারী কারবারের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য (Nature and objective of proposed business)

(v) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা (Address of Registered office)

(vi) সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী আইনের নিয়ম (Rules for the LLP)

3. সঠিক তথ্য পরিবেশন না করার দায় (Incorrect information)

কোনো ব্যক্তি নিবন্ধনের কাছে নিগমভুক্তির জন্য কোনো ভুল তথ্য পরিবেশন করলে বা কোনো তথ্য গোপন রাখলে সর্বনিম্ন 1,00,000 থেকে 5,00,000 টাকা অর্থদন্ড এবং দুই বছরের কারাবাস হতে পারে।

4. নিবন্ধনের দ্বারা নিগমভুক্তি (Incorporation by Registration)

সীমিত অংশীদারী আইন অনুযায়ী ধারার 11(b) ও (c) এর বিধানগুলি যখন পালন করা হয় তখন নিবন্ধক নিগমভুক্তির দলিলপত্র নিজের দপ্তরে রাখেন এবং যদি না হয় ধারা 11(1)(a) এর উল্লেখিত বিধান পালন না করা হয় তা সত্ত্বেও নিবন্ধক 14 দিনের মধ্যে —

(i) নিগমভুক্ত দলিলপত্র নথিভুক্ত করে

(ii) যে নামে সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী নিগমভুক্ত হতে চায় সেই নামে নিগমভুক্তির একটি অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করে।

5. নিবন্ধকের সাক্ষর (Signature of Registrar) [ধারা [12(3)]

এই আইন অনুসারে ধারা 12(3) অনুযায়ী নিবন্ধক যে নিগমভুক্তি অভিজ্ঞান প্রদান করেন তাতে তার অফিসের সীলমোহর দিয়ে সাক্ষর করবেন।

6. চূড়ান্ত সাক্ষর প্রমাণ (Conclusive evidence) [ধারা [12(4)]

নিগমভুক্তির অভিজ্ঞানপত্রটি সীমিতদায় যুক্ত অংশীদারী যে নামে নিবন্ধিত হয় চায় তার চূড়ান্ত সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে কাজ করে।

৬.৮ সারাংশ

এই এককটিতে আমরা সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট অংশীদারী আইনটি পড়লাম। এই আইনটি নতুন এবং অনেক নতুন বিষয় ও ধারণা এর থেকে শেখা গেল। এই আইন অনুসারে অংশীদারী ও অংশীদার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। এই নতুন আইনের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত হলেন। এই আইনের সাথে পুরাতন অংশীদারী কারবার ও কোম্পানীর পার্থক্য ও শেখা গেল। সর্বশেষে এই কারবার গঠনের ও নিগমভুক্তিকরণে বিষয়ে একটি প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা গেল।

৬.৯ অনুশীলনী

(ক) এম সি কিউ প্রশ্ন :

১. সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট অংশীদারী আইন প্রণয়ন করা হয় _______

(ক) 2004

(খ) 2006

(গ) 2008

(ঘ) 2010

উত্তর : (গ)

২. সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট অংশীদারী কারবারের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা হল _______

(ক) 10

(খ) 20

(গ) 50

(ঘ) কোনো উর্ধ্বসীমা নেই

উত্তর : (ঘ)

৩. নীচের কোনটি সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট অংশীদারীর বৈশিষ্ট্য নয় _______

(ক) আইনী পৃথক সত্তা

(খ) নিগমবদ্ধ সংস্থা

(গ) সীমাহীন দায়

(ঘ) নিজস্ব সিলমোহর

উত্তর : (গ)

৪. সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারে ভারতের আবাসিক বলতে যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী বছরে নূন্যতম ________ দিন ভারতে ছিলেন

(ক) 150

(খ) 160

(গ) 182

(ঘ) 200

উত্তর : (গ)

৫. সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের নূন্যতম সদস্য সংখ্যা হল ________

(ক) 2

(খ) 5

(গ) 8

(ঘ) 10

উত্তর : (ক)

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১. সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারী বলতে কি বোঝেন?

২. মনোনীত অংশীদার এর সংজ্ঞা দিন।

৩. সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারীর নিবন্ধন কী বাধ্যতামূলক?

৪. সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারীর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সদস্যা সংখ্যা কত?

রচনাভিত্তিক উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১. সীমিত দায়বিশিষ্ট কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

২. সীমিত দায়বিশিষ্ট কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লিখুন।

৩. LLP এর সাথে কোম্পানীর ও অংশীদারী কারবারের পার্থক্য করুন।

৪. LLP এর নিগমভুক্তিকরণ সম্বনেধ সংক্ষেপে লিখুন।

৫. LLP এর সংজ্ঞা দাও বর্তমান কারবারী জগতে এর গুরুত্ব লিখুন।

একক ৭ ❑ হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১ (Negotiable Instrument Act, 1881)

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ এই আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ

৭.৪ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের পক্ষসমূহ

৭.৫ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের পক্ষসমূহের যোগ্যতা

৭.৬ হুণ্ডি

৭.৬.১ হুণ্ডির প্রকারভেদ

৭.৭ পরিবর্তনজনিত ফল

৭.৮ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের প্রত্যাখ্যান

৭.৯ সারাংশ

৭.১০ অনুশীলনী

৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- আইনে প্রদত্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা
- হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বিভিন্ন পক্ষসমূহ
- হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যসমূহ

৭.২ প্রস্তাবনা

বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর-যোগ্য দলিল প্রচলন করা হয়। বাণিজ্যিক হুণ্ডি, প্রত্যথপত্র এবং চেক হস্তান্তরযোগ্য দিলল হিসাবে স্বীকৃত। এই এককটি পাঠের মাধ্যমে আমরা এই তিন প্রকার দলিল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

৭.৩ আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ

হস্তান্তর যোগ্য দলিল — অর্পণের দ্বারা হস্তান্তর করা যায় এরূপ লিখিত দলিলকে হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলা হয়। বাণিজ্যিক হুণ্ডি, প্রত্যর্থপত্র এবং চেক এই তিন প্রকার লেখপত্র হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসাবে স্বীকৃত।

এই তিন প্রকার লেখ্যপত্র হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসাবে স্বীকৃত।

১) **বাণিজ্যিক হুন্ডি (Bill of Exchange)** — এটা হল এমন একটা লিখিত দলিল যার মধ্যে একটা নিঃশর্ত আদেশ থাকবে বা লেখক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে, কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থপ্রদান করবার আদেশ দেবেন, সেই অর্থ তাকে অথবা তাঁর আদিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়ার কথা বলবেন। (ধারা 5)

বাণিজ্যিক হুন্ডির বৈশিষ্ট্য (Features of Bill of Exchange) — বৈধ বাণিজ্যিক হুণ্ডির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) দলিলটি লিখিত হবে।

২) দলিলে অর্থ প্রদানের আদেশ থাকবে, অনুরোধ নয়।

৩) নিঃশর্ত অর্থ প্রদানের উল্লেখ থাকবে।

৪) হুণ্ডির লেখক দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে।

৫) হুণ্ডিতে তিনটি পক্ষ থাকবে যেমন হুণ্ডিলেখক, হুণ্ডিগ্রহীতা ও প্রাপক।

৬) নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উল্লেখ থাকবে।

বাণিজ্যিক হুণ্ডির নমুনা ঃ One month after date pay B or order Rs. 500/-

২) **প্রত্যর্থ পত্র (Promissory Note)** — ধারা 4 অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিঃশর্তভাবে দলিলে উল্লিখিত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলিলের বাহককে উল্লিখিত নির্দিষ্ট অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত লিখিত দলিলকে প্রত্যর্থপত্র বলা হয়।

প্রত্যর্থপত্রের বৈশিষ্ট্য (Features of Promissory Note) —

১) এটা লিখিত ও সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে।

২) এতে অর্থপ্রদানের সুস্পষ্ট লিখিত প্রতিশ্রুতি থাকবে।

৩) এতে প্রতিশ্রুতি নিঃশর্ত হবে।

৪) এতে প্রাপক নির্দিষ্ট ব্যক্তি হবেন।

৫) এতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উল্লেখ থাকবে।

৬) এতে ১৯৬৬ সালের স্ট্যাম্প আইন অনুযায়ী দলিল স্ট্যাম্পযুক্ত হবে।

৭) দলিলে তারিখ উল্লিখিত হবে।

প্রত্যর্থপত্রের নমুনা ঃ (ক) I promise to pay Amal or order Rs.1000/-

(খ) Six months after date I promise to pay B or order Rs.2000/
-

৩) চেক (Cheque) — চেক হচ্ছে একটা বিনিময়পত্র যা কোনো নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের উপর লিখিত এবং দাবি মাত্র প্রদানযোগ্য (ধারা 6)

চেকের বৈশিষ্ট্য (Features of Cheque) —

১) কোনো ব্যাঙ্কের উপর এই বিনিময় পত্র লেখা হয়।

২) এটা চাওয়া মাত্র প্রদানযোগ্য হয়।

চেকের প্রকারভেদ —

চেক দুই প্রকারের হয় (ক) বাহক দেয় (খ) আদেশ দেয়।

বাহক দেয় চেকের ধারক ব্যাঙ্ক হতে টাকা পাবার অধিকারী। আদেশ দেয় চেকের ক্ষেত্রে চেকের নামধারী অথবা তার নির্দেশমত অন্যান্য ব্যক্তি টাকা পাবেন।

চেকের অর্থ প্রাপ্তিকে নিরাপত্তার জন্য রেখাঙ্কন করা যায় দুভাবে —

(ক) সাধারণ রেখাঙ্কন (খ) বিশেষ রেখাঙ্কন।

প্রথম ক্ষেত্রে চেকের উপর দুটি সমান্তরাল রেখা টানা হয়। বিশেষ রেখাঙ্কনের ক্ষেত্রে কোন সমান্তরাল রেখার উপর কোনো ব্যাঙ্কের নাম উল্লেখ থাকে। এই মন্তব্যের জন্য সেই ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই চেক ভাঙাইতে হয়।

ব্যাঙ্কার — কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার ব্যবসা হচ্ছে গ্রাহকদের জন্য টাকা ও ড্রাফট গ্রহণ করা এবং গ্রাহকদের কাটা চেক সম্মানার্থে পরিশোধ করা।

গ্রাহক — ব্যাঙ্কে যিনি হিসাবের বই খোলেন এবং যার ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

ব্যাঙ্কারের দায় — ব্যাঙ্কের প্রধান ও প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে যথোপযুক্ত কারণ ছাড়া চেকের অর্থ চেকের ধারককে প্রদান করা। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া চেক অনাদৃত হলে ব্যাঙ্ক চেকপ্রদানকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে যদি প্রেরকের ক্ষতি হয়। চেকের গ্রাহক কিন্তু চেক প্রত্যাখ্যানের জন্য ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আইনগত অধিকার প্রয়োগ করে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারেন না।

৭.৪ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের পক্ষসমূহ

ধারক — যে ব্যক্তি দলিল নিজের নামে দখলে রাখার এবং দলিলের পক্ষসমূহের নিকট দলিলের অর্থ পাওয়ার বা দাবি করার অধিকারী সেই ব্যক্তিকে দলিলের ধারক বলা হয়। **(ধারা 8)**

২) যথাকালে ধারক (Holder in Due Course) — হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের যথাকালে ধারক বলতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে বুঝায় ঃ

ক) যে ব্যক্তি প্রতিদানের বিনিময়ে বাহককে দেয় কোন হস্তান্তরযোগ্য দলিলের অধিকারী হয় অথবা

খ) দলিলের টাকা পাওয়ার সময় হওয়ার আগেই এবং দলিলের কোন ত্রুটি সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে অদিষ্ট প্রদেয় দলিলের প্রাপক হয়।

৭.৫ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের পক্ষসমূহের যোগ্যতা

১) নাবালক — নাবালক দলিল প্রস্তুত করে বা পৃষ্ঠাঙ্কন করে অর্পণের দ্বারা দলিলের স্বত্ব হস্তান্তর করে অপরপক্ষগণকে দায়বদ্ধ করতে পারে। নাবালক কিন্তু নিজের দায়বদ্ধ করতে পারবে না।

২) নিবন্ধিত সংস্থা — নিবন্ধিত সংস্থা আইনের চোখে কৃত্রিম ব্যক্তি (artificial person) হিসাবে গণ্য হয়। দলিল আইনের ২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে এইরূপ সংস্থার পক্ষে প্রযোজ্য আইন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে এইরূপ সংস্থা দলিল প্রস্তুত, পৃষ্ঠাঙ্কন ও স্বীকৃতি দিতে পারবেন।

৩) দেউলিয়া — দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তি দেউলিয়া থাকাকালীন অবস্থায় দলিলের কোন পক্ষ হতে পারেন না। কিন্তু দেউলিয়া হবার পূর্বে তিনি যদি কোন পক্ষ হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে নিয়মানুসারে দলিলের ধারক সংশ্লিষ্ট দেউলিয়া ব্যক্তি ছাড়া অন্য সব পক্ষকে দলিলের জন্য দায়বদ্ধ করতে পারবেন।

৪) প্রতিনিধি — মুখ্য ব্যক্তির নিযুক্ত প্রতিনিধি প্রাপ্তক্ষমতার মধ্যে থেকে যদি দলিলের কোন পক্ষ হন, সেক্ষেত্রে তাঁর দলিল সংক্রান্ত কাজের জন্য মুখ্যব্যক্তি দায়বদ্ধ হবেন। এক্ষেত্রে দলিলে স্বাক্ষর করবার সময় প্রতিনিধিকে স্পষ্ট করে লিখতে হবে যে তিনি মুখ্যব্যক্তির হয়ে স্বাক্ষর করেছেন।

৭.৬ হুণ্ডি

সাধারণত হুণ্ডিতে লেখা হস্তান্তরযোগ্য দলিল হচ্ছে হুণ্ডি। প্রত্যর্থপত্রের মত হলেও এই দেশীয় হুণ্ডিকে বিনিময় পত্র (Bill of Exchange) হিসাবে গণ্য করা হয় না। প্রচলিত স্থানীয় রীতিনীতি অনুসারে হুণ্ডি কার্যকর হয়। বিপরীত মর্মে স্থানীয় ব্যবসায়িক প্রথা না থাকলে হুণ্ডির ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের নিয়মগুলি প্রযোজ্য হবে। ভারতবর্ষে ব্যবসায়ের আদিকাল থেকে হুণ্ডির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়।

৭.৬.১ হুণ্ডির প্রকারভেদ

হুণ্ডির প্রকার ভেদ ঃ

১) দর্শনী হুণ্ডি — চাওয়ামাত্র অর্থ প্রদান করতে হয় এই হুণ্ডিতে।

২) মেয়াদী হুণ্ডি — নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে এই হুণ্ডি ভাঙ্গানো যায়।

৩) শাহযোগ্য হুণ্ডি — ‘‘শাহ’’ বলতে ব্যবসায়িক বাজারে বিত্তের অধিকারী সম্মানিত কোন ব্যক্তিকে বোঝায়। এই হুণ্ডির দ্বারা লেখক শুধুমাত্র ঐ ‘‘শাহ’’কে অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

৪) নাম যোগ হুণ্ডি — যে হুণ্ডিতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই শুধু বা তাঁর নির্দেশ মতো অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতি থাকে সেই দলিলকে নাম যোগ হুণ্ডি বলে।

৫) জখমী হুণ্ডি — "জখমী" শব্দের অর্থ ঝুঁকিহীন। এই হুণ্ডিতে অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রে একটি শর্ত থাকে। দ্রব্য নিরাপদে পৌঁছালে তবেই হুণ্ডির টাকা প্রদান করা হবে।

৭.৭ পরিবর্তনজনিত ফল

যে পরিবর্তনের ফলে সম্প্রদেয় পত্রের কোন পক্ষের বা সব পক্ষের অধিকার ও দায়িত্বের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, অথবা যার দ্বারা সম্প্রদেয় পত্রের আকারে বা প্রকৃতি পরিবর্তন হয় তাকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বলে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসাবে গণ্য হয় ঃ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ, পরিশোধের তারিখ ও সময়, সুদের হার, অতিরিক্ত পক্ষের সংযুক্তি ইত্যাদি।

ইংরাজী মামলার রায়ে বলা হয়েছে যে সম্প্রদেয় বহির্ভূত কারও দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হলে সম্প্রদেয় পত্র বাতিল হয়ে যাবে।

গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তনকালীন দায় মুক্তি হয়। কিন্তু পরিবর্তনের পর যাঁরা পক্ষভুক্ত হন, তারা দায়বদ্ধ থাকেন।

দুর্ঘটনার ফলে সম্প্রদেয়পত্রের কোন পরিবর্তন ঘটলে তা অসিদ্ধ হয়ে যায় না। কোন ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে বা নির্দেশক্রমে পরিবর্তন ঘটলে তবে সম্প্রদেয় পত্র অসিদ্ধ হবে। [Hongkong and Shanghai Banking Corporation v. Lo Lee Shi] রেখাঙ্কনবিহীন চেক রেখাঙ্কিত করা, সাধারণ রেখাঙ্কন বিশেষ রেখাঙ্কনে পরিবর্তন করা এবং রেখাঙ্কিত চেকে 'হস্তান্তরের অযোগ্য' শব্দগুলি সংযোজন করা পরিবর্তন বলে গণ্য হয় না।

৭.৮ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের প্রত্যাখ্যান (Dishonour of a Negotiable Instrument)

প্রত্যাখ্যানের প্রকার (Ways of Dishonour) :

1. অস্বীকৃত দ্বারা (by non acceptance) এবং
2. অপরিশোধের দ্বারা (by non-payment)।

শুধুমাত্র বাণিজ্যিক হুণ্ডি অস্বীকৃতির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রতিশ্রুতিপত্র, বাণিজ্যিক হুণ্ডি, চেক — এইসব রকম এর সম্প্রদেয় পত্রই অ-পরিশোধের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়।

1. **অস্বীকৃতির দ্বারা প্রত্যাখ্যান (Dishonour by Non-acceptance) ঃ**

বাণিজ্যিক হুণ্ডি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অস্বীকৃতির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় —

1. যথানিয়মে উপস্থাপনের পর, গ্রাহক যদি হুণ্ডিতে স্বীকৃতিমূলক স্বাক্ষর না দেয়।

2. যেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক হুণ্ডির স্বীকৃতির জন্য উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই, অথবা উপস্থাপন থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে বিনা উপস্থাপনায় হুণ্ডিটি স্বীকৃত না হলে সেই বাণিজ্যিক হুণ্ডিটি প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হয়ে থাকে।

3. শর্তসাপেক্ষ স্বীকৃতিদান (qualified acceptance) করা হলে হুণ্ডি প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে।

4. গ্রাহক চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য হলে বাণিজ্যিক হুণ্ডি অস্বীকৃতির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে।

5. বাণিজ্যিক হুণ্ডিটি যদি কোনো ভুয়ো ব্যক্তির নামে লেখা হয়, অথবা যথোপযুক্ত তল্লাশির পরেও যদি গ্রাহককে খুঁজে না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে হুণ্ডিটি অস্বীকৃতির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হয়।

6. প্রয়োজনবোধে হুণ্ডি গ্রাহক (drawee in case of need) বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে অথবা সেটির পৃষ্ঠাঙ্কনে প্রয়োজনবোধে হুণ্ডিগ্রাহক হিসেবে যদি কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকে, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে হুণ্ডিগ্রাহক প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত হুণ্ডিটি প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হয় না।

2. **অপরিশোধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান (Dishonour by Non-Payment) [Sec. 92] ঃ**

প্রতিশ্রুতিপত্রের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতা বাণিজ্যিক হুণ্ডির ক্ষেত্রে স্বীকৃতিদাতা ও চেকের ক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যাঙ্ক যদি পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করা সত্ত্বেও ওই সংশ্লিষ্ট সম্প্রদেয়পত্রের অর্থপ্রদান না করে, সেক্ষেত্রে ওইসব সম্প্রদেয়পত্র অপরিশোধের জন্য প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

প্রত্যাখ্যানের পরিণাম (Consequence of Dishonour) [Sec. 92] ঃ

প্রত্যাখ্যানের পর সম্প্রদেয়পত্রের ধারক নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারে —

1. সম্প্রদেয়পত্র প্রত্যাখ্যাত হলে, ধারক অর্থপ্রদানের জন্য দায়ী পক্ষগণের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে।

2. ধারক যেসব পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রত্যেকের কাছে নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি (Notice of dishonour) পাঠানো আবশ্যিক।

3. ধারক প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি লেখ্য প্রামাণিক বা নোটারি পাবলিক (Notary Public) এর কাছে লেখন (Noting) এবং আপত্তিকরণ (Protesting) করতে পারে।

৭.৯ সারাংশ

বাণিজ্যিক লেনদেনের আর্থিক নিশ্চয়তা দানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এক প্রকার লেখ্যপত্র হল হস্তান্তর যোগ্য দলিল। নগদ টাকার পরিবর্তে এই লেখ্যপত্র হস্তান্তর বা পৃষ্ঠাঙ্কন করে স্বত্ত্বান্তর করা যায়। প্রত্যর্থপত্র, বাণিজ্যিক হুণ্ডি এবং চেক এই তিনটি দলিল হল আইন স্বীকৃত লেখ্যপত্র। এই তিনটি দলিলের বিধানগুলি সম্প্রদেয় পত্র আইনে উল্লিখিত আছে।

দেশীয় হুণ্ডির ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নয়। প্রচলিত স্থানীয় রীতি এই হুণ্ডির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রত্যর্থ পত্র ঃ ঋণ হিসাবে কোন নির্দিষ্ট অর্থের স্বীকার এবং নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি হল প্রত্যর্থপত্র।

বাণিজ্যিক হুণ্ডি ঃ যে লেখ্যপত্রের দ্বারা কোন ব্যক্তি স্বাক্ষর করে অপর কোন ব্যক্তিকে অথবা তার হুকুমমত অথবা লেখ্যপত্র বাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তহীন আদেশ দেন তাকে বাণিজ্যিক হুণ্ডি বলা হয়।

চেক ঃ এই লেখ্যপত্রের দ্বারা আমানতকারী তার ব্যাঙ্কের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের আদেশ দেন।

সম্প্রদেয় পত্র আইনের ৪ ধারা অনুসারে যিনি নিজের নামে কোন প্রত্যর্থ পত্র, বাণিজ্যিক হুণ্ডি বা চেক দখলে রাখবার এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের থেকে অর্থ পাবার অধিকারী সেই ব্যক্তিকে ধারক বলা হয়।

অপরদিকে এই আইনের 9 ধারা অনুসারে যিনি উপযুক্ত প্রতিদানের বিনিময়ে মেয়াদ পূর্তির আগেই কোন সম্প্রদেয় পত্রের দখল পেয়েছেন তাকে যথাকালে ধারক বলা হয়।

ব্যাঙ্কার ও গ্রাহকের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্ব সম্প্রদেয় পত্র আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন ব্যাঙ্ক হিসাব খুলবার সাথে সাথে আমানতকারী ও ব্যাঙ্কের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। তখন ব্যাঙ্ক আমানতকারীর নির্দেশমতো অর্থপ্রদানে বাধ্য থাকেন। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অর্থ প্রদানে অস্বীকার করতে পারে।

যে পরিবর্তনের ফলে সম্প্রদেয় পত্রের কোন পক্ষের বা সব পক্ষের অধিকার ও দায়িত্বের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে অথবা যার দ্বারা সম্প্রদেয় পত্রের আকারও প্রকৃতি পরিবর্তন হয় তাকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বলে। যেমন, টাকার পরিমাণ, তারিখ, কোন পক্ষের সংযুক্তি ইত্যাদি।

৭.১০ অনুশীলনী

ক) এম সি কিউ প্রশ্ন :

১. হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন প্রনীত হয় _______

(ক) 1881

(খ) 1891

(গ) 2000

(ঘ) 2010

উত্তর : (ক)

২. চাওয়ামাত্র অর্থ প্রদান করতে হয় যে হুন্ডিতে তাকে বলে ______

(ক) মেয়াদী হুণ্ডি

(খ) দর্শনী হুণ্ডি

(গ) শাহ যোগ্য হুণ্ডি

(ঘ) জখমী হুণ্ডি

উত্তর : (খ)

৩. নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে যে হুণ্ডি ভাঙানো যায় তাকে বলে ________

(ক) নাম যোগ হুণ্ডি

(খ) মেয়াদী হুণ্ডি

(গ) দর্শনী হুণ্ডি

(ঘ) জখমী হুণ্ডি

উত্তর : (খ)

৪. নীচের কোনটি বাণিজ্যিক হুণ্ডির বৈশিষ্ট্য নয় _____

(ক) দলিলটি অলিখিত হবে

(খ) নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিষয় থাকবে

(গ) নিঃশর্ত অর্থপ্রদানের কথা থাকবে

(ঘ) অর্থ প্রদানের আদেশ থাকবে

উত্তর : (ক)

৫. হস্তান্তর যোগ্য দলিল আইনে প্রত্যর্থ পত্র-এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে ______ ধারায়

(ক) 5

(খ) 4

(গ) 6

(ঘ) 8

উত্তর : (খ)

(খ) উদ্দেশ্যমুখী প্রশ্ন —

ক) সম্প্রদায় পত্র কাকে বলে? এর দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

খ) প্রত্যর্থ পত্রের সংজ্ঞা ও একটি নমুনা দিন।

গ) বাণিজ্যিক হুণ্ডির সংজ্ঞা ও একটি নমুনা দিন।

ঘ) যথাকালে ধারক কে?

ঙ) পৃষ্ঠাঙ্কর বলতে কী বোঝায়?

চ) নাবালক কি হস্তান্তর যোগ্য দলিলের পক্ষ হতে পারে?

ছ) ধারকের সংজ্ঞা দিন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন —

ক) বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও চেকের মধ্যে পার্থক্য দেখান।

খ) প্রত্যর্থ পত্র ও বাণিজ্যিক হুণ্ডির পার্থক্য লিখুন।

গ) যথাকালে ধারকের অধিকারগুলি কী কী?

ঘ) চেক আড়ি করবার কারণ এবং উপায় কী কী?

ঙ) বাণিজ্যিক হুণ্ডিকে স্বীকার করতে পারে?

(ঘ) দীর্ঘ প্রশ্ন —

ক) বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও প্রত্যর্থ পত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

খ) কখন একজন ব্যাঙ্কার তার খরিদ্দারের চেক বাবদ অর্থপ্রদানে অস্বীকার করতে পারে?

গ) সম্প্রদেয় পত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কাকে বলে? এর ফল কী? কোন কোন ক্ষেত্রে সম্প্রদেয় পত্রের পরিবর্তন বৈধ?

একক ৮ ❑ ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ২০১৯ (Consumer Protection Act, 2019)

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ এই আইন অনুসারে কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

৮.৪ ক্রেতা সুরক্ষা আইনের উদ্দেশ্য

৮.৫ কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ

- ৮.৫.১ গঠন ও কার্যপ্রণালী
- ৮.৫.২ কেন্দ্রীয় পরিষদের উদ্দেশ্য

৮.৬ রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ

- ৮.৬.১ গঠন ও কার্যপ্রণালী
- ৮.৬.২ রাজ্য পরিষদের উদ্দেশ্য

৮.৭ জেলা ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ

- ৮.৭.১ গঠন ও কার্যপ্রণালী
- ৮.৭.২ জেলা পরিষদের উদ্দেশ্য
- ৮.৭.৩ জেলা কমিশন
- ৮.৭.৪ জেলা কমিশনের অধিকার
- ৮.৭.৫ ক্রেতাদের অভিযোগ করার পদ্ধতি

৮.৮ দণ্ড বা শাস্তি

৮.৯ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমার রায়

৮.১০ সারাংশ

৮.১১ অনুশীলনী

৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

- অভিযোগ কী ও কখন করা যায়,
- ক্রেতা বা ভোক্তা কে,
- অভিযোগ নিষ্পত্তির উপায়,

৮.২ প্রস্তাবনা

অনেক সময় ক্রেতারা যে দাম দেন সেই দামের তুলনায় তাঁরা যে পণ্য বা সেবা আশা করেন তা তাঁরা পান না, অর্থাৎ বিক্রেতাদের কাছে তাঁদের ঠকতে হয়। তাই ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষা, অধিকার রক্ষা এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ১৯৮৬ সালে ক্রেতা সুরক্ষা আইন (The Consumer Protection Act) চালু করা হয়। ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে ১৯৮৬ সালের পুরাতন ক্রেতা সুরক্ষা আইন পরিবর্তিত হয়ে নতুন আইন প্রবর্তিত হয়। এই নতুন আইনে ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত নানা নতুন বিষয় যুক্ত করা হয়। এই আইনের বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষার কথা বলা হয়েছে। এই আইনটি জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের সর্বত্র প্রযোজ্য। এই আইনটিতে ক্রেতা হিসাবে আপনি কখন ও কোথায় অভিযোগ করবেন এবং কীভাবে অভিযোগের নিষ্পত্তি হবে সে বিষটে জানতে পারবেন।

৮.৩ আইন অনুসারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা (ধারা 2)

◆ **অভিযোগকারী (Complainant) [ধারা 2(5)] ঃ**

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(5) ধারা অনুসারে অভিযোগকারী বলতে বোঝায়—

১। ক্রেতা, অথবা

২। প্রচলিত কোন আইন অনুসারে নিবন্ধযুক্ত স্বেচ্ছা ক্রেতা সংঘ। অথবা

৩। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার, অথবা

৪। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ

৫। একই স্বার্থে যুক্ত এক বা একাধিক ক্রেতা, অথবা

৬। ক্রেতা মারা গেলে, তার আইনত উত্তরাধিকারী কিংবা তার প্রতিনিধি।

৭। ক্রেতা নাবালক হলে, তার অভিভাবক বা আইনী অভিভাবক।

◆ **অভিযোগ (Complaint) [ধারা 2(6)] ঃ**

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(6) ধারা অনুসারে অভিযোগকারী এই আইন অনুসারে সুরক্ষা পাবার জন্য যখন লিখিত নালিশের মাধ্যমে বিক্রেতাকে নিম্নলিখিত কারণে অভিযুক্ত করেন তখন তাকে অভিযোগ বলে—

১। ব্যবসায়ী বা পরিষেবা দানকারী কোন অন্যায্য ব্যবসা বা নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা আইনের অন্তর্ভুক্ত বা অনৈতিক কোন ব্যবসায়িক কাজ।

২। যে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে বা ক্রয় করতে সম্মত পণ্যের এক বা একাধিক ত্রুটি আছে।

৩। ভাড়া নেওয়া সেবা বা পরিষেবা বা ভাড়া নিতে বা পেতে সম্মত সেবা বা পরিষেবাতে কোন ঘাটতি আছে।

৪। অভিযোগে উল্লেখিত নির্ধারিত পণ্যের মূল্য বা পণ্যের ওপর প্রকাশিত মূল্য বা পণ্যের মোড়কের ওপর মুদ্রিত মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্য ব্যবসায়ী আদায় করেছেন।

৫। কোন প্রচলিত আইন অমান্য করে জীবনের বা নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজনক কোন পণ্য জনসাধারণের কাছে বিক্রি করা হয়েছে বা বিক্রির প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬। জীবনের বা নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজনক কোন পরিষেবা কোন ব্যক্তি যখন ক্ষতিকারক জেনেও পরিষেবা হিসাবে দান করেন।

৭। পণ্যের প্রস্তুতকাররা, বিক্রেতা বা পরিষেবা দানকারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ জন্য দাবী আদায়ের জন্য।

◆ **ক্রেতা বা ভোক্তা (Consumer) [ধারা 2(7)] ঃ**

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(7) ধারা অনুসারে ক্রেতা বা ভোক্তা বলতে বোঝায়—যে ব্যক্তি প্রতিদান (অর্থ)-এর বিনিময়ে কোন পণ্য বা পরিষেবা ক্রয় করেন বা প্রতিদান প্রদানকারী ব্যক্তির অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি পণ্য বা পরিষেবা যখন ব্যবহার করেন। এখানে প্রতিদান বিভিন্ন হতে পারে—

(ক) প্রদত্ত
(খ) প্রতিশ্রুতি
(গ) নগদ
(ঘ) বিলম্বিত
(ঙ) আংশিক নগদ ও আংশিক প্রতিশ্রুত

যে ব্যক্তি পুনর্বিক্রয়ের জন্য বা অন্য কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের জন্য পণ্য বা পরিষেবা ক্রয় করেন তাঁকে ক্রেতা বলা যাবে না। বর্তমানে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় এই সংজ্ঞায় অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।

◆ **ক্রেতা বিরোধ (Consumer Dispute) [ধারা 2(8)] ঃ**

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(8) ধারা অনুসারে কোন দোষ ত্রুটি আছে এই অভিযোগ যদি যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে সেই ব্যক্তি অস্বীকার করেন বা বিরোধিতা করেন তখন তাকে ক্রেতা বিরোধ বলে।

◆ **ত্রুটি (Defect) [ধারা 2(10)] ঃ**

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(10) ধারা অনুসারে ত্রুটি হল, ক্রয়চুক্তি সম্পাদন দ্বারা বা সমকালে কার্যকারী প্রচলিত কোন আইন অনুসারে কোন পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, ক্ষমতা, শুদ্ধতা বা উৎকর্ষতার কোন খুঁত, অসম্পূর্ণতা বা দোষ-ত্রুটি ইত্যাদি।

◆ **অসম্পূর্ণতা (Deficiency) [ধারা 2(11)] ঃ**

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(1)(g) ধারায় কোন ক্রয় চুক্তি বা সমকালীন আইন অনুসারে দায়বদ্ধ ব্যক্তি কোন পরিষেবা দান গুণগত, প্রকৃতিগত বা ব্যবহারগত অপূর্ণতা বা ঘাটতি হলে অথবা মান বজায় রাখতে অসমর্থ হলে তাকে অসম্পূর্ণতা বা ঘাটতি বলে।

◆ **পণ্য (Goods) [ধারা 2(21)] ঃ**

মজুত সম্ভার (Stock), শেয়ার এবং জমিতে উৎপন্ন দ্রব্য যেমন শস্য, তৃণ যা বিক্রির আগে জমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, সবই হল পণ্য। এছাড়াও ট্রেড মার্ক, গ্রন্থস্বত্ব, সুনাম, জল, গ্যাস, বিদ্যুৎ শক্তিও পণ্য হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু মোকদ্দমাযোগ্য দাবি এবং অর্থ (টাকা-পয়সা) পণ্য নয়। জমি যেহেতু স্থাবর (immovable) সম্পত্তি সুতরাং একে পণ্য বলা না গেলেও জমিতে উৎপন্ন ফসল সামগ্রী বিক্রির আগে জমি থেকে পৃথক করা হয় বলে ঐ ফসলগুলি পণ্য হিসাবে গণ্য হবে। মনে রাখতে হবে পরিষেবার সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই আইনের 2(42)।

◆ **উৎপাদক (Manufacturer) [ধারা 2(24)] ঃ**

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(24) ধারা অনুসারে উৎপাদক বলতে বোঝায়—

১। কোনো পণ্য বা তার অংশবিশেষ উৎপাদনকারী,

২। অন্যের দ্বারা উৎপাদিত বিভিন্ন অংশের সংযোজন করে একটি সম্পূর্ণ পণ্য উৎপাদনকারী,

৩। অন্যের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের ওপর নিজের ট্রেড মার্ক উল্লেখ করে নিজেকে পণ্যটির উৎপাদক বলে পরিচয় প্রদানকারী।

◆ **ব্যক্তি (Person) [ধারা 2(31)] ঃ**

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(31) ধারা অনুসারে ব্যক্তি হল—

(1) স্বতন্ত্র ব্যক্তি

(2) নিবন্ধীকৃত বা অনিবন্ধীকৃত কোন অংশীদারি প্রতিষ্ঠান,

(3) অবিভক্ত হিন্দু পরিবার,

(4) সমবায় সমিতি,

(5) ১৮৬০ সালের সামজিক নিবন্ধন আইন অনুসারে নিবন্ধীকৃত বা অনিবন্ধীকৃত ব্যক্তিসমষ্টির সমিতি।

(6) কোন কোম্পানি,

(7) যেকোন আইনদ্বারা সৃষ্টি কৃত্রিম ব্যক্তি।

◆ সেবা (Service) [ধারা 2(42)] ঃ

সেব বলতে সেইসব কাজকে বোঝায়, যেগুলি ক্রেতার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। এইসব পরিবেশ ক্রেতা অর্থের বিনিময় লাভ করে। সেবার ক্ষেত্র হল ব্যাঙ্ক, আর্থিক বীমা, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, অথবা অন্য শক্তি সরবরাহ, বাসস্থান নির্মাণ, টেলিকম, আমোদ-প্রমোদ, চিত্তবিনোদন অথবা সংবাদ সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত সেবা। কিন্তু বিনামূল্যের কাজ বা ব্যক্তিগত চুক্তি অনুযায়ী সেবা প্রদত্ত এর সেবার অন্তর্ভুক্ত নয়।

◆ ব্যবসায়ী (Trader) [ধারা 2(47)] ঃ

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(47) ধারা অনুসারে যে ব্যক্তি পণ্য বিক্রয় করেন বা বিক্রয়ের জন্য বিতরণ করেন এবং যিনি পণ্যের উৎপাদক তাকে এবং যখন পণ্য মোড়কে বাঁধাই করে বিক্রয় করা হয় বা বিক্রয়ের জন্য পরিবেশন বা বিতরণ করা হয় তখন ঐ মোড়ক বাঁধাইকারীকে ব্যবসায়ী বলা হয়।

◆ অনৈতিক ব্যবসায়িক কাজ (Unfair trade practice) [ধারা 2(47)] ঃ

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(47) ধারা অনুসারে কোনো পণ্যের বা সেবার বিক্রি, ব্যবহার, বা সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য যে অন্যায্য পদ্ধতি বা প্রতারণামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাকে অনৈতিক ব্যবসায়িক কাজ বলে। এটি লিখিত, মৌখিক, বৈদ্যুতিক নথি বা আচরণের মাধ্যমে হতে পারে। যেমন—

১। যখন পণ্যের মান, গুণ, পরিমাণ, গঠন বা আকৃতি সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া হয়।

২। সেবার মান, গুণ সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া হয়।

৩। পুনর্নির্মিত, পুনরায় সংস্কার করা পণ্যকে নতুন পণ্য হিসাবে মিথ্যা বর্ণনা করা.

৪। পণ্য বা সেবার মূল্য সম্পর্কে জনসাধারণকে প্রতারণা করা।

৫। পণ্যের বা সেবার প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা করা।

৬। পণ্যের জীবনকাল বা কার্যকারিতা সম্পর্কে জনসাধারণকে মিথ্যা বর্ণনা করা।

৭। অন্য কোন ব্যক্তির পণ্য, সেবা বা ব্যবসায় সম্পর্কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে নিজের পণ্য সম্পর্কে মিথ্যা বা প্রতারণামূলক তথ্য প্রদান করা।

৮। কোন খবরের কাগজে বা অন্য কোনভাবে পণ্য বা সেবা সুবিধাজনক মূল্যে বিক্রি করা হবে বলে মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রকাশের অনুমতি দেওয়া।

৯। পণ্য বিক্রেতা বা সরবরাহকারীর পণ্য বিক্রির অনুমোদন না থাকলেও অনুমোদন আছে বলে দাবি করা।

১০। পণ্য উন্নতমানের না হলেও তা বিক্রি বা সরবরাহের অনুমতি দেওয়া।

১১। দান ও পুরস্কার দেওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও তা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হলে বা বিনা পয়সায় কিছু দেওয়ার ধারণা সৃষ্টি করলে কিন্তু এইজন্য সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে টাকা চাওয়া হচ্ছে বা ব্যবসার স্বার্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উন্নতির বা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লটারী, ভাগ্য পরীক্ষার বা দক্ষতার খেলা পরিচালনার অনুমতি দেওয়া।

১২। যথাযথভাবে বিল, ক্যাশ মেমো বা বিক্রয়ের চালান তৈরী না করে দেওয়া।

১৩। কালোবাজারী উদ্দেশ্যে মজুতসম্ভার অনৈতিকভাবে লুকিয়ে রাখা।

১৪। সমাজের জন্য অনৈতিক দ্রব্য বা ভেজাল দ্রব্য উৎপাদন করা এবং মোট বিক্রয় করা।

১৫। বিক্রয় পরবর্তী পরিষেবা দান না করা বা দান করতে অনাগ্রহী।

৮.৪ ক্রেতা সুরক্ষা আইনের উদ্দেশ্য

ক্রেতারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, পণ্য সামগ্রী বা সেবা অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করেন। অনেক সময় দেখা যায় বিক্রেতারা যেভাবে তাদের পণ্য সামগ্রীকে বা সেবা ক্রেতাদের কাছে উপস্থাপিত করেন প্রকৃতপক্ষে ঐ পণ্যসামগ্রী বা সেবা সেই গুণমানের হয় না। ফলে ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ বিক্রেতাদের দেওয়া বিবরণের উপর ভিত্তি করেই ক্রেতারা পণ্যসামগ্রী বা সেবা ক্রয় করে। তাই অর্থ দিয়ে সঠিক পণ্য বা সেবা না পাওয়া গেলে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। তাই এই ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য ও বিরোধ মীমাংসার জন্য বর্তমানে ২০১৯ সালে ক্রেতা সুরক্ষা আইন (নতুনরূপে) পাশ হয়। এই আইনের মূল উদ্দেশ্যগুলি খুব সহজে ২(৭) ধারায় উল্লেখ করা আছে। যেমন—

১। ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করা।

২। ক্রেতাদের সঠিক তথ্যগুলির জানার অধিকার।

৩। ক্রেতাদের যথাযথভাবে আশ্বস্ত করা।

৪। ক্রেতাদের অভাব-অভিযোগ শোনার ব্যবস্থা করা।

৫। অনৈতিক কার্যকলাপ, নিয়ন্ত্রমূলক কার্যকলাপ ও ক্রেতার শোষণের বিরুদ্ধে যথার্থ সুরাহা করা।

৬। ক্রেতাদের সঠিক শিক্ষাও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ক্রেতা বিরোধ প্রতিকার কমিশন (Consumer Dispute Redressal Commission)

ক্রেতা সুরক্ষা আইনে (2019) ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষা করার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। ক্রেতা বিরোধ প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে নানা কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই আইনের নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ, রাজ্যস্তরে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের এবং জেলাস্তরে জেলা ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের কথা বলা হয়েছে ক্রেতাদের বিরোধ প্রতিকার ও দ্রুত সমস্যা সমাধান করার জন্য।

৮.৫ কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ (ধারা 3-5)

৮.৫.১ গঠন ও কার্যপ্রণালী

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 3 নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে **কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ (Central Consumer Protection Council)** গঠন করে। একে কেন্দ্রীয় পরিষদও বলা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রেতা-স্বার্থ-সংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই পরিষদের সভাপতি হবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত সরকারি কর্মচারী ও বেসরকারি প্রতিনিধি এই পরিষদের সদস্য হবেন।

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 4(1) ধারা অনুসারে যখন যেরকম প্রয়োজন হবে তখন কেন্দ্রীয় পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু বছরে একবার সভা ডাকতেই হবে। এর মেয়াদ বা কার্যকাল হল তিন বছর।

এই আইনের 4(2) ধারা অনুসারে কোথায় ও কবে সভা হবে তা নির্ধারণ করবেন পরিষদের সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশমত তিনি কার্যপরিচালনা করবেন। সর্বাধিক 136 জন সদস্য থাকতে পারে।

৮.৫.২ কেন্দ্রীয় পরিষদের উদ্দেশ্য

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(9) নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় পরিষদের উদ্দেশ্যগুলি গল—

১। জীবন ও সম্পত্তির পক্ষে বিপজ্জনক কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের বিরুদ্ধে ক্রেতাদের অধিকার রক্ষা করা।

২। ক্রেতাকে অন্যায্য ব্যবসায়িক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করার জন্য পণ্যের বা সেবার গুণগত মান, কার্যক্ষমতা শুদ্ধতা এবং মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ক্রেতার জানার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

৩। প্রতিযোগিতামূলক দামে বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের অধিকার দেওয়া।

৪। ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে এবং ক্রেতাদের অভিযোগকে মর্যাদা দেওয়া হবে—এই ব্যাপারে ক্রেতাদের সুনিশ্চিত করা।

৫। অসাধু ব্যবসায়িক কাজ, একচেটিয়া বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিকার করার অধিকার।

৬। ক্রেতাদের পণ্য ও সেবা বিষয়ে শিক্ষা পাওয়ার অধিকার।

৮.৬ রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ (ধারা 6-7)

৮.৬.১ গঠন ও কার্যপ্রণালী

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 6(1) নং ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য **ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ (State Consumer Protection Council)** গঠন করতে পারে। ধারা 6(2) অনুসারে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে রাজ্যপরিষদ গঠিত হয়

- রাজ্যসরকারের ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী হবেন পরিষদের সভাপতি এবং,
- রাজ্যসরকারের অনুমোদিত সরকারি কর্মচারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যারা ক্রেতাদের স্বার্থ দেখে তাদের থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি হবেন এই পরিষদের সদস্য।

ধারা 6(3) অনুসারে যখন প্রয়োজন হবে তখন রাজ্য পরিষদ সভা ডাকা হবে কিন্তু বছরে কম পক্ষে দুটি সভা ডাকতেই হবে।

ধারা 6(4) অনুসারে রাজ্য পরিষদের সভাপতি ঠিক করবেন, কবে ও কোথায় সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং তিনি রাজ্য সরকারের নির্দেশমত কার্য পরিচালনা করবেন।

৮.৬.২. রাজ্য পরিষদের উদ্দেশ্য

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের [7] ধারায় রাজ্য পরিষদের উদ্দেশ্য বলতে কেন্দ্রীয় পরিষদের মতো 2(7) ধারার বিষয়গুলিকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পরিষদ ও রাজ্য পরিষদের উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ নানা ধারা অনুযায়ী ক্রেতাসাধারণের স্বার্থ সুরক্ষিত করা হল প্রধান উদ্দেশ্য।

৮.৭ জেলা ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ (ধারা 8 এবং 9)

৮.৭.১ গঠন ও কার্যপ্রণালী

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 8(1) নং ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রতিটি জেলায় জেলাসুরক্ষা পরিষদ (District Consumer Protection Council) গঠন করতে পারে।

ধারা 8(2) অনুযায়ী—

(i) জেলাশাসক হবেন এর সভাপতি এবং

(ii) জেলার সরকারি কর্মচারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যারা ক্রেতাদের স্বার্থ দেখে তাদেরথেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি হবেন এর সদস্য।

ধারা 8(4) অনুযায়ী জেলা পরিষদের সভাপতি ঠিক করবেন, কবে ও কোথায় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৮.৭.২ জেলা পরিষদের উদ্দেশ্য

জেলা ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্যগুলি, এই আইনের 2(9) ধারায় উল্লেখিত বিষয়গুলিকেই বোঝানো হয়েছে। জেলা পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য হল জেলাস্তরে ক্রেতার অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করা।

৮.৭.৩ জেলা কমিশন

ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য প্রতি জেলায় নির্দিষ্ট কিছু সদস্য ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 28(1) নং ধারা অনুসারে নিয়ে জেলা কমিশন গঠিত হয়।

ক) প্রতিটি জেলা কমিশনে একজন সভাপতি থাকবেন তিনি জেলা বিচারক বা অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিচারক বা জেলা বিচারক হওয়ার যোগ্য এমন ব্যক্তি হবেন এবং

খ) অর্থনীতি, আইন, বাণিজ্য, হিসাবশাস্ত্র, শিল্প ও জন প্রশাসন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান আছে এবং সৎচরিত্র, নিষ্ঠাবান এমন দুই জন ব্যক্তি (যাদের একজন অবশ্যই মহিলা হবেন)।

নির্বাচন সমিতির সুপারিশক্রমে রাজ্য সরকার জেলা কমিশনের ঐ তিন জন সদস্যকে নিয়োগ করেন। এই আইনের 28(2) ধারা অনুসারে কমিশনের ঠিক হবেন। সর্বাধিক সদস্য সংখ্যা হল তিন।

জেলা বিচারালয়ের প্রত্যেক সদস্য চার বছর বা 65 বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ চার বছর ও 65 বছর যেটি আগে হবে সেই দিনই তাদের কার্যকাল শেষ হবে।

৮.৭.৪ জেলা কমিশনের অধিকার (ধারা 34)

জেলা কমিশনের অধিকারগুলি হল—

১। এক কোটি টাকা পর্যন্ত যদি কোন পণ্যের বা সেবার মূল্য এবং ক্ষতিপূরণের দাবি থাকে তবে জেলা কমিশন ঐ সম্পর্কে অভিযোগপত্র গ্রহণ করতে পারবে।

২। বিপক্ষ দল বা বিপক্ষ দলগুলি অভিযোগ দায়ের করার সময় লাভের জন্য সেই এলাকায় ইচ্ছাকৃতভাবে বা স্বেচ্ছায় বসবাস করেন বা ব্যবসায়িক কাজে লিপ্ত থাকেন বা শাখা অফিস রাখেন তবে সেখানকার জেলা কমিশনে অভিযোগ জানানো যাবে।

৩। অভিযোগকারীর কোন একপক্ষ যদি জেলা কমিশনে সংশ্লিষ্ট এলাকার মধ্যে বসবাস না করেন বা ব্যবসায় কার্য না করেন বা কোন শাখা অফিস না খোলেন অথবা লাভের জন্য কোন কাজ না করে থাকেন তবে জেলা কমিশনে বিশেষ অনুমতি নিয়ে বা বিপক্ষের অনুমোদন নিয়ে অভিযোগপত্র দাখিল করা যাবে।

৪। যেখানে কারণটি (cause of action) সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ঘটেছে সেখানকার জেলা কমিশনে অভিযোগপত্রটি দাখিল করা যাবে।

৮.৭.৫ ক্রেতাদের অভিযোগ করার পদ্ধতি

কোন ক্রেতা বা ক্রেতাবর্গ বা ক্রেতাদের সমিতি বা রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্রব্য ও পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। নতুন আইনে অনলাইনেও রাজ্য, জেলা বা কেন্দ্রীয় স্তরে আবেদন করা যায়। অভিযোগকারীকে অভিযোগ দায়ের করতে নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়—

(1) সর্বপ্রথম বিজ্ঞপ্তি জারি করা

(2) নির্দিষ্ট অভিযোগ এর ক্ষেত্র নির্ধারণ
যেমন— 1 কোটি পর্যন্ত জেলাস্তরে
1 কোটির বেশী 10 কোটি পর্যন্ত রাজ্যস্তরে এবং 10 কোটির বেশী হলে কেন্দ্রীয়স্তরে

(3) নির্দিষ্টভাবে লিখিত বা অনলাইন অভিযোগ দাখিল করা ও নিবন্ধকরণ করা।

(4) অভিযোগের মধ্যে নাম, অভিযোগের বিষয়, তারিখ, সময়, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, সুরাহা কি চান সব ভালভাবে জানাতে হবে।

(5) মনে রাখতে হবে, জেলায় সমস্যা হবার দুই বছরের মধ্যে দাখিল করতে হবে অভিযোগ, জেলার রায়ে সম্পত না হলে 45 দিনের মধ্যে রাজ্যস্তরে এবং সেখানেও আশানুরূপ ফল না পেলে 30 দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয়স্তরে অভিযোগ দাখিল করা যাবে।

(6) 5000 টাকা দিয়ে ক্রেতা বিচারালয়ের নিবন্দকের কাছে ডিমান্ড ড্রাফট মারফৎ।

৮.৮ দণ্ড

ক্রেতা সুরক্ষা আইন ২০১৯ সপ্তম অধ্যায়ে বিভিন্ন ধারায় শাস্তি বা দণ্ডের (Penalties) বিধান দেওয়া হয়েছে। যখন কোন ব্যবসায়ী বা কোন ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তিনি বা অভিযোগকারী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে ব্যর্থ হন বা অবহেলা করেন তখন ঐ আদেশ খেলাপকারী ব্যবসায়ী বা ব্যক্তি বা অভিযোগকারীকে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা / এবং কুড়ি লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে পারেন। কারাদণ্ড দুবছর পর্যন্ত হবে এবং অর্থদণ্ড দশ লক্ষ টাকা

হবে। তবে জেলা অনৈতিক বিজ্ঞাপনের জন্য রাজ্য বা জাতীয় কমিশন হল কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষ (Central Authority) এর অধীন।

৮.৯ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমার রায়

১। ছাত্ররা শিক্ষা নেওয়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফী দেয়। এক্ষেত্রে ছাত্ররা অর্থ দিয়ে পরিষেবা গ্রহণ করে। এটি হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা বা অর্থের বিনিময়ে ছাত্রদের দেওয়া হয়। তাই শিক্ষকদের বা অধ্যাপকদের ত্রুটির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্রেতা সুরক্ষা আইন অনুযায়ী অভিযোগ জানানো যাবে, কারণ শিক্ষাদান একটি পরিষেবা [১৯৯৪ সি-পি-আর-১৮২ হিমাচল প্রদেশ; ১৯৯৩ সি-পি-আর-১৮২ হরিয়ানা]।

২। বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, ব্যক্তিগত হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে চিকিৎসা অথবা বেসরকারি চিকিৎসক বা বেসরকারি শল্য চিকিৎসকের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা এই আইনে পরিষেবা বলে গণ্য হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ চিকিৎসায় ত্রুটি থাকার জন্য অভিযোগ জানাতে পারেন [(১৯৯২) (১) সি-পি-জে-৩০২ (জাতীয় কমিশন)]।

৩। লিখিত নোটিশ ছাড়াও একজন গ্রাহকের টেলিফোন সংযোগ টেলিফোন কর্তৃপক্ষ বিচ্ছিন্ন করতে পারে। জাতীয় কমিশনের মতে ভারতীয় টেলিগ্রাফ বিধির 443 নং বিধিতে টেলিফোন বিল বাকি থাকলে কর্তৃপক্ষকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন লিখিত নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। [জে.এম. রথী বনাম ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার (টেলিগ্রাফ), (১৯৯২) ২ পি. পি. জে ৫৬৪ হরিয়ানা]।

৪। কুরিয়ার বা সংবাদগ্রাহক পণ্য বা কোন দ্রব্যসামগ্রী সঠিক স্থানে সঠিকভাবে পৌঁছে না দিলে ক্রেতা তার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন। কারণ ক্রেতা বা প্রেরক এক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ দিয়ে পরিষেবা ক্রয় করেছেন [(১৯৯৬) ২ সি. পি. জে-২৫ (সুপ্রিম কোর্ট)]।

৫। জল ও অন্যান্য সুবিধার জন্য পৌরসভাকে কর বা শুল্ক দেওয়া হলে শুল্কদাতা ঐ সব পরিষেবা পাওয়ার অধিকারী। সুতরাং শুল্কদাতাকে এই আইন অনুসারে একজন ক্রেতা হিসাবে গণ্য করা হবে এবং ঐ পরিষেবাতে কোন ঘাটতি হলে তিনি অভিযোগ জানাতে পারবেন। [(১৯৯৩) ১ সি. পি. আর ১৫২ (পঞ্জাব), (১৯৯৩) ২ সি. পি. আর ৪৭৪ (পশ্চিমবঙ্গ)]।

৬। ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের আদেশ 27 নং ধারা অনুসারে প্রথমে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে হাজির করার জন্য সমন পাঠানো হলে অপরপক্ষ সমনে যদি হাজির না হয় তবে জামিনযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাঠাতে হবে। এতেও যদি ঐ ব্যক্তি আদালতে হাজির না হয় তবে তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আদালতে পাঠাতে বাধ্য হবেন এবং সেই সঙ্গে জামিনদারকেও নোটিশ দেবেন। [(১৯৯২) সি. পি. জে ৩৬৮ (দিল্লি)]।

৮.১০ সারাংশ

এই এককটিতে আমরা ক্রেতা সুরক্ষা আইন ২০১৯ পড়লাম। ২০১৯ সালের আইন অনুসারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন ক্রেতা কে, অভিযোগকারী কে, পণ্য কী, ব্যক্তি কে, বিরোধ কী ইত্যাদি

বিষয়গুলি আপনি জেনেছেন। এছাড়া আপনি ক্রেতা হিসাবে কীভাবে ও কোথায় অভিযোগ জানাবেন তাও এখানে জেনেছেন।

৮.১১ অনুশীলনী

এম সি কিউ প্রশ্ন :

১. ক্রেতা সুরক্ষা আইনের _______ ধারায় 'অভিযোগকারীর' সংজ্ঞা বলা আছে

(ক) 2 (5)

(খ) 2 (6)

(গ) 2 (7)

(ঘ) 2 (8)

উত্তর : (ক)

২. ক্রেতা সুরক্ষা আইনের _______ ধারায় 'ক্রেতা' বলতে কী বোঝায় তা বলা আছে

(ক) 2 (6)

(খ) 2 (7)

(গ) 2 (47)

(ঘ) 2 (10)

উত্তর : (খ)

৩. নীচের কোনটি ক্রেতা সুরক্ষা আইনে পণ্য নয় _______

(ক) শেয়ার

(খ) সুনাম

(গ) জল

(ঘ) মোকদ্দমা যোগ্য দাবি এবং অর্থ

উত্তর : (ঘ)

৪. ক্রেতা সুরক্ষা আইনের _______ ধারায় 'ত্রুটি'-র সংজ্ঞা দেওয়া হয়

(ক) 2 (10)

(খ) 2 (47)

(গ) 2 (21)

(ঘ) 2 (11)

উত্তর : (ক)

৫. ক্রেতা সুরক্ষা আইনের _______ ধারা অনুসারে উৎপাদক কাকে বলে তা বলা হয়েছে

(ক) 2 (24)

(খ) 2 (47)

(গ) 2 (10)

(ঘ) 2 (31)

উত্তর : (ক)

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ক্রেতা বলতে আপনি কী বোঝেন?

২। ক্রেতা বিরোধ কী?

৩। অভিযোগ কাকে বলে?

৪। ক্রুটি ও অসম্পূর্ণতা বলতে আপনি কী বোঝেন?

৫। অন্যায্য ব্যবসায়িক কাজ কী।

(গ) রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ক্রেতা সুরক্ষা আইনের উদ্দেশ্যগুলি কী?

২। কেন্দ্রীয় পরিষদের গঠন ও উদ্দেশ্য লিখুন।

৩। রাজ্য পরিষদের গঠন ও উদ্দেশ্য লিখুন।

৪। জেলা কমিশন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৫। ক্রেতাদের অভিযোগ দায়ের করা পদ্ধতি লিখুন।

একক ৯ ❑ তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ (Information Technology Act, 2000)

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য
৯.২ প্রস্তাবনা
৯.৩ তথ্য প্রযুক্তি আইনের পরিধি
৯.৪ তথ্য প্রযুক্তি আইনের উদ্দেশ্য
৯ .৫ ডিজিটাল স্বাক্ষর বা বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর
৯.৬ বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থা
৯.৭ তথ্য গোপনীয়তা
৯.৮ সাইবার সন্ত্রাস
৯.৯ সাইবার নিরাপত্তা
৯.১০ সারাংশ
৯.১১ অনুশীলনী

৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিচের বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- ভারতবর্ষে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের প্রবর্তন।
- তথ্যপ্রযুক্তি আইনের উদ্দেশ্য।
- নতুন ধারণা ঃ ডিজিটাল স্বাক্ষর ও বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থা।

৯.২ প্রস্তাবনা

বৈদ্যুতিন নথি অনেক সময় অপব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের কারচুপি রোধ করতে এবং সততা সুনিশ্চিত করতে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল স্বাক্ষর আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে এবং তথ্য সুনিশ্চিত থাকে। এই এককের মাধ্যমে আমরা তথ্য প্রযুক্তি আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

৯.৩ তথ্য প্রযুক্তি আইনের পরিধি

তথ্যপ্রযুক্তি আইন বা Information Technology Act বলবৎ হয় 17.10.2000। জম্মু ও কাশ্মীরসহ সব রাজ্যে এই আইন প্রযোজ্য।

Information Technology Act, 2000 এই আইনটি বৈদ্যুতিন বাণিজ্যকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে। বৈদ্যুতিন বাণিজ্য বলতে আমরা বুঝি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তথ্যের আদানপ্রদান, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যোগাযোগ, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য সংরক্ষণ, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ফর্ম পূরণ/দাখিল (Fill up) করা ইত্যাদি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বাণিজ্য অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই আইনটি বৈদ্যুতিন বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করবার জন্য একটি আইনী রূপরেখা প্রদান করে থাকে।

৯.৪ তথ্য প্রযুক্তি আইনের উদ্দেশ্য

- বৈদ্যুতিন মাধ্যমে লেনদেন এর আইনগত স্বীকৃতি দান করা।
- কোন তথ্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষর (Digital Signature) এর আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করা।
- বিভিন্ন সরকারী বিভাগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তথ্য বা নথি দাখিল করতে (filling of documents) সাহায্য করা।
- বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ব্যাঙ্ক বা আর্থিক সংস্থাগুলির মধ্যে তহবিল স্থানান্তর (Fund Transfer) করতে সাহায্য করা।
- বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হিসাব রক্ষণ করতে সাহায্য করা।

৯.৫ ডিজিটাল স্বাক্ষর বা বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর

- বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিন নথি অনেক সময়েই অসৎ উপায়ে কারচুপি করা হয়। এর ফলে ওই নথির অপব্যবহারের পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাই কোন একটি বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ওই সকল নথির সত্যতা সুনিশ্চিতকরণ একান্ত অপরিহার্য। এই ধরনের সত্যতা সুনিশ্চিতকরণের একটি পদ্ধতি হল (Digital Signature) ডিজিটাল স্বাক্ষর এর ব্যবহার।
- ডিজিটাল স্বাক্ষর (Digital Signature) এর অর্থ হল এই আইনের ৩ নং ধারায় বর্ণিত নিয়ম অনুসারে কোন একজন গ্রহীতা (Subscriber) দ্বারা বৈদ্যুতিন নথির সত্যতা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সুনিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া। (ধারা ৩)

৯.৬ বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থা

বৈদ্যুতিন তথ্যর আইনগত স্বীকৃতি প্রদান (ধারা ৪)—বৈদ্যুতিন উপায়ে সংরক্ষিত তথ্য যে কোন আইনে তথ্য হিসাব গ্রাহ্য হবে যদি না সেই আইনে অন্য কিছু বলা থাকে।

বৈদ্যুতিন স্বাক্ষরের আইনগত স্বীকৃতি (ধারা ৫)—যেখানে কোন আইনে তথ্যর সত্যতা সুনিশ্চিত করার প্রয়োজন হয়। তবে সেক্ষেত্রে আইনে অন্য কিছু বলা না থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত যে কোন উপায়ে বৈদ্যুতিন স্বাক্ষরের মাধ্যমে তথ্যর সত্যতা সুনিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে।

বৈদ্যুতিন তথ্যের সংরক্ষণ (ধারা ৭)—যদি কোন আইনে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তথ্য, নথি সংরক্ষণ করার প্রয়োজন থাকে তবে বৈদ্যুতিন উপায়ে তথ্য, নথি সংরক্ষণ করা হলেও তা সংরক্ষণ করা হয়েছে বলে মনে করা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর, বৈদ্যুতিন স্বাক্ষরের ব্যবহার, বৈদ্যুতিন তথ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত ধারা প্রয়োজন অনুসারে তৈরি করতে পারে। (ধারা ১০)

৯.৭ গোপনীয়তা বা ডাটা সুরক্ষা

তথ্য গোপনীয়তা (Data Privacy) হল ডাটা, প্রযুক্তি, জনগণের গোপনীয়তার প্রত্যাশা এবং আইন সংক্রান্ত ও রাজনৈতিক বিষয়াদির সংগ্রহ বিতরণের মধ্যকার সম্পর্ক।

গোপনীয়তা যেখানে ব্যক্তিগত চিহ্নিতকরণ তথ্য বা অন্যান্য স্পর্শকাতর তথ্য সংগ্রহ এবং জমা হয় (ডিজিটালভাবে বা অন্য কোন ভাবে) সেখানেই সম্পর্কযুক্ত। অনুপযুক্ত, অকার্যকর অথবা তথ্য উন্মুক্ত নীতি নিয়ন্ত্রণ যেখানে নেই তা হতে পারে গোপনীয়তা সমস্যার প্রধান কারণ। অনেক উৎস থেকে ডেটার গোপনীয়তা সমস্যা তৈরি হতে পারে যেমন :

(ক) স্বাস্থ্য সচেতনতা রেকর্ড

(খ) অপরাধী বিচারের তদন্ত এবং প্রক্রিয়া

(গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিনিময়

(ঘ) আবাসিক এবং ভৌগোলিক রেকর্ড

৯.৮ সাইবার সন্ত্রাস

তথ্য প্রযুক্তি আইন ২০০০ অনুযায়ী সাইবার সন্ত্রাসকে নিম্নলিখিত দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে : ‘‘পূর্বে পরিকল্পিত, রাজনৈতিক ভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত আক্রমণ। তথ্য, কম্পিউটার সিস্টেম কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং ডেটার বিরুদ্ধে, যার ফলে উপ-জাতীয় গোষ্ঠী বা গোপন দ্বারা সামরিক (বেসামরিক) নয় এমন লক্ষ্যগুলির বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া যায়।

এই আইন হ্যাকিং, স্প্যামিং, পরিচয় চুরি, ফিশিং ইত্যাদির মতে। বিভিন্ন সাইবারক্রাইম চিহ্নিত করে এবং শাস্তি প্রদান করে, যা আগে কোনো আইনে বলা হয়নি, এই আইন কোম্পানিগুলোকে প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করতে এবং ডিজিটাল সার্টিফিকেট ইস্যু করার অনুমতি দেয়।

1820 সালে প্রথম সাইবার অপরাধ সংঘটিত হয়। 1820 সালে ফ্রান্সের একটি টেক্সটাইল প্রস্তুতকারক তাঁত তৈরি করেছিল। এর ফলে জ্যাকোয়ার্ডের কর্মচারীদের মধ্যে ভয় দেখা দেয় যে তাদের ঐতিহ্যগত কর্মসংস্থান এবং জীবিকা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

পরবর্তীকালে বব থমাস একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী, যিনি ব্যাপকভাবে সাইবার নিরাপত্তার জনক হিসেবে বিবেচিত। 1971 সালে প্রথম কম্পিউটার ভাইরাস তৈরি করার সময় কুখ্যাতি অর্জন

করেছিলেন, যার নাম ‘‘ক্রিপার ভাইরাস’’। ভাইরাসটি দূষিত ছিল না এবং কম্পিউটার সিস্টেমের দুর্বলতা প্রদর্শনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

৯.৯ সাইবার নিরাপত্তা

সাইবার নিরাপত্তা (Cyber Security) হল সাইবার আক্রমণ থেকে সিস্টেম, নেটওয়ার্ক, প্রোগ্রাম, ডিভাইস এবং ডেটা রক্ষা করার জন্য প্রযুক্তি, প্রক্রিয়া এবং নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ। এটি সাইবার আক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করা এবং সিস্টেম, নেটওয়ার্ক এবং প্রযুক্তির অনুমোদিত শোষণের বিরুদ্ধে সুরক্ষার লক্ষ্য।

সাইবার নিরাপত্তা অনেক সুবিধা প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে সাইবার স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানো, সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধ করা এবং ঝুঁকি কমাতে সিস্টেম ও নেটওয়ার্ক সুরক্ষিত করা।

৯.১০ সারাংশ

এই আইনটি পড়ে আমরা তথ্য প্রযুক্তি আইনের উদ্দেশ্য কি তা জানতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল সাক্ষর এবং বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থা এবং সাইবার সন্ত্রাস সম্পর্কে এক সুন্দর ধারণা লাভ করতে সক্ষম হলাম।

৯.১১ অনুশীলনী

(ক) এম সি কিউ প্রশ্ন :

১. তথ্য প্রযুক্তি আইন প্রণীত হয় ---

(ক) 2000

(খ) 2005

(গ) 2010

(ঘ) 2020

উত্তর : (ক)

২. তথ্য প্রযুক্তি আইন 2000 বলবৎ হয় ---

(ক) জম্মু ও কাশ্মীরে কেবলমাত্র

(খ) পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র

(গ) দক্ষিণ ভারতে কেবলমাত্র

(ঘ) জম্ম ও কাশ্মীর সহ সব রাজ্যে

উত্তর : (ঘ)

৩. ডিজিটাল স্বাক্ষর-এর অর্থ তথ্য প্রযুক্তি আইনের _____ ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

(ক) 3

(খ) 4

(গ) 6

(ঘ) 8

উত্তর : (ক)

৪. তথ্য প্রযুক্তি আইন বলবৎ হয়

(ক) 17-10-1990

(খ) 17-10-2000

(গ) 17-10-2010

(ঘ) 17-10-2020

উত্তর : (খ)

৫. বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর সম্পর্কিত ধারা প্রয়োজন অনুসারে তৈরি করতে পারে ---

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার

(খ) রাজ্য সরকার

(গ) স্থানীয় সরকার

(ঘ) পৌরসভা

উত্তর : (ক)

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিন পরিচালন ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়?

২. বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর কি?

৩. তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000 এর উদ্দেশ্য কি?

(গ) দীর্ঘ প্রশ্ন

১. গোপনীয়তা বা ডাটা সুরক্ষা সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

২. সাইবার সন্ত্রাস কাকে বলে? সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে একটি টীকা লিখুন।

একক ১০ ❑ তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ (Right to Information Act 2005)

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য
১০.২ প্রস্তাবনা
১০.৩ তথ্যের অধিকার আইনের পরিধি
১০.৪ তথ্যের অধিকার
১০.৫ পাবলিক সংস্থার দায়িত্ব
১০.৬ পাবলিক তথ্য অফিসার নিযুক্তকরণ
১০.৭ তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন
১০.৮ আবেদনের জবাব
১০.৯ তথ্য প্রকাশে অব্যহতি
১০.১০ সারাংশ
১০.১১ অনুশীলনী
১০.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিচের বিষয়গুলি জানতে পারবেন —

- তথ্যের অধিকার বলতে কী বোঝায় এবং পাবলিক সংস্থার কাছ থেকে কোন কোন তথ্য পাওয়া যায়।
- তথ্যের অধিকার বলতে কী বোঝায়
- তথ্যের অধিকার আইনের পরিধি
- পাবলিক সংস্থার দায়িত্ব
- তথ্য প্রকাশে অব্যহতি

১০.২ প্রস্তাবনা

তথ্যের অধিকার আইনের মাধ্যমে জনসাধারণকে তথ্য পৌঁছে দেবার এক অভিনব পদ্ধতি শুরু হয়েছে। কর্মচারী, সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধন এই আইনের মাধ্যমে সম্ভব

হয়। বিভিন্ন দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব হয় এই আইনের ফলে। তাই এই অইনটি পড়ে আমরা তথ্যের অধিকার সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে পারব।

১০.৩ তথ্যের অধিকার আইনের পরিধি

এই আইনটি ২০০৫ সালে জম্মু ও কাশ্মীর বাদে সমগ্র ভারতে কার্যকর হয়। এই আইনের মাধ্যমে জনসাধারণকে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার এক অভিনব পদ্ধতি শুরু হয়েছে। এই আইন কার্যকর হওয়ার ফলে জনপরিষেবা ও সরকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য জানবার অধিকার বলে আর্থিক স্বচ্ছতা প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে। কর্মচারী, সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধন সম্ভব হচ্ছে। লক্ষণীয় যে, এই আইন যথাযথ প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং জনপরিষেবার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতে পারে। এই আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে উল্লেখ করা হল।

- উপযুক্ত সরকার (Appropriate Government) ঃ যে কোন সাধারণ সংস্থা যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থাপিত, গঠিত, অধীনস্থ (owned), পরিচালিত ও আর্থিক সাহায্যপুষ্ট (financed)।— ধারা ২(এ)।
- তথ্য (Information) ঃ এই আইনে তথ্য বলতে বোঝায় যে কোন বিষয় (material) বৈদ্যুতিন উপায়ে বা অন্য কোন উপায়ে রক্ষিত নথি, স্মারকলিপি (memos), ই-মেল, মতামত, উপদেশ, সংবাদ লিপি (press release), বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, লগবই, চুক্তি, প্রতিবেদন, কাগজপত্র, নমুনা, মডেল এবং কোন প্রাইভেট সংস্থার সঙ্গে জড়িত তথ্য যা কোন পাবলিক সংস্থা ব্যবহার (access) করতে পারে। (ধারা ২(এফ)
- পাবলিক সংস্থা (Public Authority) ঃ পাবলিক সংস্থা বলতে বোঝায় যে কোন সংস্থা যা সরকার কর্তৃক গঠিত বা স্থাপিত—
  (a) সংবিধান দ্বারা।
  (b) অন্য কোন সংসদীয় আইন দ্বারা।
  (c) রাজ্য বিধানসভার আইন দ্বারা।
  (d) উপযুক্ত সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি বা আদেশের মাধ্যমে গঠিত কোন সংস্থা যা ঐ উপযুক্ত সরকারের মালিকানাধীন, তার দ্বারা পরিচালিত ও আর্থিক সাহায্যপুষ্ট বা কোন বেসরকারী সংস্থা যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐ সরকার দ্বারাই মুখ্যতঃ সাহায্যপুষ্ট।—ধারা ২(এইচ্)।
- তথ্যের অধিকার (Right to Information) ঃ তথ্যের অধিকার বলতে বোঝায় পাবলিক সংস্থার অধীন বা পাবলিক সংস্থা দ্বারা রক্ষিত তথ্য পাওয়ার (accessible) অধিকার এবং এছাড়াও—
  (i) কাজ, নথি, দলিল পরিদর্শন (inspection) করার অধিকার।
  (ii) দলিল বা নথির প্রত্যয়িত প্রতিলিপি (certified copies), নির্বাচিত অংশ (extracts) পাওয়ার অধিকার।

(iii) কোন প্রত্যয়িত নমুনা পাওয়ার অধিকার।

(iv) যে ক্ষেত্রে ঐ তথ্য কোনো কম্পিউটার বা এই জাতীয় যন্ত্রে রয়েছে, সেক্ষেত্রে কোন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (যেমন—Floppy, Tapes, Video) পাওয়ার অধিকার।—ধারা ২(জে)।

১০.৪ তথ্যের অধিকার

এই আইনের ধারা ৩ অনুযায়ী সমস্ত নাগরিকেরই তথ্যের অধিকার রয়েছে।

১০.৫ পাবলিক সংস্থার দায়িত্ব (Obligation of Public Autho-rities)

প্রত্যেক পাবলিক সংস্থাকে —

(a) সমস্ত তথ্য সুষ্ঠভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে প্রয়োজনমত তা খুঁজে পেতে এবং ব্যবহার করতে সুবিধা হয়।

(b) নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ এই আইনটি কার্যকর হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।

(i) প্রতিটি সংস্থার কাজ/কর্তব্য বিষয়ক তথ্য।

(ii) সমস্ত আধিকারিক এবং কর্মীর ক্ষমতা এবং দায়িত্ব।

(iii) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত পদ্ধতি, কর্তৃত্বের শৃঙ্খল (Channels of supervision) এবং দায়বদ্ধতা।

(iv) কোন কর্তব্য পালনের নিয়ম।

(v) কোন কর্মী কিভাবে তার কর্তব্য পালন করবে তার নিয়মাবলী, আদেশ, manuals এবং records।

(vi) সংস্থার অধীনে থাকা সমস্ত তথ্যাদির বিভিন্ন শ্রেণীর তালিকা।

(vii) নীতি প্রণয়ন ও তার প্রয়োগের উদ্দেশ্যে গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যদি আলোচনার জন্য কোনো ব্যবস্থা হয়ে থাকে তবে ঐ বিষয়ক তথ্য।

(viii) সংস্থার প্রত্যেক অফিসার এবং কর্মীদের সম্পর্কে তথ্য (Directory)।

(ix) প্রত্যেক অফিসার এবং কর্মীর মাসিক বেতন ও তা কোন উপায়ে নির্ধারণ করা হয়।

(x) সমস্ত বাজেট, Plans, প্রস্তাবিত খরচ এবং প্রদেয় সম্বন্ধীয় তালিকা।

(c) প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে হবে যা জনসাধারণকে প্রভাবিত করে।

(d) গৃহীত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বা আধা বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের কারণ জানাতে হবে।—ধারা ৪।

১০.৬ পাবলিক তথ্য অফিসার নিযুক্তকরণ

প্রত্যেক পাবলিক সংস্থায় এই আইন কার্যকর হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যায় কেন্দ্রীয় পাবলিক তথ্য অফিসার বা রাজ্য পাবলিক তথ্য অফিসার নিয়োগ করতে হবে।—ধারা ৫।

১০.৭ তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন

এই আইনে, কোন ব্যক্তি তথ্য জানতে চাইলে তাকে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় পাবলিক তথ্য অফিসার বা রাজ্য পাবলিক তথ্য অফিসারের কাছে উপযুক্ত ফি সহ লিখিত বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ইংরাজী, হিন্দী বা অন্য কোন সরকারি (official) ভাষায় আবেদন করতে হবে।—ধারা ৬।

১০.৮ আবেদনের জবাব

কেন্দ্রীয় পাবলিক তথ্য অফিসার বা রাজ্য পাবলিক তথ্য অফিসার আবেদন পাওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব (এবং কোন অবস্থাতেই ৬ নং ধারা অনুযায়ী) আবেদন পাওয়ার ৩০ দিনের বেশী নয়) তথ্য প্রদান করবে অথবা আবেদন খারিজ করবে।—ধারা ৭।

১০.৯ তথ্য প্রকাশে অব্যহতি

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানে কোনো রকম বাধ্যতা থাকে না—

(a) যদি তথ্য প্রকাশের ফলে দেশের সার্বভৌমত্ব, সংহতি, সুরক্ষা, কৌশলগত, বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ বা বৈদেশিক সম্পর্কে ক্ষতি হয় বা অপরাধ সংগঠনে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

(b) আদালত দ্বারা যে তথ্য প্রকাশে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।—ধারা ৮।

১০.১০ সারাংশ

এই এককটি পড়ে আমরা তথ্যের অধিকার বলতে কী বোঝায়, পাবলিক সংস্থা বলতে কাকে বোঝায় এবং এই পাবলিক সংস্থার দায়িত্ব সম্বন্ধে এক সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক তথ্য অফিসার নিযুক্তকরণ, তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন, আবেদনের জবাব এবং তথ্য প্রকাশে অব্যহতি ইত্যাদি সম্পর্কে এক সুন্দর ধারণা লাভ করতে পারলাম।

১০.১১ অনুশীলনী

(ক) এম সি কিউ প্রশ্ন :

১. তথ্যে অধিকার আইনটি প্রণয়ন করা হয়

(ক) 2005

(খ) 2008

(গ) 2010

(ঘ) 2012

উত্তর : (ক)

২. তথ্যের অধিকার আইন কার্যকর হয়

(ক) কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরে

(খ) কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে

(গ) জম্মু ও কাশ্মীর সহ সমগ্র ভারতে

(ঘ) কেবলমাত্রা উত্তর ভারতে

উত্তর : (গ)

৩. উপযুক্ত সরকার স্থাপিত হয়

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা কেবলমাত্র

(খ) রাজ্য সরকার দ্বারা কেবলমাত্রা

(গ) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার দ্বারা

(ঘ) পৌরসভা দ্বারা

উত্তর : (গ)

৪. প্রতি পাবলিক সংস্থায় তথ্যের অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার _______ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যায় তথ্য অফিসার নিয়োগ করতে হবে

(ক) 120

(খ) 150

(গ) 180

(ঘ) 200

উত্তর : (ক)

৫. তথ্য অফিসার আবেদন পাওয়ার _______ দিনের মধ্যে তথ্য প্রদান করবেন অথবা আবেদন খারিজ করবেন।

(ক) 20

(খ) 30

(গ) 40

(ঘ) 50

উত্তর : (খ)

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ এর উদ্দেশ্যগুলি লিখুন।

২. তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী পাবলিক সংস্থার দ্বায়িত্ব কি?

৩. তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী কিভাবে—

(i) পাবলিক অফিসার নিযুক্ত করা যায়?

(ii) তথ্য পাওয়ার আবেদন করা যায়?

(iii) আবেদনের জবাব দাখিল করা যায়?

(vi) তথ্য প্রকাশে অব্যহতি পাওয়া যায়?

(গ) দীর্ঘ প্রশ্ন

১. তথ্যের অধিকার আইনের পরিধি ব্যাখ্যা করুন।

২. পাবলিক সংস্থার দায়িত্ব আলোচনা করুন।

১০.১২ গ্রন্থপঞ্জি

1. Bhadra, Satpati & Mitra, Karbari Aiver Ruprekha (Bengali Version), Dishari
2. Chandra PR, Business Law, Galgotia
3. Information Technology Act, 2000
4. Kapoor, N. D., Business Law, Sultan Chand
5. Mathur, Satish B., Business Law, Tata McGraw Hill
6. Right to Information Act, 2005
7. Sen & Mitra, Commercial Law Including Company Law, World Press
8. Tulsian, P.C., Business Law, Tata McGraw Hill
9. Udayan Roychoudhury, S. Bhattacharya & S. P. Datta, Business Laws, Elegant Publication.

Notes

Notes